চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 79 Sunday, 18 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৭৯ সংখ্যা ❋ ৫ ফাল্গুন, ১৪৩০, রবিবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি , ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আগুনে ভস্মীভূত বেশ কয়েকটি গুমটি ঘর, লিলুয়া স্টেশন রোড এলাকায় চাঞ্চল্য। রাস্তা তৈরির কাজে পিচ গলানোর সময় হঠাৎ করেই আগুন ছড়িয়ে পড়লো রাস্তার ধারের বেশ কয়েকটি গুমটিতে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। ... বিস্তারিত পাতা ৩

মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ৪৬ নম্বর শেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছিলেন প্রধান শিক্ষক। শনিবার দুপুরে স্কুল প্রাঙ্গনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। .... বিস্তারিত পাতা ৫

সন্দেশখালিতে নারী নিগ্রহে দায়ী তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। গ্রামবাসী এবং মহিলাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী তে ধিক্কার মিছিল। .... বিস্তারিত পাতা ৭

প্রাইম ভলিবল লিগে শুরুটা ভালো হল না কলকাতা থান্ডার বোল্টসের। চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরু টর্পেডোসের বিরুদ্ধে তাদের হার হজম করতে হল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

উচ্চ প্রাথমিকে ১৩ হাজার শূন্যপদে কাটছে নিয়োগ জট? ইঙ্গিত হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ হাই কোর্টের জারি করা স্থগিতাদেশে উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিযগেের প্রক্রিয়া থমকে রয়েছে দীর্ঘদিন। এবার আইনি জট কাটিয়ে সেই নিযগেে প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। শুক্রবার উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় তেমনই ইঙ্গিত দিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ' জন্য সমসংখ্যক আসন ফাঁকা রেখে বাকি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।'' প্রয়োজনে সুপারিশপত্র দেওয়ার কাজও শুরু করা যেতে পারে বলে এদিন জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। মামলার শুনানি চলাকালীন এত বছর ধরে ওই নিয়োগ আটকে থাকা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'কিছু সংখ্যক মামলাকারীর জন্য প্রায় ১৩ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ আটকে রাখা সম্ভব?'' আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত। আদালতের নির্দেশ, সেদিন এসএসসিকে এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দিতে হবে। শূন্যপদ থেকে শুরু করে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা এবং প্যানেলে থাকা প্রার্থীর সংখ্যাও স্পষ্ট করে জানাতে হবে আদালতে। নিয়োগ প্রক্রিয়া ঠিক কোথায় আটকে রয়েছে তাও জানাতে হবে আদালতে। আদালতের ইঙ্গিতপূর্ণ এই মনোভাবে উচ্চ প্রাথমিকের জট খুলবে বলে আশাবাদী স্কুল সার্ভিস কমিশন। এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, 'এবার ইতিবাচক কিছু হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা আশাবাদী, পরবর্তী ধাপে এই মামলায় ইতিবাচক রায় পাব। মহামান্য আদালতের যে নির্দেশ আইনজীবীর মাধ্যমে শুনেছি, কত মামলা আছে এবং কতজন মামলাকারী আছেন, সেই তথ্য দিতে হবে। আমরা কাজ শুরু করেছি। আগামী সপ্তাহেই আমাদের আইনজীবীকে জানিয়ে দেব। যাতে তাঁরা তা হলফনামা আকারে মহামান্য আদালতের কাছে পেশ করতে পারেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ' প্রক্রিয়া শুরু করা নিয়েও আদালতের ইতিবাচক পর্যবেক্ষণ রয়েছে। আদালত নির্দেশ দিলে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করতে আমরা প্রস্তুত।''

কলকাতা পুরসভায় বাজেট পেশ

শহরের পানীয় জল পরিষেবায় জোর ৭০০ কোটি টাকার জলপ্রকল্প শুরু হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পেশ হল কলকাতা পুরসভার বাজেট। আগামী দিনে শহরে পানীয় জল সরবরাহ এবং বকেয়া কর আদায়ে জোর দেওয়া জল সরবরাহে সমস্যা দেখা যায়। টানা দু-তিনদিন জল কার্যত বন্ধ থাকে একাধিক ওয়ার্ডে। ফলে ভোগান্তির শিকার হন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই সমস্যা মেটাতে উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহের প্রথমেই ডিহাইড্রেশনের জেরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

হল। শনিবার অসুস্থতা নিয়েও পুরসভায় আসেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে বাজেট সংক্রান্ত বৈঠক করেন। এর পর দুপুরে বাজেট পেশ করে জানান, এবারের ঘাটতি ১১২ কোটি টাকা। তা সত্ত্বেও জল সরবরাহ পরিষেবায় সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার পেশ হয়েছে কলকাতা পুরসভার বাজেট। গ্রীষ্মে মাঝেমধ্যেই শহরের নানা প্রান্তে এবারের পুর-বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে। এদিন ফিরহাদ হাকিম জানান, ৭০০ কোটি টাকার জলপ্রকল্প শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে ২০ মিলিয়ন ধাপা ও ১০ মিলিয়ন জল সরবরাহ হবে গড়িয়ায় । পুরনো পাইপলাইন বদল করে ইউটিলিটি লাইন করা হবে বলে জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের এই কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন মেয়র। এছাড়া ঘাটতি মিটিয়ে আয় বাড়াতে বকেয়া করা আদায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের অধীনে কড়া পর্যবেক্ষণে ছিলেন তিনি। তবু অসুস্থতা সত্ত্বেও কাজে অবিচল মেয়র। শুক্রবার বিধানসভায় গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশের জন্য হাতে স্যালাইনের চ্যানেল-সহ, ডাক্তার-নার্সদের নিয়েই ঘণ্টাখানেকের জন্য বিধানসভায় এসেছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শনিবারও সেই অবস্থাতেই এলেন পুরসভায়। অসুস্থতার জন্য বাজেটের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা পড়ে শোনান মেয়র। সকলকে বুঝিয়ে দেন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি।

সংক্ষিপ্ত খবর

অর্থমন্ত্রীর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটে আইসিডিএস কর্মীদের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আনার কথা ঘোষণা করা হলেও পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে তারা ওই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারছেন না বলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন। বিধানসভায় আজ অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরি প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি কেদ্র ও রাজ্য বাজেটের তুলনা টানেন। সেখানে আয়ুষ্মান প্রকল্পের সীমাবদ্ধতার অভিযোগ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট ফোন থাকলে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুযোগ পাওয়া যায় না। আবার প্রকল্পের কাজ সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রের সরকারই আইসিডিএস কর্মীদের স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্ব বিরোধী নীতির ফলে আইসিডিএস কর্মীরা আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে অনেক বিজেপি শাসিত রাজ্য তাদের জন্য আলাদা প্রকল্প তৈরীর পথে হাঁটছে বলে অর্থমন্ত্রীর অভিযোগ।

মোটরযান আইন সংশোধন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের কর প্রদানে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার মোটরযান আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্দ্যেশ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের এক সংশোধনী আজ রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। বিধানসভায় এই সংশোধনী বিল পেশ করে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান এই বিলের মূল লক্ষ্য, কর ব্যবস্থাকে আরও সরল করা। গাড়ির মালিকদের আরও বেশি ছাড়ের সুযোগ দেওয়া। তিনি বলেন, নানা উদ্ভাবনী প্রকল্পের সুযোগ দিয়ে পরিবহণ দফতর মানুষের ওপর চাপ না বাড়িয়েই রাজস্ব সংগ্রহের হার বাম জমানার তুলনায় বহুগুণে বাড়িয়েছে। ২০১০-১১ সালে যেখানে পরিবহণ দফতরের মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা। তা ২০২৩-২৪ এ বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকা। মন্ত্রী জানান পরিবহণ আইনের সংশাধনীতে , নতুন কেনা ৬ টনের কম ওজনের বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে পথ কর প্রদানের সময়সীমা তিন মাস থেকে বাড়িয়ে একবছর করা হয়েছে।

দেশকে একত্রিত করাই দেশের প্রতি প্রকৃত ভক্তি ঃ রাহুল গান্ধী

বারাণসী, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার উদ্দেশ্যে কী, তা ফের বললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, দেশকে একত্রিত করাই দেশের প্রতি প্রকৃত ভক্তি। শনিবার সকালে বারাণসীর গোলগাড্ডা থেকে শুরু হয় রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা। রাহুল গান্ধী এদিন কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনাও করেছেন। পরে ভারত জোো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন বক্তব্য রেখে রাহুল গান্ধী বলেছেন, সমগ্র ''যাত্রায়'' কখনও ঘৃণা দেখিনি। এমনকি বিজেপির লোকজনও যাত্রায় এসেছিল এবং আমাদের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আমাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলত... এই দেশ তখনই শক্তিশালী হবে, যখন আমরা একসঙ্গে কাজ করব। দেশকে একত্রিত করাই দেশের প্রতি প্রকৃত ভক্তি।

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন দুই মন্ত্রী

সন্দেশখালি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালিতে সভা করছে না তৃণমূল। বদলে সেদিন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী। দলীয় সূত্রে খবর, উচ্চমাধ্যমিক চলাকালীন সভা করবে না রাজ্যের শাসকদল। পরীক্ষা শেষের পর ' সন্দেশখালিতে ৩ মার্চ সভা করতে পারে তারা। শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরাদের গ্রেপ্তারির দাবিতে উত্তপ্ত সন্দেশখালি। পথে নেমেছে এলাকার মহিলা। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে এলাকায় গিয়েছিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। সেদিনই প্রতিনিধি দলে থাকা মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়েছিলেন, ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে সভা করবে তৃণমূল। কিন্তু পরবর্তী সময় সেই সিদ্ধান্ত বদল হয়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন রাজ্যের কোথাও কোনও সভা করবে না বলে আগেই জানিয়েছিল তৃণমূল। তাই সন্দেশখালির সভার দিন বদল করে ৩ মার্চ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। রবিবার সন্দেশখালি যাচ্ছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী- পার্থ ভৌমিক ও সুজিত বসু। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন। কথা বলবেন সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে। শেখ শাহজাহান উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মস্য কর্মাধ্যক্ষ। সংেদশখালি এলাকায় তাঁর অত্যন্ত প্রভাব। সেখানে মাছের ভেড়ি-সহ একাধিক ব্যবসা-বাণিজ্য করে ফুলেফেঁপে উঠেছেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, সেখানে শাহজাহানের দাপটে সাধারণ মানুষজন ভীত, সন্ত্রস্ত। বিশেষত মহিলাদের উপর শাহজাহান বাহিনীর ' নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ। এই মুহূর্তে শাহজাহান পলাতক। ইডি তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে।

মন্ত্রিত্ব হারিয়েই জামিনের আবেদন জ্যোতিপ্রিয়র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় প্রায় সাড়ে তিনমাস জেলবন্দি রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। গত শুক্রবারই মন্ত্রিত্ব হারিয়েছেন। আর তার পরদিনই শনিবার জামিনের আবেদন প্রাক্তন মন্ত্রীর। এই প্রথমবার কলকাতা নগর দায়রা আদালতে জামিনের আবেদন জানান তিনি। আবেদনের পক্ষে দুটি যুক্তি দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। নিজেকে অসুস্থ বলেই উল্লেখ করেন জ্যোতিপ্রিয়। এছাড়া রেশন দুর্নীতি মামলায় যোগও অস্বীকার করেন। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি জ্যোতিপ্রিয়র জামিনের আবেদন মামলার শুনানি। গত বছরের ২৭ অক্টোবর সল্টলেকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি রেশন দুর্নীতি মামলায় জড়িয়ে পড়েন বলেই অভিযোগ। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সময় বনদপ্তর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান ও শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে জেলবন্দি থাকার পর শুক্রবারই মন্ত্রিত্ব হারান। ভারতীয় সংবিধানের ১৬৬(৩) ধারা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে রাজভবনের তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। তার পরদিনই কলকাতা নগর দায়রা আদালতে জামিনের আবেদন জানান জ্যোতিপ্রিয়। মন্ত্রিত্ব হারানোর পর প্রভাবশালী তকমা ঘুচে গিয়েছে বলেই কি জামিনের আবেদন, বিভিন্ন মহলে উঠছে প্রশ্ন। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি এই মামলার শুনানি। সেদিনই ভাগ্য নির্ধারণ হতে পারে জ্যোতিপ্রিয়র। এদিকে, শনিবার বনগাঁর প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যের মামলারও শুনানি ছিল। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ইডির বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলে আদালতে চিঠি দিয়েছিলেন শংকর। তাঁকে ভয় দেখিয়ে বয়ান লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। বেশ কয়েকটি বয়ান প্রত্যাহারের দাবিও জানান ধৃত তৃণমূল নেতা। যদিও শংকরের বিস্ফোরক দাবির বিরোধিতা করে ইডি। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২ মার্চ হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

২০২৯ সালে ভারতকে বিজেপিমুক্ত করবে আপ',গর্জন কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার দিল্লি বিধানসভায় আস্থা ভোটে জয়ী হল আপ। শুক্রবারই আস্থা ভোটের প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিন আম আদমি পার্টির ৬২ জন বিধায়কের মধ্যে ৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন আস্থা ভোটে। ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় ভোট। আর প্রত্যাশামতোই সেই ভোটে জয়ী হল কেজরিওয়ালের দল। তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কেন আস্থা ভোট? এর উত্তরে কেজরিওয়ালের মন্তব্য, কক্ষে আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবুও আস্থা ভোট দরকারি, কেননা বিজেপি আপ বিধায়কদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত, কেজরিকে এর আগে বলতে শোনা গিয়েছিল, তাঁর কাছে দুই আপ বিধায়ক আগেই অভিযোগ জানিয়েছেন, বিজেপির তরফে টাকার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে দলীয় প্রতিনিধিদের। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ওঁরা বিধায়কদের ২৫ কোটি টাকার টোপ দিয়েছেন বিজেপিতে যোগ দিতে। পরে আমরা খোঁজ করে দেখেছি, ২১ নয়, ৭ জন বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, গত বুধবার ষষ্ঠবার কেজরিকে তলব করে ইডি। আগামী

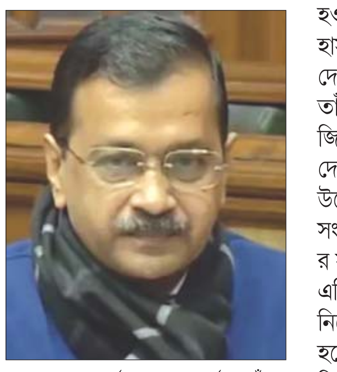

সোমবার অর্থাৎ ১৯ মার্চ তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। এর আগে পাঁচবার তাঁকে তলব করা হলেও যাননি আপ সুপ্রিমো। সেই সংক্রান্ত মামলায় শনিবার আদালতে উপস্থিত হওয়ার কথা কেজরিওয়ালের। কিন্তু আস্থা ভোটের কারণ দেখিয়ে সশরীরে আদালতে যাননি কেজরিওয়াল। এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন। এদিন দিল্লি বিধানসভায় বিজেপিকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করেন কেজরিওয়াল। তাঁর কটাক্ষ, বিজেপি 'রামভক্ত হওয়ার দাবি করে অথচ। হাসপাতালে গরিব মানুষদের ওষুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সেই সঙ্গে তাঁর দাবি, যদি এবার বিজেপি জিতেও যায়, আপ ২০২৯ সালে দেশকে বিজেপিমুক্ত করবেই। উল্লেখ্য, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় পঞ্চম বারও ইডি-র সমন এড়িয়েছিলেন কেজরিওয়াল। এড়িয়ে গিয়েছিলেন জিজ্ঞাসাবাদ। তা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে গত ৩ ফেব্রুয়ারি আবেদন জানানো হয়েছিল। ৭ ফেব্রুয়ারি সেই মামলার শুনানিতে বিচারক দিব্যা মলহোত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন, শনিবার আদালতে হাজির হয়ে জবাবদিহি করতে হবে আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধানকে। সেই মতো ভার্চুয়ালি আদালতে হাজিরা দেন তিনি।

নাভালনির মৃত্যুর জন্য পুতিনই দায়ী'বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার রাশিয়ার কারাগারে মৃত্যু হয়েছে অ্যালেক্সেই নাভালনির। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই নানা জল্পনা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। রুশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে আমেরিকা। পুতিন-বিরোধী নেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। এবার নাভালনির মৃত্যু নিয়ে মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমিরকে তোপ দেগে তিনি বলেন, এই ঘটনায় আমি আশ্চর্য নই। কিন্তু ক্ষুব্ধ। এই মৃত্যুর জন্য পুতিনই দায়ী। সূত্রে খবর, শুক্রবার নাভালনির মৃত্যু প্রসঙ্গে হোয়াট হাউস থেকে বাইডেন বলেন, নাভালনির মৃত্যুর খবর বিশ্বাস না করার কোনও কারণ নেই আমার কাছে। তিনি সব সময় রাশিয়ার সরকারের জালিয়াতি, দুর্নীতি, অত্যাচার নিয়ে সাহসের সঙ্গে কথা বলে গিয়েছেন। যার ফলে পুতিন নাভালনিকে বিষ দিয়েছিলেন। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে গ্রেপ্তার, সাজা দেওয়া থেকে শুরু করে নির্বাসনে পাঠানো সব কিছু করেছে সেদেশের সরকার। কিন্তু তাতেও দমে যাননি নাভালনি। জেল থেকে তিনি সমস্ত অপরাধের বিরুদ্ধে গলা তুলে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ক্ষোভ উগরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, এবার রাশিয়া নিজেদের মতো করে গল্প বানাবে। কিন্তু এটা নিয়ে কোনও দ্বিধা রাখবেন না পুতিনই নাভালনির মৃত্যুর জন্য দায়ী। এই ঘটনা আরও একটা প্রমাণ পুতিনের নৃশংসতার। এর ফল তাঁকে ভুগতে হবেই। এদিন রুশ ফেডারেল জেল কর্তৃপক্ষ নাভালনির মৃত্যুর খবর জানায়। যদিও নাভালনির মৃত্যুর বিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেন তাঁর প্রেস সচিব কিরা ইয়ারমিশ। নাভালনির আইনজীবী দ্রুত ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন বলেও

জানান তিনি। এই পরিস্থিতিতে রুশ নেতার মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কড়া প্রতিক্রিয়া দেয় আমেরিকা। ওয়াশিংটনের মতোই রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ফ্রান্স ও কানাডা-সহ একাধিক দেশ। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, আজকের রাশিয়ায়, মুক্তমনাদের গুলাগে পাঠিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, নাভালনির মৃত্যু খুবই দু ঃখজনক। পুতিন যে একটা দানব তা গোটা বিশ্বকে মনে করিয়ে দিল এই ঘটনা। দেশ ও নাভালনির পরিবারের প্রতি নৃশংস আচরণ করেছেন পুতিন। এর জন্য তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে। এই বলে রুশ প্রেসিডেন্টের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নাভালনির স্ত্রীও। বলে রাখা ভালো, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সমালোচক হিসাবেই খ্যাত নাভালনি। ক্রেমলিনের অন্দর চলা দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব তিনি। শুধু তাই নয়, ইউক্রেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার ডাকও দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এহেন পরিস্থিতিতে জালিয়াতি ও দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে নাভালনিকে দোষী সাব্যস্ত করে রাশিয়ার একটি আদালত। তাঁর সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে ৯ বছর করা হয়। পরে তা আরও বেড়ে একলাফে হয় ১৯ বছর।

মায়ের কোল থেকে সন্তানকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ

সন্দেশখালিতে শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মায়ের কোল থেকে শিশুকে কেড়ে নিয়ে তাকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে থমথমে সন্দেশখালিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। শনিবার ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল উপদ্রুত এলাকায় যায়। ঘুরে ঘুরে গ্রামগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলেই দাবি সুদেষ্ণা রায়ের। শনিবার নদী পেরিয়ে সন্দেশখালিতে যান রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস, পরামর্শদাতা সুদেষ্ণা রায়-সহ মোট ৪ প্রতিনিধি। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে। শিশুর মায়ের দাবি, ওই রাতে পুলিশের পোশাক পরে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়। জানলা ভেঙে দেওয়া হয়। হুমকিও দেওয়া হয়। মায়ের কোল থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় সন্তানকে। আতঙ্কে কার্যত গৃহবন্দি গোটা পরিবার। তাই চিকিসকের কাছে শিশুকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সাতুলিয়া গ্রামে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা। সন্দেশখালি পৌঁছে সুদেষ্ণা রায় জানান, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার্থীদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির কী অবস্থা, সবরকম পরিষেবা পরীক্ষার্থীদের জন্য রাখা হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশকে চিঠিও দিয়েছে কমিশন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে বলেও জানান রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের পরামর্শদাতা সুদেষ্ণা রায়। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত সন্দেশখালি। তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ, শিবু হাজরাদের গ্রেপ্তারির দাবিতে পথে নেমেছিলেন গ্রামবাসীদের একাংশ। মহিলাদের কেউ কেউ শ্লীলতাহানি আবার কেউ লুটপাটের অভিযোগ করেন। এই পরিস্থিতিতে গত কয়েক দিন ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংঃ দশখালিকে হাতিয়ার করে শাসকদল তৃণমূলকে আক্রমণ করেছে। তৃণমূলের পালটা দাবি, বিরোধীদের উসকানিতেই উত্তপ্ত সন্দেশখালি।

তৈরি হচ্ছিল বিয়ের প্যান্ডেল, জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে তাঁবু ভেঙে আহত ১২ শ্রমিক

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লিতে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের কাছে ভেঙে পড়ল অস্থায়ী কাঠামো। কাঠামোটি একটি অস্থায়ী প্যান্ডেল। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামের ২ নম্বর গেটের কাছে অস্থায়ী কাঠামো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় অন্ততপক্ষে ১০-১২ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।প্যান্ডেল ভেঙে পড়া প্রসঙ্গে দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিযাম় প্রাঙ্গনে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কর্মরত এক ব্যক্তি বলেছেন, শ্রমিকরা যখন খাবার খাচ্ছিলেন তখন প্যান্ডেল ভেঙে পড়ে। কোনও ভারী প্রভাব পড়েনি। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হাসপাতালের মেডিকেল টেকনিশিয়ান (জরুরী পরিষেবা) আসিফ আনসারি বলেছেন, আহত ১০-১২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধার অভিযান চলছে। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।ডিসিপি সাউথ অঙ্কিত চৌহান বলেছেন, শনিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ একটি প্যান্ডেলতাঁবু ভেঙে পড়ে, নীচে কয়েকজন শ্রমিক আটকে থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে ফোন আসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পরে দেখা যায়.যে ২৫-৩০ জন শ্রমিক নীচে আটকে রয়েছেন। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল। ২৫-৩০ জনকে উদ্ধার করে এইমস ট্রমা সেন্টার এবং সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য এনডিআরএফ টিম ঘটনাস্থলে চলে এসেছে।

স্কুলে সরস্বতী পুজো না হওয়ায় প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

ক্যানিং, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ স্কুলে কেন সরস্বতী পুজো হযনি সেই প্রশ্ন তুলতেই প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের দিকে তেড়ে যান এমনটাই অভিযোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত মালীরধার এফ পি স্কুলে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়.ক্যানিং থানার অন্তর্গত মালীরধার গ্রামে।গ্রামবাসীদের আরো অভিযোগ প্রধান শিক্ষক মদ্যপ অবস্থায়.স্কুলে আসেন। স্কুলে পড়াশোনা ঠিকমতো হয় না। মিড ডে মিল ঠিকমতো খাওযানো যেমন হয় না তেমনি স্কুলে নানা ধরনের অনিযমের অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শৌচাগার থেকে শুরু করে পানীয় জলের অভাব রয়েছে স্কুলে। এই সমস্ত অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। যদিও গ্রামবাসীদের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রধান শিক্ষক স্বপন বরকন্দাজ। তবে তিনি অসুস্থ থাকার কারণে সরস্বতী পুজো করতে পারেননি বলে তা জানিয়েছেন।

জাখিরা উড়ালপুলের কাছে লাইনচ্যুত মালগাড়ির ৮টি বগি, বিপর্যস্ত রেল পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির প্যাটেল নগর-দযাবস্তি সেকশনে লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি মালগাড়ি। শনিবার মালগাড়ির ৮টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। জাখিরা ফ্লাইওভারের কাছে এই ঘটনা ঘটে। মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়ায় রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইন।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার দিল্লির প্যাটেল নগর-দযাবস্তি সেকশনে একটি মালগাড়ির ৮টি ওয়াগন লাইনচ্যুত হযেছে। জাখিরা ফ্লাইওভারের কাছে এই ঘটনা ঘটে। ডিসিপি রেলওয়ে কেপিএস মালহোত্রা বলেছেন, রেললাইনে থাকা ব্যক্তির সম্ভাব্য হতাহতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উদ্ধার অভিযান চলছে।

কৃষকদের আন্দোলনে সব্জির দামবৃদ্ধির আশঙ্কা দিল্লিতে, পঞ্জাব থেকে সরবরাহ বিঘ্নিত

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃনিজেদের দাবি আদায়ের দাবিতে কৃষকরা যে আন্দোলন করছেন, সেই আন্দোলনের প্রভাব এবার পড়তে চলেছে দিল্লির সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়। রাজধানী দিল্লিতে সব্জির দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা, কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, এখনও সেভাবে প্রভাব পড়েনি। অবশ্য ইতিমধ্যেই দিল্লিতে গাজরের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।গাজীপুর মান্ডিতে এক ব্যবসায়ী শনিবার বলেছেন, কৃষকদের বিক্ষোভের কারণে পঞ্জাব থেকে সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে, তাই গত ১৫ দিনে গাজরের দাম ৪ টাকা বেড়েছে। এতে সবজির দাম বাড়তে পারে। কৃষক এবং সরকারের মধ্যে এই সমস্যাটি শীঘ্রই শেষ হওয়া উচিত। গাজীপুরের পাইকারি সব্জি বিক্রেতারা বলছেন, সব্জিবোঝাইব ট্রাকগুলি এখনও পর্যন্ত কোনও বাধা ছাড়াই সময়মতো দিল্লি পৌঁছে যাচ্ছে। সব্জির দাম এখন পর্যন্ত প্রভাবিত হয়নি। আরও একজন বিক্রেতা বলেছেন, বর্তমানে সব্জির দামে কোনও প্রভাব পড়েনি। যদি বিক্ষোভ চলতে থাকে এবং আরও রাস্তা অবরুদ্ধ থাকে, তাহলে উত্তর প্রদেশের গঙ্গানগর, পুনে প্রভৃতি জায়গা থেকে সব্জির সরবরাহ প্রভাবিত হতে পারে, যার ফলে কিছু সব্জির দাম বাড়তে পারে। অন্যদিকে পঞ্জাব-হরিয়ানার শম্ভু সীমানায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় শুক্রবারই আন্দোলনকারী এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। কৃষকের পর এবার মৃত্যু হল এক পুলিশ আধিকারিকেরও। শুক্রবার শম্ভু সীমানায় মৃত্যু হয়েছে ওই পুলিশ আধিকারিকের। তাঁর নাম হীরালাল (৫২)। হরিয়ানায় সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। কৃষক বিক্ষোভের আবহে তাঁকে শম্ভু সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছিল। সেখানেই শুক্রবার তাঁর শরীর খারাপ হয়। তড়িঘড়ি অম্বালার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শনিবার সকালে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কৃষকদের আন্দোলনের জন্য শম্ভু বর্ডারে নিযুক্ত সাব-ইন্সপেক্টর হীরালাল মারা গিয়েছেন। তাঁর বয়স ছিল ৫২ বছর। ডিউটি করার সময় হঠাৎ করেই সাব-ইন্সপেক্টর হীরালালের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে আম্বালা সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয, কিন্তু চিকিৎসকরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে প্রাণে বাঁচাতে পারেননি। হরিয়ানার ডিজিপি শত্রুজি কাপুর বলেছেন, সাব-ইন্সপেক্টর হীরালাল সর্বদা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর মৃত্যু পুলিশ বাহিনীর জন্য একটি বড় ক্ষতি। উল্লেখ্য, এর আগে শুক্রবার প্রাণ হারান জ্ঞান সিং (৬৩) নামে এক কৃষক।

PTI

ভার্চুয়ালি রাউস আভিনিউ আদালতে হাজিরা দিলেন কেজরিওয়াল, ১৬ মার্চ সশরীরে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দিল্লির রাউস আভিনিউ আদালতে হাজিরা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার সকালে ভার্চুয়ালি আদালতে হাজিরা দিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, দিল্লি বিধানসভায় আস্থাভোট ও চলমান বাজেট অধিবেশন থাকার কারণে তিনি সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে পারছেন না। এরপরই আদালত তাঁকে আগামী ১৬ মার্চ সশরীরে আদালতে হাজিরা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। আদালতের ' হাতিয়ার করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ইডি-র ষষ্ঠ সমনও এড়িয়ে যাবেন বলে আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন।কেজরিওয়ালের আইনজীবী রমেশ গুপ্তা বলেছেন, সশরীরে আদালতে হাজিরা না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন কেজরিওয়াল, তা গৃহীত হয়েছে। ইডি-র প্রতিনিধিত্বকারী এএসজি রাজু আবেদনের বিরোধিতা করেননি। আগামী ১৬ মার্চ শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কেজরিওয়ালজি পরবর্তী শুনানির তারিখে আদালতে হাজিরা দেবেন এবং এই বিষয়ে তিনি জামিনও পেতে পারেন। যাইহোক, ভার্চুয়াল শুনানির পর বিধানসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন কেজরিওয়াল। উল্লেখ্য, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় পঞ্চম বারও ইডি-র সমন এড়িয়েছিলেন কেজরিওয়াল। এড়িয়ে গিয়েছিলেন জিজ্ঞাসাবাদ। তা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে গত ৩ ফেব্রুয়ারি আবেদন জানানো হয়েছিল। ৭ ফেব্রুয়ারি সেই মামলার শুনানিতে বিচারক দিব্যা মলহোত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন, শনিবার আদালতে হাজির হয়ে জবাবদিহি করতে হবে আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধানকে। সেই মতো ভার্চুয়ালি আদালতে হাজিরা দেন তিনি।

কাতার সফরে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভিবাদন, দোহায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন মোদী

দোহা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফর শেষে কাতারে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত বৃহস্পতিবার কাতার পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উষ্ণ অভিবাদন জানানো হয়। দোহাতে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন তাঁরা। বৈঠকের সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দোহায.কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করে জানিয়েছেন, শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে চমকার সাক্ষাত হয়েছে। আমরা ভারত-কাতার সম্পর্কের সম্পূর্ণ পরিসর পর্যালোচনা করেছি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা গভীর করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি।

বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা

নয়াদিল্লিঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চঃদ্রকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইঃটারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চঃদ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘঃটায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বঃটন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সঃদেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০

২০ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরে সফর প্রধানমন্ত্রীর, উপত্যকায় আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে নিরাপত্তা

জম্মু ও শ্রীনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃআগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীর সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন জম্মু ও কাশ্মীরে ৩,১৬১ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন এই সফরের আগে জম্মু ও কাশ্মীরে বাড়ানো হচ্ছে নিরপত্তা, সুরক্ষা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে যাতে কোনও রকম বিঘ্ন না ঘটে, তাই যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।২০ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরে আগমণের মধ্য দিয়েই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী, মোদীর আগমণের প্রতীক্ষায় জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি নেতা ও কর্মীরাও। এম এ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বহু প্রতীক্ষিত জম্মু-শ্রীনগর ট্রেন পরিষেবারও সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই ট্রেনটি কাশ্মীরের বারামুল্লা শহর থেকে সাংগালাদান পর্যন্ত চলবে।এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার বিজয়পুর শহরে এইমস-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী, রিয়েসি জেলায় সর্বোচ্চ রেলসেতুর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এখানেই শেষ নয়, আইআইএম জম্মু ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাকের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

দিল্লি সফরে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী নির্মলা, ধর্মেন্দ্র ও প্রহ্লাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি সফরে রয়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। শনিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। বেশ কিছু সময় তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধমেন্দ্র প্রধান ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা।রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। রাজস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁদের কথাবার্তা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী।

ফের আবহাওয়ায় বদলের পূর্বাভাস জম্মু ও কাশ্মীর, স্তব্ধ হতে পারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক

শ্রীনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে ফের আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনার কথা জানাল স্থানীয় আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে, এ জন্য মুঘল রোড, জোজিলা পাস-সহ কাশ্মীরের বহু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। পর্যটক তথা ভ্রমণকারীদের সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৮ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া মূলত মেঘলা থাকবে, অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কুপওয়ারা, বারামুল্লা, বান্দিপোরা, গান্ডেরবাল, বদগাম, শোপিয়ানে ভারী তুষারপাতের সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। কুলগাম জেলায় ১৯ ফেব্রুয়ারির বিকেল থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি গভীর রাত পর্যন্ত তুষারপাত হতে পারে। এই সময়ে সমতলে বৃষ্টি ও উঁচু পাহাড়ে তুষারপাত হতে পারে। এই সময়ে দিনের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে পারে।

সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনকে ঘিরে অশান্ত বিহার, দারভাঙ্গা ও ভাগলপুরে ঝামেলা

পাটনা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃসরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠল বিহারের দুই জেলা। শুক্রবার রাতে প্রতিমা বিসর্জনকে ঘিরে বিহারের দারভাঙ্গায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আবার ভাগলপুরেও প্রতিমা বিসর্জনকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সরস্বতী মূর্তি নিরঞ্জনের সময় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়ে দারভাঙ্গার ডিএম রাজীব রওশন বলেছেন, বাহেরা থানার অধীনে বাহেরা মার্কেট এলাকায়, প্রতিমা বিসর্জনের সময়, দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আধিকারিকরা পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনেন। জড়িতদের শনাক্ত করা হচ্ছে... দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পাথর ছোঁড়া হয়েছে... এখন পর্যন্ত কোনও আহত হওয়ার খবর নেই... কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।অন্যদিকে, শুক্রবার সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জনের সময় ঢিল ছোড়ার অভিযোগে ভাগলপুরের লোদিপুরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে এনেছে। ভাগলপুরের এসপি রাজ বলেছেন, লোদিপুর থানার অধীনে, প্রতিমা বিসর্জনের সময় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। প্রতিমা বিসর্জন এখন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে রাখতে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

মুম্বইয়ের আদর্শ নগরে ঝুপড়িতে ভয়াবহ আগুন, ১০-১৫টি ঘর ভস্মীভূত

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মুম্বইয়ের আদর্শ নগরে ভয়াবহ আগুন লাগল ঘনবসতিপূর্ণ ঝুপড়িতে। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গিয়েছে কমপক্ষে ১০-১৫টি বাড়ি, সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। গোভান্দি এলাকার আদর্শ নগরে আগুনে পুরোপুরি পুড়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি দোকানও। দমকলের ৯টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ একটি বাণিজ্যিক ভবনের বন্ধ দোকানে আগুন লাগে। প্লাস্টিক শিট, কাঠের আসবাব থাকার কারণে দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। এক তলার পাশাপাশি, দোতলার আবাসিক অঞ্চলের কয়েকটি ঘরেও এবং পাশের বাড়িগুলিতেও তা ছড়িয়ে পড়ে। দমকল পৌঁছনোর আগেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের একাংশ বালতি করে জল এনে আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চলে আসেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হল্দওয়ানির বানভুলপুরায় আংশিক উঠল কারফিউ

হল্দওয়ানি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত, অবশেষে ধীরে ধীরে হলেও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে উত্তরাখণ্ডের হল্দওয়ানির বানভুলপুরা। সেখানে আংশিকভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে কারফিউ। তবে, রাতে থাকছে কড়াকড়ি। উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নৈনিতাল পুলিশ হল্দওয়ানির বনভুলপুরা থানা এলাকায় কারফিউতে শিথিলতা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭৮ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৮ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৫ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৫ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতে ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবয়স্ক ব্যাক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। শুভ **বৃষভ রাশিঃ**স্বাস্হ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল **মিথুন রাশিঃ**আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেযার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক কারণ অবহেলা করলে পরে ঝামেলায় পড়তে হতে **কর্কট রাশিঃ**সংসারে শান্তি হতে পারে আজ থেকে। শুভদিন **সিংহরাশিঃ**সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্হ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রযজেন, কিন্তু অতীতে করা । **কন্যারাশিঃ**আপনার নিজের মনের উপর নিযন্ত্রণ আছে। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। আপনার বড় **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন **মকর রাশিঃ**আপনার ঐক্যনাশক আবেগ এবং ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখুন। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময.করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। **মীন রাশিঃ**আপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। এটাই আপনার উপলব্ধি করার জন্য উপযুক্ত সময়. যে দুশ্চিন্তা আপনার চিন্তাশক্তির প্রতিবন্ধী হচ্ছে। উজ্জ্বল দিকে

প্রয়াত ভবানীপ্রসাদ মজুমদার স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

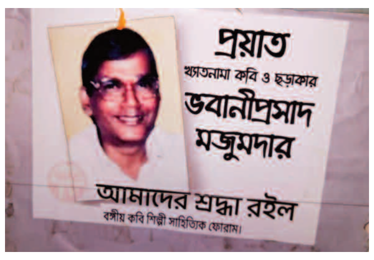

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর,১৭ ফেব্রুয়ারিঃ বঙ্গীয় কবি শিল্পী সাহিত্যিক ফোরাম এর পক্ষ থেকে খ্যাতনামা ছড়াকার কবি প্রয়াত ভবানীপ্রসাদ মজুমদার স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা হয় শ্যামপুর গাদিয়াড়া মোড় সংলগ্ন স্হানে। কবি শিল্পী সাহিত্যিক গন ভবানীপ্রসাদের জীবন ও তার লেখা ছড়া - কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় সাধারণ সম্পাদক উওম রায় চৌধুরী বলেন ভবানীপ্রসাদের বাস্তব মুখী ছড়া সমাজ ভীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। অসিত বরন সাউ, সত্যব্রত দাস, কাশীনাথ মন্ডল, দীনবন্ধু সামন্ত, শিপ্রা ঘোষ, প্রমুখ ছড়া কবিতা পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।

লিলুয়া স্টেশন রোডে আগুনে ভস্মীভূত বেশ কয়েকটি গুমটি

দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া,১৭ ফেব্রুয়ারিঃ আগুনে ভস্মীভূত বেশ কয়েকটি গুমটি ঘর, লিলুয়া স্টেশন রোড এলাকায় চাঞ্চল্য। রাস্তা তৈরির কাজে পিচ গলানোর সময় হঠাৎ করেই আগুন ছড়িয়ে পড়লো রাস্তার ধারের বেশ কয়েকটি গুমটিতে। শনিবার দুপুরে এই ঘটনায় ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। লিলুয়া স্টেশন রোডে ওই ঘটনা ঘটে। লিলুয়া পুলিশ স্টেশনের সামনের ওই অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয় বেশ কয়েকটি দোকান।

আইপিএস আধিকারিক বদলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১৭ ফেব্রুয়ারিঃ সাধারন মানুষকে আরও ভালো পরিষেবা দিতে রাজ্য সরকার আরও এক দফায় কলকাতা ও রাজ্য পুলিশে প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে বেশ কিছু আইপিএস আধিকারিককে বদলি করেছে। উত্তর বারাসতের ডি আই জি সুমিত কুমারকে সরিয়ে ভাস্কর মুখোপাধ্যায়কে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুমিত কুমারকে ডি আই জি নিরাপত্তা পদে পাঠানো হয়েছে। সুপ্রতিম সরকারকে দক্ষিনবঙ্গের এডিজি আইজিপি করা হয়েছে। এই দফায় মোট ৩৯ জন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে।

আর্থিক বছরে বাজেট পেশের পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ন বিল পাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আজ শেষ হয়েছে। ১২ দিনের এই অধিবেশনে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বাজেট পেশের পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ন বিল পাশ হয়েছে। শুরু থেকেই সন্দেশখালি সহ নানা সাম্প্রতিক ইস্যুতে শাসক বিরোধী দ্বন্দ্বে বিধানসভা অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ ছয় বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড হতে হয়। অধিবেশনের শেষ লগ্নেও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় নেতারা বিরোধীদের আচরণের সমালোচনা করেন। অধ্যক্ষ বলেন, বিরোধীদের উচিত বিধানসভাকে ব্যবহার করে নিজেদের বক্তব্যকে তুলে ধরা। কিন্তু তারা তা করছেন না। বিধানসভার অভ্যন্তরের তাঁরা যে ভূমিকা নিচ্ছেন তা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। বিরোধীদলের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা থাকতেই পারে। কিন্তু বিধানসভার মর্যাদার কথা বিরোধীদের মাথায় রাখা উচিত। শৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত। সভার কাজ ব্যাহত করাটা কার্যত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিরোধীরা সভায় না থেকে বাইরে গিয়ে হইচই করতে বেশি পছন্দ করেন। বিধানসভাকে কদর্য রূপ দিচ্ছে বিরোধীরা। সরকারপক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষও বিরোধীদের আচরণ দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন। যদিও অধিবেশনের শেষ দিনে আজ বিরোধী কোনও সদস্যই বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন না।অধিবেশনের শেষে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের ধনধান্যে পুষ্পে ভরা গানটিতে সকলে গলা মেলান। এর পরে অধ্যক্ষ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

বন্ধন ব্যাংক কে সব ধরনের সরকারি কর আদায় করার অনুমোদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য সরকার বেসরকারি বন্ধন ব্যাংক কে সব ধরনের সরকারি কর আদায় করার অনুমোদন দিয়েছে। গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল ব্যবস্থায় তারা এখন থেকে সম্পত্তি, গাড়ি সংক্রান্ত কর সহ বিভিন্ন রাজস্ব আদায় করতে পারবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বারাসতের ডিআইজি বদল, বদল দক্ষিণবঙ্গের এডিজিও, এলেন সুপ্রতিম ও ভাস্কর

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালি নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের এডিজি পদে বদল। বদল করা হল বারাসতের ডিআইজি পদেও। ঘটনাচক্রে, এই দুই পদের পুলিশকর্তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই পড়ে সন্দেশখালি এলাকা। দক্ষিণবঙ্গের এডিজি পদে ছিলেন সিদ্ধনাথ গুপ্ত। তাঁর জায়গায় সুপ্রতিম সরকারকে আনা হল। তিনি এত দিন ছিলেন রাজ্য পুলিশের ট্র্যাফিক ও রোড সেফটির এডিজি ও আইজি পদে। সন্দেশখালি এলাকা বারাসত ডিআইজির নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই বারাসতের ডিআইজি পদে থাকা সুমিত কুমারকে সরিয়ে আনা হচ্ছে ভাস্কর মুখোপাধ্যায়কে। সুমিতকে ডিআইজি নিরাপত্তা পদে পাঠানো হয়েছে। ভাস্করবাবু আগে ছিলেন মালদহ রেঞ্জের ডিআইজি। বছর দুই আগে উত্তর ২৪ পরগনার বাগুইআটিতে দুই স্কুল পড়ুয়া খুনের ঘটনার মধ্যে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের পদ থেকে সরানো হয়েছিল সুপ্রতিমবাবুকে। তখন থেকেই রাজ্য পুলিশের ট্র্যাফিক ও রোড সেফটির এডিজি ও আইজিপি পদে ছিলেন তিনি।

স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরে বন্ধুকে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ১

প্রকাশ মণ্ডল, হুগলি, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরে ব্যবসায়ী বন্ধুকে শ্বাস রোধ করে খুনের ঘটনার কিনারা পুলিশের, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত শেখ সিকান্দার আলী। পুলিশি হেপাজেতে চেয়ে অভিযুক্ত শেখ সিকান্দার আলীকে কে আজ আদালতে পাঠায় দাদপুর থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যবসায়ীর নাম মহম্মদ নবী আলম আনসারী (৩৯) আদি বাড়ি বিহারের মজফরপুরে। হুগলির দাদপুর থানার মহেশ্বরপুরে এলাকায় গাড়ির টায়ার বিক্রির ব্যবসা করতেন দীর্ঘ দিন ধরে। অভিযুক্ত শেখ সিকান্দার আলীর বাড়ি পোলবা থানার পুইনান এলাকায় পেশায় গাড়ি চালক এবং দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তাদের। পুলিশ জানিয়েছে গত ১১ই ফেব্রুয়ারি দাদপুর থানার পুলিশ জানতে পারে টায়ার ব্যবসায়ী মহম্মদ নবী আলম আনসারী মহেশ্বরপুরে তার নিজের দোকানে মৃত অবস্থায় পরে আছেন।মৃত দেহ উদ্ধারের সময় তার গলায় ক্ষত চিন্হ দেখতে পান পুলিশ কর্মীরা। পুলিশ দোকান থেকে মহম্মদ নবী আলম আনসারীর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। দোকানের ম্যানেজার দাদপুর থানায় একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। এর পরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে উঠে আসে একের পর চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রথমত মহম্মদ নবী আলম আনসারীর মোবাইল ও তার পাইভেট গাড়িটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে মৃত দেহ উদ্ধারের সময় দেহের পাশে পরে থাকা একটি চিরকুট পায় পুলিশ যাতে তিনটি মোবাইল নম্বর লেখা ছিল, সেই মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এর পরই খোঁজ মেলে খুনের ঘটনায় জড়িত শেখ সিকান্দার আলীর। গত কাল রাতে হাওড়ার সালিমারে রেলওয়ে সাইটিং থেকে শেখ সিকান্দার আলী কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।পুলিশ জানতে পারে সিকান্দার আলী দুটি বিবাহ। তবে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করতেন না তিনি। এই প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সাথেই অবৈধ সম্পর্ক গোরে ওঠে মৃত মহম্মদ নবী আলম আনসারীর। এই অবৈধ সম্পর্কের জেরে শেখ সিকান্দার আলী ও মৃত মহম্মদ নবী আলম আনসারীর মধ্যে বিবাদ চলছিল দীর্ঘ দিন ধরে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে মৃত মহম্মদ নবী আলম আনসারীকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল বলে পুলিশি জেরায় স্বীকার করে শেখ সিকান্দার আলী দাবি পুলিশের। সেই মত গত ১০ ই ফেব্রুয়ারি রাতে দুজনেই মধ্য পান করেন এক সাথে। এবং মৃত মহম্মদ নবী আলম আনসারীকে আকন্ঠ মদ্যপান করান শেখ সিকান্দার আলী। এর পরই মহম্মদ নবী আলম আনসারীকে তারই দোকানে গলা টিপে খুন করে শেখ সিকান্দার। খুনের পরই মহম্মদ নবী আলম আনসারীর গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয় শেখ সিকান্দার আলী।হরিপালের ওলিপুর এলাকা থেকে মহম্মদ নবী আলম আনসারীর গাড়িটি একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে উদ্ধার করলেও মোবাইল ফোনটি এখনো উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। হুগলি গ্রামীন পুলিশের আধিকারিক প্রিয়ব্রত বক্সি জানান আজ পুলিশি হেফাজতে চেয়ে শেখ সিকান্দার আলীকে চুঁচরা আদালতে পাঠানো হয়েছে । তাকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে মোবাইল ফোন উদ্ধার এবং এই খুনের ঘটনার আরো কোনো কারণ আছে কিনা বা আরো কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ।

ফের আদালতে শাহজাহানের আগাম জামিনের আবেদন

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ ৪৩ দিন পর এখনও অধরা শেখ শাহজাহান। ফুঁসছে সন্দেশখালি। উত্তপ্ত লাভার মতো ক্ষোভের উদ্গার করছেন সন্দেশখালির মহিলারা। পুরুষদের উপর অত্যাচার, নারী নির্যাতনের মতো অভিযোগ উঠছে শাহজাহান বাহিনীর উপর। আর তার মধ্যেই ফেরার তৃণমূল নেতার জামিন রুখতে তৎপর হল ইডি। অন্তরালে থেকেই বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন সন্দেশখালি কাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড শেখ শাহজাহান। সেই মামলার শুনানি রয়েছে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি। যদিও শুনানির আগেই ফেরার তৃণমূল নেতার জামিন রুখতে তৎপর হল ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মামলায় যুক্ত হতে চেয়ে ইডির তরফে আবেদন করা হল বারাসত আদালতে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আবেদনে জানিয়েছে, তাঁদের বক্তব্য না-শুনে যেন একতরফা শাহজাহানের জামিন মঞ্জুর করা না-হয়। একইসঙ্গে এই মামলায় তাদের পার্টি করার আবেদন জানিয়েছে ইডি । শুধু তাই নয় । আবেদনপত্রে ইডির আদালতের কাছে এও অভিযোগ যে, জামিন সংক্রান্ত মামলার কোনও প্রতিলিপি দেওয়া হয়নি শাহজাহানের আইনজীবীর তরফে। ফলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আশঙ্কা ন্যাজাট থানার পুলিশের বক্তব্য শুনে শাহজাহানের জামিন মঞ্জুর করে দিতে পারে বারাসত আদালত। সেই আশঙ্কা থেকেই এবার বারাসত আদালতে পালটা আবেদন ইডির আইনজীবীদের । জামিন সংক্রান্ত মামলায় যুক্ত হতে চেয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাদের বক্তব্য শোনারও আরজি জানিয়েছে ।

দেবশ্রী রায়ের তাচ্ছিল্যের কড়া প্রতিবাদ পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত নারায়ণ চক্রবর্তীর

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ 'পদ্মশ্রী'-র প্রতি অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের তাচ্ছিল্য ও অবমাননাকর মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানালেন সদ্য পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞানী-শিক্ষাবিদ ডঃ নারায়ণ চক্রবর্তী। এক সাক্ষাৎকারে দেবশ্রী মন্তব্য করেছেন, ''হয়তো অযোগ্য বলে এখনও পদ্মশ্রী পাইনি। প্রতিক্রিয়ায় নারায়ণবাবু এই প্রতিবেদককে শনিবার বলেন, ''আমি কয়েকদিন আগে রাজস্থানের জয়পুর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে পদ্মসম্মান প্রাপক হিসেবে অভূতপূর্ব সম্মান পেয়েছি। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই দেখছি দায়িত্বজ্ঞানহীন হিংসার বহিঃপ্রকাশ। এখানকার 'বুদ্ধিজীবী' তৈরী করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই এখানে 'বুদ্ধিজীবী' থেকে অভিনেতা, অভিনেত্রী তাদের হিংসার ঝুলি খুলে বিষ উগরে দিচ্ছেন! এই নির্বোধকুল জানেই না কিসের বিচারে পদ্ম সম্মান প্রদান করা হয়। দেশে তাদের কাজের অবদান এবং তার প্রভাব একমাত্র বিচার্য বিষয়। 'মূর্খের পান্ডিত্ব' প্রদর্শনকারী সংবাদ-মাধ্যমের প্রিয়পাত্রপাত্রী পদ্ম সম্মানের কোনও মাপকাঠি নয়। নির্বোধের হিংসা প্রসূত অভিযোগের জবাব দেওয়া অনুচিত। যে বা যারা বলছেন, তাঁরা দেশের কোন ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলেছেন, তা তাঁদের প্রমোটাররা ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। প্রসঙ্গত, মৌলনা আজাদ কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান হিসাবে অবসর নেন, এর পর ওই কলেজে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের স্নাতকোত্তর বিভাগের ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন ডঃ নারায়ণ চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গ জৈবপ্রযুক্তি উন্নন নিগমের প্রাক্তন পরামর্শদাতা ও অন্যতম ডিরেক্টর। আর্সেনিক দূষণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখেছেন একাধিক প্রামান্য বই। এগুলোর মধ্যে 'করোনা অতিমারির ইতিকথা' এবং 'ধর্ম শিক্ষা রাজনীতি' যথেষ্ঠ নাম করেছে।

নওসাদের সন্দেশখালিগামী মিছিলের পথ আটকালো পুলিশ

উত্তর ২৪ পরগণা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর পর এবার আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকীর সন্দেশখালিগামী মিছিলের পথ আটকালো পুলিশ। শনিবার এই বাধার মুখে পড়ে নওসাদের নেতৃত্বে প্রতিবাদে বসিরহাটে এসপি অফিসে বিক্ষোভ দেখান আইএসএফ কর্মীরা।নওসাদ বলেন, পুলিশকে দিয়ে আমাদের আটকানো হচ্ছে। কেন? খানিক থেমে জবাবও দেন নওসাদ নিজেই। তাঁর দাবি, সন্দেশখালিতে বিরোধীরা গেলে নিশ্চিতভাবে আরও কিছু ভয়ঙ্কর তথ্য প্রকাশ্যে চলে আসবে। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তা না হলে এভাবে আটকানো হবে কেন? একই সঙ্গে আইএসএফ বিধায়কের বক্তব্য, যদি কোনও বিরোধী গিয়ে এলাকার পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তাহলে পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিক। কিন্তু সেটা হওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। কারণ, সন্দেশখালির মানুষের ওপর যে অন্যায় হয়েছে, তাতে ওখানকার মানুষ আতঙ্কিত। তাঁদের পাশে দাঁড়াতেই বিরোধীরা যেতে চাইছে। আইএসএফ এর অভিযোগ, শাসকদল তৃণমূলের নেতাদের ঢোকার ক্ষেত্রে পুলিশ অবশ্য কোনও বাধা দিচ্ছে না।

যত বাধা বিরোধীদের গতিবিধির ওপরেই। বস্তুত, এই একই অভিযোগে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, আদালত ১৪৪ ধারা বাতিল করার পর ফের পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে এলাকার স্বাভাবিক পরিবেশ অবরুদ্ধ করতে চাইছে। আগামী সোমবার এই আবেদনের শুনানির সম্ভাবনা

রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই তপ্ত সন্দেশখালি। ফেরার তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান-সহ তাঁর গোষ্ঠীর অত্যাচারের প্রতিবাদে ক্ষোভের জ্বালামুখ খুলে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। বিজেপির অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মেয়েদের তুলে নিয়ে অত্যাচার করা হত। অন্যদিকে বিজেপি-সিপিএমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সরব হয়েছে তৃণমূল। তাঁদের বক্তব্য, সত্যি যদি এমন কোনও অত্যাচারের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে এতদিন কেন চুপ ছিল বিজেপি-সিপিএম?

আট বছরের শ্রেয়াংশুকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ হুগলির কোন্নগরে

বনস্পতি দে, কোন্নগর হুগলি, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকে বাড়ির কুকুরটি খুব চেঁচিয়েছিল! বাড়ির দাদু-ঠাকুমা, জ্যেঠা-জ্যেঠিমা সবাই শুনেছিলেন। কিন্তু বিশেষ একটা আমল দেননি। কারণ শ্রেয়াংশুর 'কুকুরটি' সবসময়ই চেঁচায়, আর সেটা তাঁরা শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু তার মধ্যেই ঘটে যায় অঘটন! পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, আট বছরের শ্রেয়াংশুকে প্রথমে ইট দিয়ে মাথার পিছনে আঘাত করা হয়। কিন্তু তাতেও ক্ষ্যান্ত হয়নি খুনি। ঘরের টেবিলে রাখা ছিল ফল বা সবজি কাটার ছুরি। সেটা দিয়ে বারবার আঘাত হয়। ভোতা ছুরি সজোরে আঘাত করায় বেকেও যায়। তারপর বাড়ির গণেশ ঠাকুরের মূর্তি দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয় মাথা! হুগলির কোন্নগরের আট বছরের শ্রেয়াংশু শর্মাকে যেভাবে খুন করা হয়েছে, তা দেখে শিউরে উঠছেন দুঁদে কর্তারাও। শ্রেয়াংশু বাবা পঙ্কজ শর্মা একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। মা কাজ করেন কোন্ননগরের একটি ফুড ক্যাফেতে। শ্রেয়াংশুদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। পাশের ঘরেই ছিলেন তার দাদু,ঠাকুমা, জ্যেঠু, জ্যেঠিমা। শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রেয়াংশু বাড়িতে একাই ছিল। টিভি দেখছিল।

তারপর তার জ্যেঠতুতো দিদি ডাকতে গিয়ে দেখে, ঘরের মেঝে রক্তে ভাসছে। মাথা থ্যাতলানো অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে ছোট্ট শ্রেয়াংশুর শরীর। কিন্তু এত নৃশংসভাবে শ্রেয়াংশুকে কে খুন করে থাকতে পারে? পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, পাড়ারই এক দাদার সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার পথে মাঝে মধ্যে ঝগড়া হত ছোট্ট শ্রেয়াংশুর।

একাধিকবার ঝগড়া হয় তাদের মধ্যে।শ্রেয়াংশুর মা ওই ছাত্রের পরিবারকে ঘটনার কথা এর আগে জানিয়েও আসেন। সেই থেকেই খুন কিনা, তা পুলিশকে ভাবাচ্ছে। আপাতত ওই ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ খুনে ব্যবহৃত ছুরি, ইট, গণেশ মূর্তি, খাবার খাওয়ার টেবিল সব কিছু বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক রয়েছে পরিবারের।

বাসন্তীতে সবুজ সাথীর সাইকেল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

বাসন্তী, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাতের অন্ধকারে সরকারি সবুজ সাথীর প্রকল্পের সাইকেল তছরুপের অভিযোগ উঠল বাসন্তীতে। বাসন্তী থানার উত্তর মোকামবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পালবাড়ি এলাকায় এক মহিলার বাড়ি থেকে ১৯ টি সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ সরকারি প্রকল্পের সাইকেল রাতের অন্ধকারে পাচার করে এনে শিখা সাউ নামে স্থানীয় এক মহিলার বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যদিও এই ঘটনা সম্পর্কে বাড়ির মালিক কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। মিনি ট্রাক চালক সুব্রত রাউত নামে এক ব্যক্তি শুক্রবার রাত্রি ১২টা নাগাদ এই সাইকেলগুলো তাঁর বাড়ির একটি ফাঁকা টিনের ঘরে সেগুলি রেখে যায় বলে দাবি শিখার। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শনিবার সকালে এর মধ্যে ৬ টি সাইকেল নারায়নতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির স্কুলে দিয়ে আসে সুব্রত। তবে ঘটনার কথা জানতে পেরে বাসন্তী থানার পুলিশ বাকি ১৩ টি সাইকেল উদ্ধার করেছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ ও বাসন্তী ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, শুক্রবার ঢুঁড়ি জনপ্রিয় নগর জনপ্রিয় স্কুল থেকে বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে সবুজ সাথী সাইকেল পাঠানো হচ্ছিল। সেই মোতাবেক বাসন্তীর কুলতলি নারায়নতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির স্কুলেও ২৩৯ টি সাইকেল আসার কথা ছিল। রাতে সুব্রত নামে ওই ট্রাক চালককে সেকারণে ঢুঁড়িতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর গাড়িতেই সাইকেল আসে। কিন্তু স্কুলে ২৩৯ টি সাইকেল নামিয়ে দিয়েও ১৯ টি সাইকেল বেশি হয়। সেই বাড়তি সাইকেল ওই ট্রাক চালক বাসন্তীর পালবাড়ি এলাকায় শিখা সাউয়ের বাড়িতে রেখে যায়। যদিও স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিরোধীদের অভিযোগ, এই সাইকেলগুলি চুরি করে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল অভিযুক্তদের। এলাকার বিজেপি নেতা বিকাশ সর্দার বলেন, '' এই তৃণমূল সরকার একের পর এক চুরি করছে। সরকারি প্রকল্পের চাল, গম থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্ষেত্রেও চুরি আর চুরি চলছে। এই সবুজ সাথে প্রকল্পের সাইকেলও চুরির চেষ্টা করছিল তাঁরা। এই অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি আতিয়ার রহমান মোল্লা। তিনি বলেন, '' কেউ অন্যায় করলে সেটা প্রশাসন তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক। কিন্তু বিজেপিরা যে অভিযোগ করছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ঘটনায় তৃণমূল জড়িত নয়। শিখা বলেন, '' বিষয়টা জানি না। আমার পরিচিত ঐ ট্রাক চালক রাতে বাড়ির এক কোনায় ঐ ফাঁকা ঘরে সাইকেলগুলো রেখে যায়। সুব্রত বলেন, '' রাতে সাইকেলগুলো বেশি হওয়ায় এখানে রেখে গিয়েছিলাম। এখন এগুলিকে নিয়ে স্কুলে দিয়ে দেবো। ঘটনার কথা জানতে পেরে বাসন্তীর বিডিও পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখার আবেদন জানিয়েছেন। বিডিও সঞ্জীব সরকার বলেন, '' রাতে ১৯ টি সাইকেল বেশি হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। সকালে ৬ টি সাইকেল কম পড়ায় নারায়নতলা স্কুলে দিয়ে দেওয়া হয়। বাকি ১৩ টি সাইকেল কিভাবে বেশি হল সেটা খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশকে বলেছি। আপাতত বাসন্তী থানার পুলিশ সাইকেলগুলি আটক করেছে। পাসাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপির জাতীয় অধিবেশনে যোগ দিতে রাজ্য নেতারা কলকাতা থেকে দিল্লিতে

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ বিজেপির জাতীয় অধিবেশনে যোগ দিতে শনিবার কলকাতা থেকে দিল্লিতে গেলেন দলের সাংসদ তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। যাচ্ছেন রাজ্যের অন্য শীর্ষনেতারাও। দিল্লিতে বিজেপির জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়েছে শনিবার থেকে। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার ভাষণ দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়েছে। রাণাঘাটের সাংসদ তথা দলের রাজ্য সহ সভাপতি জগন্নাথ সরকার শুক্রবার রাতেই কলকাতা থেকে দিল্লি গিয়েছেন। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যান শনিবার সন্ধ্যায়। সূত্রের খবর, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আগামী লোকসভা নির্বাচন ছাড়াও এই বৈঠকে মাত্রা পাবে সন্দেশখালি প্রসঙ্গ।

কুলগাছিয়ায় জব কার্ডের তথ্য যাচাই বিডিও-র

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া,১৭ ফেব্রুয়ারিঃ উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের চণ্ডীপুর অঞ্চলের বেশ কিছু জব কার্ড হোল্ডারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জব কার্ড,ব্যাঙ্কের তথ্য সহ অন্যান্য নথিপত্র খতিয়ে দেখলেন বিডিও রিয়াজুল হক। বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী, একশো দিনের কাজের যে ২১ লক্ষ শ্রমিক মজুরি পাননি, তাঁদের টাকা ২১ ফেব্রুয়ারির বদলে ১ মার্চ মেটাবে রাজ্য সরকার। কারণ,উপভোক্তাদের সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার। তা ছাড়া ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে অতিরিক্ত কিছু সময় লাগছে। উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসন সূত্রের খবর,ওই ব্লকের ৯টি অঞ্চলের মোট উপভোক্তার সংখ্যাটা ১০ হাজার ৩০৬ জন। যাঁদের মোট মজুরির অর্থ ৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৭ হাজার ৯৬৫ টাকা । তাই সরকারী পরিষেবা প্রদানের আগে কোন রকম খামতি,ত্রুটি বা গাফিলতি রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতেই উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই করলেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লকের পারমিতা দাস,তন্ময় সরকার, সুপ্রসন্ন সাঁই প্রমুখ।

সুন্দরবনে এবার মধুর উৎপাদন বেড়েছে,খুশি সবাই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ এবছর কড়া ঠান্ডায় সুন্দরবনে বেড়েছে মধুর উৎপাদন।আর সুন্দরবনের এই মধু সংগ্রহের পরে তা পাঠানো হয় বনফুল অ্যাগ্রো প্রডিউসার কোম্পানিতে। সেখানেই মধুকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাচের বোতলে ভরে করে বাজারজাত করা হচছে।এবছর জাঁকিয়ে শীত পড়েছিলো। এর প্রভাব পড়েছে মধুর উৎপাদনে।

মধু ব্যবসায়ীদের দাবি, লম্বা সময় ধরে ভাল ঠান্ডা থাকায় এবার মধুর উৎপাদন ভাল হয়েছে। সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহের পাশাপাশি,বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে মৌমাছি পালনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে অনেক দিন ধরেই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে।বর্তমানে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে বহু মানুষ বাক্সে মৌমাছি পালন করে আয় করছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝড়খালি, রায়দীঘি ও কুলতলিতে বন দফতরের সহযোগিতায় মৌমাছি পালন হয়। বন দফতর সূত্রের খবর, শীতকালে মূলত সর্ষে ফুলের মধু মেলে। এ বার ঠিক মত ঠান্ডা পড়ায় ফুলের চাষ ভাল হয়েছে। তার জেরে বেড়েছে মধুর উৎপাদন।এবারে শুধু কুলতলি এলাকাতেই হাজারের ওপর বাক্স বসানো হয়েছিল। তা থেকে ২০০ কুইন্টাল মধু মিলেছে। কুলতলির এক মৌচাষি বললেন ,এবার মরসুমে ভাল মধু মিলেছে। এখানকার এই মধু সংগ্রহের পরে তা পাঠানো হয় বনফুল অ্যাগ্রো প্রডিউসার কোম্পানিতে। সেখানেই মধুকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাচের বোতলের মাধ্যমে প্যাকেজিং করে বাজার জাত করা হয়। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর

প্রলয় কুমার সামন্ত বলেন,শীতে সর্ষের মধু ভাল পাওয়া যায়। এ বার ২০০ কুইন্টালের বেশি মধু মিলেছে। কুলতলির চাষিরা এ ব্যাপারে বলেন, সর্ষে খেতে মেড়ো নামের এক ধরনের পোকা হয়। সেই পোকার দাপাদাপিতে মৌমাছিরা সর্ষে খেতে ঘুরতে পারে না। আর তার প্রভাব পড়ে এই মধুর উৎপাদনে। কিন্তু এবারে চড়া ঠান্ডায় মেড়ো পোকার উপদ্রব কম ছিলো। আর সুন্দরবনের এই মধু এখন সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৭৯ সংখ্যা, রবিবার, ৫ মাঘ ১৪৩০

ভারতের সবচেয়ে বিতর্কিত ত্রয়ী চরিত্র- গান্ধিজি, জওহরলাল এবং সুভাষ চন্দ্র বোস

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে যখন জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল গান্ধিজির নেতৃত্বে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকেন। তিনি তখন কংগ্রেসকে তাঁর আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে সেখান থেকেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার জন্য তিনি তৎকালীন জাতীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, গুজরাতের বল্লভভাই প্যাটেল, লালা রাজপত রায় থেকে শুরু করে বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। এবং এই সব নেতাদেরকে কংগ্রেস দলের নিয়ে এসে সেখান থেকে তাঁর অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নিয়ে ছিলেন গান্ধিজি। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে বিপ্লবী আন্দোলন বা সশস্ত্র সংগ্রাম করে কোনও সময়ে স্বাধীনতা আনা একেবারে অসম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অহিংসা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আসবে। সেই কারণে তিনি কংগ্রেসের সদস্যদের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে আবেদন করেন। শহিদ গোপীনাথ সাহা এবং শহিদ ভগৎ সিংয়ের ব্যাপারে গান্ধিজি একেবারে উগ্র মেজাজ দেখিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে যাঁরা হিংসার মধ্যে দিয়ে স্বদেশি আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা লাভেদ দিনক্ষণকে ক্রমশ পিছিয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছেন। ইংরেজ শাসকেরা বলশালী। তাদের কাছে শক্তি প্রয়োগ করলে তারাও পাল্টা শক্তি প্রয়োগ হতে থাকবে। তার ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে লড়াই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করা একেবারে অসম্ভব হবে। গান্ধিজি যখন কংগ্রেস দলের অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তখন তিনি দুইজন বলিষ্ঠ কংগ্রেসী নেতারকে পেয়েছিলন। একজন হচ্ছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহগু এবং দ্বিতীয়জন হচ্ছেন সুভাষ চন্দ্র বোস। প্রথম জন পুরোপুরি গান্ধিজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরু এবং জওহরলালের মা স্বরূপরানি গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছেন। জওহরলালের স্ত্রী কমলা নেহরু খদ্দর পরতে শুরু করেছেন এবং নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে থাকেন। যার ফলে মতিলালের পরিবারের সদস্যরা বলতে গেলে সেই সময়ে গান্ধিজির পথ ধরে জীবন ধারন করা শুরু করেছিল। কিন্তু বিপরীত দিকে দেখতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সুভাষ চন্দ্র বোস গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চললেও তিনি কিন্তু একেবারে পুরোপুরি অহিংসা বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ওপরে বিশ্বাস অর্জন করতে পারছেন না। তিনি গোপীনাথ সাহা থেকে শুরু করে সেই সময়ে যেসব বাংলার বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে নৈতিক সমর্থন দিতে শুরু করেন। এর ফলে গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে। জওহরলালের দর্শনের সঙ্গে সুভাষ চন্দ্র বোস কোনও সময়ে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেননি। এমনকী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গেও তাঁর মত পার্থক্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গান্ধিজি,জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস এই তিন অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জটিল রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বই রচিত হয়েছে সেই বইটির নাম হচ্ছে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষ চন্দ্র এবং জওহরলাল'। লেখক গিরিশ চন্দ্র মাইতি। প্রকাশক শিরোপা। এই বিষয়ে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই ইংরজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই বইটির লেখক ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বইটির নাম হচ্ছে 'রাইভালরি দ্যাট কস্ট অব ইণ্ডিয়া' (জওহরলাল নেহরু, সুভাষ বোস এবং কংগ্রেস পলিটিকস ১৯২১-১৯৪১) । প্রকাশক ঃ এইচপি হ্যামিলটন লিমিটেড, ইংল্যাণ্ড। ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে খুবই বিতর্কিত বিষয় ইটি। ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই তিন নেতা সম্পর্কে আরও বেশি করে বিতর্কিত আলোচনা ভবিষ্যতে চলতে থাকবে। লেখক গিরিশচন্দ্র মাইতি প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই লিখেছেন,'' গান্ধির নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হলেও তিনি গান্ধির মোহে আচ্ছন্ন হননি। পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামে অহিংসার অপরিহার্যতা বিষয়ে গান্ধিরি বিশ্বাস এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারনা সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই নিঃসশয়ে মেনে নিতে পারেননি।'' এই কয়েকটি কথা বলার মধ্যে দিয়ে লেখক প্রায় সব সত্যই প্রকাশ করে দিলেন। গান্ধিজির আন্দোলন সম্পর্কে একটি দোদুল্যমান মানসিকতা বহণ করে চলছিলেন সুভাষ সেটা পরিস্কার হয়ে যায়। সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে ১৯২১ সালের ১৬ জুলাই গান্ধিজির সঙ্গে মুম্বইতে গিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেন সুভাষচন্দ্র। সেই সময়ে গান্ধিজির সঙ্গে কথা বলে সুভাষ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে গান্ধিজি স্বয়ং নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তাঁর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে। তবে গান্ধিজির আন্দোলন যে জাতীয় গণজাগরণ নিয়ে এসেছিল সেটাকে সুভাষ চন্দ্র কোনও সময়ে অস্বীকার করেননি। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সালে সুভাষ তাঁর বন্ধু ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি গান্ধিজির সম্পর্কে উল্লেখ করে লিকেছিলেন, '' গান্দি ইজ এ ম্যান অব টাইম'। এই সময়ে গান্ধিজিকে খুবই প্রয়োজন। কেম্ব্রিজ থেকে শরৎ বোসকে সুভাষ লিখছেন, '' একটি সরকারের পতন ঘটানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল তা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। টলস্টয়ের মতবাদ বা গান্ধির উপদেশ বল আমি একথা বলছি না, বলছি এই কারণে যে এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে বলে।'' সুভাষ চন্দ্র বোস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের হাত ধরে কংগ্রেসের প্রবেশ করে অসহযাগ আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধিজির সম্পর্কে সুভাষ চন্দ্রের মোহ কাটতে শুরু করে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার পরই গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তখন সুভাষ চন্দ্রের মনে হয়েছিল যে ''জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পৌছতে চলেছে ঠিক তখনই পশ্চাদপররণের আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় থেকে কম কিছু নয়।'' ঠিক এই সময় থেকেই গান্ধির ওপরে সন্দিহান হতে শুরু করে দিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। উল্টো দিকে জওহরলাল নেহরু গান্ধিজির পরম ভক্ত ছিলেন সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। যার ফলে আমরা দেখতে পেলাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে যে সব আন্দোলন গড়ে ওঠার চেষ্টা করছিল তার বিচার বিশ্লেষণ দুই রকমভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছিল। জওহরলাল যে যেভাবে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেই রকমভাবে সুভাষ চন্দ্র বোস দেখতে না। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনকে একেবারে এড়িলয়ে চলার ব্যাপারে কোনও মত প্রকাশ করেননি যা গান্ধিজির মধ্যে প্রবলভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বাংলার বিপ্লববাদের সঙ্গে আহিংসা এবং অসহযোগ আন্দোলনকারীদের মধ্যে মানসিক বিরোধ দেকা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। এমনকী দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তখন কংগ্রেসের মধ্যেও দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছে। একটি গোষ্ঠী কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে প্রস্তুত ছিল। আবার অন্য দিকে ব্রিটিশ সরকার সামনে রেখে অহিংসা সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে রফা করে স্বরাজ লাভ করা। পরপর দুই বছর জওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি থাকার পরে গান্ধিজি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সুভাষ চন্দ্র বোসকে কংগ্রেসের সভাপতি করা হোক। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি সুভাষ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এতে জহেরলাল বেশ অসুবিধায় পড়তে হল। জওহরলাল নেহরু বাংলায় কেয়ালিশন সরকার গড়ার বিরোধী ছিলেন। সুভাষ হক মন্ত্রীসভার বিদায় চেয়েছিলেন। এদিকে আবার বিড়লা নিজের স্বার্থে হক মন্ত্রী সভা রাখার পক্ষে ছিলেন। প্রায় দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সুভাষ বোস যখনই কোনও সময়ে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন ব্রিটিশ শাসকদের বিপক্ষ তখন গান্ধি এবং জওহরলাল তাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার ফলে সুভাষ পরিস্কার করে বুঝতে পারলেন যে ভারতের মধ্যে থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতারিত করা কোনও মতো প্রবলতর প্রতিরোধ আন্দোলনন গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে তাঁর দৃষ্টি চলে গেল জার্মানের দিকে। ১৯৪১ সালে ১৬ জানুয়ারি গভীর রাতে ভারত ত্যাগ করে ২ এপ্রিল বার্লিন গিয়ে উপস্থিত হলেন। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে জওহরলাল নেহরু রাজনৈতিক ভাববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সেখানে সুভাষ বোস রাজনৈতিক চিন্তা অনেকখানি বাস্তববাদী। বাস্তব রাজনীতির পথটাকে গ্রহণ করে নিতে বেশি সক্ষম ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস যা জওহরলালের মধ্যে তার অভাব ছিল। আবেগ দিয়ে কোনও সময় জাতীয় রাজনীতিতে জয়লাভ করা যায় না। সেখানে প্রবল নিরেট মানসিক শক্তি দিয়ে বিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়। সেই কারণে দেখতে পাওয়া গেল যে সুভাষের বিপ্লবী দর্শনের সঙ্গে জার্মান শক্তির সমন্বয় সাধন লাভ করে। তবে এটা পরিস্কার করে বলতে হয় যে গিরিশ চন্দ্র মাইতি বেশ স্বচ্ছতার সঙ্গে জওহরলাল এবং সুভাষের রাজনৈতিক সম্পর্কে চিত্রটাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পেরেছেন। আদাজ হিন্দ ফৌজের বিচার সম্পর্কে এখনও বহু ভারতীয়দের স্বচ্ছ ধারনা নেই। ভারতের নৌ বিদ্রোহ এবং লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ সেনাদের বিচারের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠা ব্রিটিশ শক্তিকে কম্পিত করেছিল। সেই সময়ে অহিংসাবাদীদের আজাদ হিন্দ বাহিনী সেনাদের সমর্থন করা ছাড়া সমানে আর বিকল্প পথ খোলা ছিল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার করতে গিয়ে ভারতের নৌ সেনারা বিদ্রোহ করে তার ফলে যে ভারতের স্বাধীনতা একেবারে দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হল লেখক গিরিশচন্দ্র মাইতি পরিস্কার কে বিবৃত করেছেন। আজদ হিন্দ বাহিনীর ব্যাপারে গান্ধি এবং জওহরলাল সমর্থনের পথ অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণের সঙ্গে মত মিলিয়ে আজাজ হিন্দ বাহিনীকে সমর্থক হলেন। অহিংসাপন্থী গান্ধিজিও আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সমর্থন করতে থাকেন। সেই সময়ে জহরলাল নেহরু, ভুলাভাই দেশাই, আসফ আলি, কৈলাশনাথ কাটজুর মতো কংগ্রেসী নেতারা কৌঁসুলী হিসাবে আদালতে উপস্থিত থাকলেন। জওহরলালও গায়ে শামলা গায়ে চাপালেন পঁচিশ বছর পরে। এই প্রসঙ্গে মোসলে বিদ্রুপ করে লিখেছিলেন '' আগে কখনো এতজন ভারতীয় নেতা এত তাড়াতাড়ি বোঝেননি যে তাঁরা সব আইনজীবী'। ইতিহাসের এমনই নির্মম কৌতুক যে দেশ জুড়ে অসংখ্য জনসভায় কংগ্রেস নেতারা 'ভ্রান্ত' ও 'বিপথে চালিত' মানুষদের গুণ কীর্তনে মুখর হয়ে ওঠেন। ১৯৪৬ সালে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে দিল্লিতে এক জনসভায় জওহরলাল বলেছিলেন,'' সুভাষ বসু ও আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে পঁচিশ বছর ধরে এক সঙ্গে কাজ করেছি।''

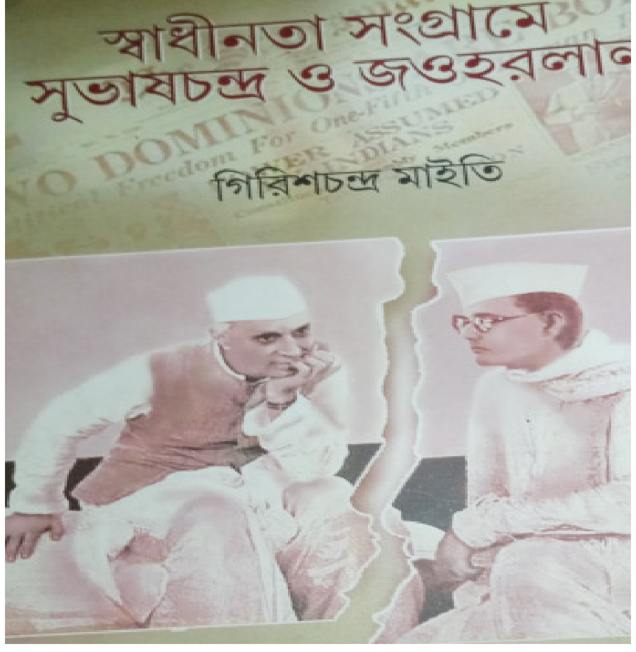

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করলো তখন ভারত গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে সবার সরকারে অংশ গ্রহণ করার অধিকার থাকছে। ভারতের অধিকাংশ জনগণই সেই সময়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে ছিল। বিশেষ করে যারা তখন কংগ্রেসের নেতা ছিলেন এংব দেশনায়ক ছিলেন তাঁরা সকলেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে সাওয়াল করতে শুরু করেন। তার ফলে ভারতের সংবিধানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পদ্ধতি ধরে ভারত সরকার পরিচালিত হচ্ছে। এবারে বিশ্ব জুড়ে যে গণতান্ত্রিক দেশ নিয়ে সমীক্ষা হয়েছিল সেখানে ভারতের স্থান রয়েছে ৪১ তম। ভারত যে বিশ্বের অন্যতম একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে গণতান্ত্রিক দেশের অস্তিত্ব ক্রমশ লুপ্ত হতে শুরু করেছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একনায়কতন্ত্রের প্রভাব। এই ধরনের একনায়কতন্ত্রকে বলা হচ্ছে গণতান্ত্রিক একনায়ক শাসন ব্যবস্থা। রাশিয়া তারা উজ্জ্বল উদাহরণ বলা যেতে পারে। সেখানে কমিউনিস্ট শাসন নেই। কিন্তু সেখানে প্রেসিডেন্ট পুতিন একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন বলে বিশ্ব গণতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষ থেকে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। চিন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা না থাকলেও সেখানকার জনগণগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চাইছে। দলীয় রাজনীতি সংগঠন তৈরি করার পক্ষে সায় দিচ্ছে। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে তারা ক্রমশ সরে আসতে শুরু করেছে। তার ফলে চিন দেশের মধ্যে এখন কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ক্রমশ বিলীন হওয়ার পথে। সেখানকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে গোপনে পরিচালিত করে থাকে সেনা কর্তারা নির্দেশে। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সেনা কর্তারা বহু বার শাসন ক্ষমতা দখল করছে। নির্বাচন করে সরকার আনতে গিয়ে সেখানকার নাগরিকেরা নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল। এখন পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে পাকিস্তানের নির্বাচনে পিটিআই দল ভালো ফল করলেও তাদেরকে দিয়ে সরকার গড়ার কথা ভাবছে না কেউই। সবাই চাইছে ভারত বিরোধী একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। কারণ পাকিস্তানের মূল বিদেশ নীতিই হল ভারত বিরোধিতা করা। এর বাইরে পাকিস্তান আর নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। অফগানিস্তানে তালিবান সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার মূলে ছিল পাকিস্তান। তারাই তালিবানদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে এবং জানা গিয়েছে বহু পাক সেনারা তালিবান সেনা হয়ে আফগানিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটায়। সেই সব খবর এখন প্রকাশ লাভ করতে শুরু করেছে। সেই সময়ে পাকিস্তান চিন্তা করেছিল আফগানিস্তানকে ভারত বিরোধী রাষ্ট্রে পরিণত করা। চিন তার সঙ্গে সায় দিয়েছিল। আমেরিকা সেনারা আফগানিস্তানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করছিল না। দোহা চুক্তিতে আমেরিকা তালিবানদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল যে আমেরিকা তাদের শত্রুদেশ বলে গ্রহণ করবে না এবং তালিবান সরকারের অধীনে আফগানিস্তানে আমেরিকার বহুজাতিক ব্যবসায়িক সংস্থা ব্যবসা করার অধিকার লাভ করবে। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবেশ বেশ পোক্ত এবং শক্তিশালী। বাংলাদেশের এবার নির্বাচনে বিএনপি এবং জামায়েত ইসলামি অংশ গ্রহণ না করার ফলে আওয়ামি লিগ একচেটিয়াভাবে আসন লাভ করছে। কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বলতে গেলে চলে। তবে কয়েকটি স্থানে নির্দল প্রার্থী ছিল যারা বাংলাদেশের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল। ভারতের লোকসভার নির্বাচন আগামি কয়েক মাসের মধ্যে শুরু হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। লোকসভার নির্বাচনে মাধ্যমে ভারতের সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা টিঁকে রয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছ পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং বিধানসভার নির্বাচনও।

কেন্দ্রের কাশ্মীর নীতি

জম্মু কাশ্মীরের বসবাসকারীদের একটি নির্দিষ্ট তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। প্রত্যেক পরিবারকে একটি কোড দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। প্রশাসন থেকে দাবি করা হয়েছে সবাই যাতে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু বিজেপি ছাড়া আর দলই এর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করেছে সরকার এখন কাশ্মীরের বাসিন্দাদের ওপরে নজর রাখতে চেষ্টা করছে। সবার ঘরের খবর সরকার তাদের কাছে রাখতে চায়। কাশ্মীরে যাতে বাইরের কোনও লোক এসে স্থায়ীভাবে বসবাস না করতে পারে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। তবে সব ভারতীয়রা কাশ্মীরে বসবাস করার অধিকারী। কিন্তু বিদেশিরা যাতে লুকিয়ে কাশ্মীরে এসে বসবাস না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে প্রশাসন তা বলা শুরু হয়েছে। পিডিপি দলের সভাপতি মেহবুবা মুফতি বলেছেন, কাশ্মীরিদের ওপরে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। তাদের ওপরে নজর রাখতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের নাগরিকদের তথ্য ভাণ্ডারের কথা বলা হয়েছে। নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে কাশ্মীরের প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে নির্দিষ্ট কোড দেওয়া হবে। সেই কোড ধরে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা যাতে সবাই পেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। জম্মু কাশ্মীর একটি সীমান্ত রাজ্যও বটে। প্রায় সময়ে সেখানে জঙ্গিরা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে গা ঢাকা দিচ্ছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞান শক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখায়। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বড় শক্তি।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

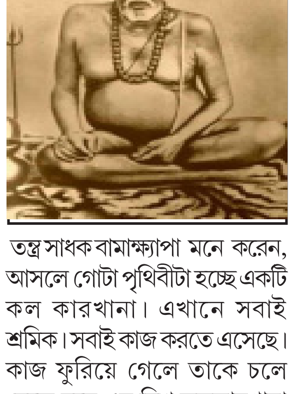

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, আসলে গোটা পৃথিবীটা হচ্ছে একটি কল কারখানা। এখানে সবাই শ্রমিক। সবাই কাজ করতে এসেছে। কাজ ফুরিয়ে গেলে তাকে চলে যেতে হবে এর বিশ্ব কলকারখানা ত্যাগ করে। এটাই হচ্ছে জাগতিক নিয়ম। ঠাকুর বলতেন, তোরা এসেছিল মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আমি তাই। আমাকে আমার কাজ করে যেতে হবে। তোদেরকে তাই করতে হবে। মহান কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সৃষ্টি করার প্রেরণা তৈরি করতে হবে। জাগতিক শক্তি সেই মাতৃশক্তি থেকে উৎসারিত। মাকে প্রণাম করতে হবে দেবী রূপে। তাঁকে মনের মধ্যে স্থান দিতে হবে। মানুষের মনটা হচ্ছে আসল মন্দির। সেখানে মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে জীবনে কোনও দিন বড় হওয়া যায় না। বড় হতে গেলে ভাল মনের পরিচয় দিতে হয়। সেটা কিন্তু সবার দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। সেই ক্ষমতাকে অর্জন করতে হবে। আমি তাই। আমাকে আমার কাজ করে যেতে হবে। তোদেরকে তাই করতে হবে।

হিন্দু ভোট নিশ্চিত হওয়ার পরই মোদি আরব সফর করে ভারতের ইসলামিক ভোট পেতে আগ্রহী

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রী বেশ সুনাম অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন। ভারতের লোকসভার নির্বাচন যখন আসন্ন তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আরব সফর করতে শুরু করেছেন। বিজেপিকে এতকাল ধরে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা যেভাবে সাম্প্রদায়িক দল বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে বিজেপি দল বেশ কোনঠাসা হয়ে পড়তে থাকে। এবারে সেই বিজেপি দল এখন সাম্প্রদায়িক ছাপকে একবারে গা থেকে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিন তালাক প্রথা বিরোধী আইন করা থেকে শুরু করে মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে সরকার বেশ কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে মহিলাদের ভোট ব্যাঙ্ক বিজেপির অনুকূলে এসে উপস্থিত। এবারে লোকসভার ভোটে আগে আবর দেশ সফর করে প্রধানমন্ত্রী মোদি পরিস্কার করে ইসলামিক জগতে একটি বার্তা দিলেন যে বিজেপি দল শুধুমাত্র হিন্দুদের দল নয়, এই সব সব ধর্মের। যারা বিজেপিকে হিন্দুদের দল বলে পরিচিতি করাতে প্রচার করতে শুরু করেছে তরা ভুল পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছে। সংযুক্ত আমির শাহিতে ভারতীয়দের বহু কালে একটি আবেদন ছিল সেখানে হিন্দু মন্দির তৈরি করার। সেখানকার ভারতীয়দের আবেদন সাড়া দিয়ে মোদি সংযুক্ত আমির শাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহানকে অনুরোধ করেছিলেন একটি হিন্দু মন্দির তৈরি করার জমি দান করতে। তাতে নাহান না করেননি। তিনি মন্দির তৈরি করার সবুজ সঙ্গত দিয়েছিলেন। তার ফলে সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে যেসব ভারতীয় হিন্দুরা বসবাস করে তারা একটি ঈশ্বরের উপাসনা করার মন্দির পেল। প্রধামন্ত্রী মোদি এর আগে গুজরাতে আমির শাহির নাহানকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। গুজরাতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি বিনিয়োগ করার কথা দিয়েছে। তার ফলে গুজরাতে শিল্প বিনিয়োগ হবে। জ্বালানির ক্ষত্রে আরব আমিরশাহি সেখানে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। গুজরাতে নাহানকে দিয়ে রোড শো করিয়েছিলেন। তার ফলে গুজরাতে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা বিজেপির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতের বিদেশ নীতি একন অন্যখতে বইতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে শিল্প এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ নিয়ে ভারত সরকার এগোতে শুরু করেছে। বিজেপি সরকার এখন মধ্য প্রাচ্যের ইসালমিক দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করে ভারতের ইসলামিক সম্প্রদায়কে একটি বার্তা দিতে চাইছে যে যে তাদের গায়ে যে সম্প্রদায়িক ছাপ দেগে দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু একেবারে ভ্রান্ত। বিজেপি দল সব ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে থাকবে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিজেপি দল গ্রহণ করে নিয়েছে। ভারতে যেমন রাম মন্দিরের প্রয়োজন রয়েছে আবার নতুন করে বাবরি মসজিদ গড়ে তোলার আগ্রহ রয়েছে সরকারের। ভারতে হিন্দু মুসলিম কোনও বিভেদ নেই। অযোধ্য রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করা পরই দেখতে পাওয়া গেল যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হিন্দু মন্দির তৈরি করে ফেলা হয়েছে এবং সেখানে সেই মন্দির উদ্বোধন করতে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী

মোদি। তিনি সেখানকার প্রেসিডেন্ট নাহানের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তির কাজ সেরে ফেলেছেন। সংযুক্ত আরব আমির শাহি সফর শেষ করে তিনি কাতারের দিকে পাড়ি দিয়েছিলেন। কাতারের সঙ্গে যে বিরোধের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা এখন আর বলতে গেলে দূরে অবস্থান করছে। কাতার এখন ভারত বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। কাতারে উপস্থিত হয়ে প্রধামন্ত্রী মোদি কাতারের আমির থানিকে ধন্যবাদ জানান। ভারতের সঙ্গে কাতার ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক সে কথা ব্যক্ত করেন আমির থানি। তিনি পরিস্কার বলেছেন যে ভারত কাতারের শত্রু দেশ নয়। ভারতের সঙ্গে কাতার প্রযুক্তি এবং জ্বলানির ব্যাপারে ব্যবয়াসিক সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক। আমিরশাহির সঙ্গে ৩৩৫ কোটি ডলারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে এই বিনিয়োগ ছিল ১০৩ কোটি ডলার। সংযুক্ত আরব আমির শাহির সঙ্গে বন্ধুত্বের সংস্পর্ক তৈরি করে পাকিস্তান এবং ভারতের বিজেপি বিরোধী গোষ্ঠীর দিকে কড়া বার্তা দিতে শুরু করে দিলেন মোদি। তিনি যে আবার প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হচ্ছেন সে ব্যাপারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং কাতারের আমির থানি ভবিষ্যত বাণী করে রেখেছেন। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন মোদিকে আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে চান বলে আগেই বলে রেখেছেন। যদি এ বাপারে এখনও আমেরিকা চুপ করে রয়েছে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক মোদির পক্ষের লোক বলে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন। ভারতের সঙ্গে এখন বিলাতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়ার পধ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করছে। ইংল্যাণ্ড ভারতে তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। শিক্ষা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যাতে আরও বৃদ্ধি লাভ করে তার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এদিকে জার্মানও মোদির পক্ষে রয়েছে। শুধু মাত্র কানাডা সরকার এখন দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। তারা এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না যে মোদি সরকার থাকলে তাদের মৈত্রী স্বার্থটা কতখানি অটুট থাকবে। যদিও ভারত থেকে বলা হয়েছে যে কানাডার সঙ্গে ভারতের কোনও বিরোধ নেই। কানাডা হচ্ছে ভারতের বন্ধু দেশ। ইজরায়েলের সঙ্গে ভারত হাত মিলিয়ে জঙ্গি দমন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে ইরাক, ইরান এবং তুরস্ক বেশ খানিকটা ভারতের ওপরে মনোক্ষুন্ন।

নাভালনির জেল মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্ব উত্তাল

. জন্য তাকে বহুবার জেলে যেতে হয়েছে। তখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দেশের মধ্যে হিংস ছড়ানো আবার কখনও তাঁর বিরদ্ধে অভিযাগ উঠছিল তহবিল তচ্ছরূপ করার। তাঁকে অকেজো করতে ২০২০ সালে বিষ দেওয়া হয়েছিল। সেই বিষে বিষক্রিয়া হয়ে তিনি কোমায় চলে গিয়েছিলেন। তবে সেই সময়ে তিনি কোনও রকম বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবারে তিনি রেহাই পেলেন না। এবারে জেলের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাকে খুন করা হয়েছে নাকি পিটিয়ে মারা হয়েছে তা অজানা থেকে গেল। জেল থেকে বলা হয়েছে যে নাভালনি হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। তাপরেই তিনি পড়ে যান এবং তাতে মৃত্যু হয়েছে। এদিকে ফ্রান্স এবং নরওয়ে জানিয়েছে যে রাশিয়ার এই বক্তব্য তারা মানছে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরাসরি পুতিনের দিকে আঙ্গুল তুলেছেন। নাভালনির স্ত্রী জুলিয়া নাভালনায়া বলেছেন যে পুতিন এবং তার সঙ্গীদের শাস্তি হবেই। নাভালনির স্ত্রী জুলিয়া প্রথম বিশ্বাস করতে পারেননি যে তাঁর স্বামী নাভালনি আর নেই। তিনি যখন পরে বুঝতে পারলেন তখন তিনি পুতিনের ওপরে পুরো দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন। এদিকে নাভালনির বন্ধু ভলকোভ এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন যে রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছে যে তারা অ্যালেস্কেই নাভালনিকে জেলে খুন করেছে। কিন্তু সেই স্বীকারোক্তিতে নিশ্চিত করার কোনও প্রমাণ বা উপায় আমাদের কাছে নেই। নাভালনির আইনজীবী লিওনিড সোলোভিভ বলেছেন যে এ ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না। এদিকে আর্কটিক সার্কল দলের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে নাভালনি যখন হাঁটছিলেন তখন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। তারপরে তিনি জ্ঞান হারান। চিকিৎসক দ্রুত চলে আসেন। অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছিল। চেষ্টা করা হয়েছিল তাঁকে সুস্থ করতে। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। নভালনি পুতিন বিরোধী ছিলেন। তিনি রুশ ইউক্রেন যুদ্ধকে সমর্থন করেনি। পুতিনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছিলেন। পল্টা নাভালরি বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে শুরু করে। ২০২০ সালে মস্কো বিমানের মধ্যে নাভালনিকে বিষ দেওয়া হয়েছিল। রুশ হাসপতালে ভর্তি করার পরে তাঁকে জার্মানির একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তিনি কোমায় চলে গিয়েছিলেন। পাঁচ মাস পড়ে দেশে ফিরে এলে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। আদালত থেকে বলা হয়েছিল ২০২০ সালের মামলায় তিনি আদালতে উপস্থিত থাকেননি। তাঁর আইনজীবা আদালতে জানিয়েছিলেন যে তাঁর মক্কেল তখন জার্মানিতে চিকিৎসায় ছিলেন। ২০২২ সালে মার্চ মাসে সাজার মেয়াদ বেড়ে আরও ৯ বছর করা হয়। তারপরে সন্ত্রাসমূলক কাজে তহবিল গঠনের জন্য নাভালনিকে ১৯ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাপরে শুনতে পাওয়া যায় যে নাভালনি নিরুদ্দেশ। তারপরে জানতে পারা গিয়েছিল সবচেয়ে কুখ্যাত জেল আর্কটিক পেনাল কলোনিতে তাঁকে রাখা হয়েছে। এই জেলেই তাঁর মৃত্যু হল।

ভারতীয় ঐতিহ্য ঃ রাজগীরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন ভারতবর্ষে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ার বহু দেশ থেকে ছাত্ররা এসে পড়াশুনা করতো। তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়াশুনা করেছেন ইউয়েন সাঙ। তিনি ভারতে এসেছিলেন বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে অধ্যায়ন করতে। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। তিনি হিউয়েন সাঙকে ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শুনার করার অনুমতি দান করেন। তিব্বত থেকেও বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন অধ্যায়ন করার জন্য। তখন ভারত এবং গ্রীস দেশেও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। আর কোনও দেশে তখন বিশ্ববিদ্যালয় বলে কি তা জানতো না। প্রাচীন গ্রীস এবং ভারত থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ধারনাটা নিয়েছিল ইংরেজরা। ইতালিতে যখন নবজাগরণ শুরু হল তখন সেখানে ভারত এবং গ্রীস দেশকে অনুসরণ করে শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সেই শিক্ষা কেন্দ্র পরে বিস্তৃতি লাভ করে ইংলাণ্ডে। ইংল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার ধারনা নিয়ে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিল। ভারতের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতারা বিলাতে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করার অধিকার লাভ করেছিলেন।

মালদায় তৈরি হচ্ছে গম্ভীরা সংরক্ষণশালা ও একাডেমি

ফতেপুর গম্ভীরা দলের উদ্যোগ জেলার ঐতিহ্য গম্ভীরা গানের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা

তনয় মিশ্র, মালদা , ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদায় তৈরি হচ্ছে গম্ভীরা সংরক্ষণশালা ও একাডেমি । ফতেপুর গম্ভীরা দলের উদ্যোগ জেলার ঐতিহ্য গম্ভীরা গানের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ইংরেজবাজারের ফতেপুর গ্রামে প্রায় দশ কাঠা জমির উপর তৈরী হবে এই একাডেমী। এই একাডেমী তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছেন ফতেপুর গম্ভীরারা দলের দলনেতা বাবলু মণ্ডল। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের জমিতে তৈরি হচ্ছে গম্ভীরা সংগ্রহশালা ও একাডেমি । গম্ভীরার সাথে যুক্ত শিল্পীদের গবেষণার কাজে সাহায্য করতে একটি স্থায়ী রিহার্সাল ঘর তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গম্ভীরা গানে ব্যবহৃত জিনিপত্র সংগ্রহ , নতুন-পুরনো বই সংগ্রহ , পত্রিকা প্রকাশ, নতুন প্রজন্মের সামনে গম্ভীরার বিভিন্ন তথ্য-তত্ব-অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হবে এই একাডেমিতে। জেলার বিভিন্ন গুণীজন গবেষক, অভিজ্ঞ গম্ভীরা শিল্পীরা নিয়মিত এই একাডেমিতে গম্ভীরা চর্চায় সহযোগিতা করবেন। জেলার অন্যতম ঐতিহ্য গম্ভীরা গানের এই একাডেমী নতুন প্রজন্মের কাছে এক সম্পদে পরিণত হবে। এই একাডেমির পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলত ৩ টি কমিটি গঠন করা হবে। পরিচালনা কমিটি, একাডিমিক কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটি। মালদা সহ রাজ্যের একাধিক জেলার প্রবীন গম্ভীরা শিল্পী ও গবেষকদের রাখা হবে এই কমিটি গুলোতে। ইতিমধ্যে এই সংগ্রহশালা তৈরির ভূমি পুজা হয়ে গেছে। নিজস্ব গ্রামে এই সংগ্রহশালা তৈরি করার জন্য জমি দিয়েছেন গম্ভীরা শিল্পী বাবলু মন্ডল। সংগ্রহশালার পাশাপাশি গবেষক অধ্যাপক শিল্পীদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে গম্ভীরা একাডেমী। পারফরমেন্সের সাথে সাথে গবেষণা ও একাডেমিক দিককে শক্ত করে গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ। মালদা জেলায় আরো অনেকেই গম্ভীরার সাথে যুক্ত আছেন তাদের জন্য এবং গবেষণার কাজে সাহায্য করতে একটি স্থায়ী রিহার্সাল ঘর, গম্ভীরা গানে ব্যবহৃত জিনিপত্র সংগ্রহ, নতুন- পুরনো বই সংগ্রহ, পত্রিকা প্রকাশ, নতুন প্রজন্মের সামনে গম্ভীরার তথ্য-তত্ত্ব-অভিজ্ঞতা তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়েই এই একাডেমির পথ চলা শুরু হচ্ছে। জেলার বিভিন্ন দলের বিখ্যাত গম্ভীরা শিল্পীরা এবং গবেষকরা প্রত্যেক মাসে নিয়মিত গম্ভীরা শিল্পীদের গম্ভীরা গানের প্রশিক্ষণ দেবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। উদ্যোক্তা ফতেপুর গম্ভীরা দলের দলনেতা বাবলু মণ্ডল জানান, এই সংগ্রহশালায় জেলার বিভিন্ন শিল্পীদের জীবনপঞ্জী, গম্ভীরা গানের ইতিহাস, মুখোশের বিবরণ, গম্ভীরা বিষয়ে লিখিত পুঁথি, গম্ভীরা নিয়ে বিভিন্ন কিছু লিপিবন্ধ থাকবে। যারা গম্ভীরা গান নিয়ে গবেষণা করছেন বা করবেন তাদের জন্য এটা হবে তীর্থক্ষেত্র। পরবর্তীতে আমাদের আরো পরিকল্পনা আছে, জেলার সমস্ত গম্ভীরা শিল্পী ও গম্ভীরা প্রেমীদের নিয়ে গম্ভীরা গানের একাডেমী তৈরীর লক্ষ্যে এগিয়ে যাবো।

দুর্ঘটনায় মৃত কনস্টেবল

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সাত সকালে প্রাণ গেল এক কনস্টেবলের। ঘটনাটি ঘটেছে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ ইসলামপুর থানার ইসাননগর গ্রামে। জানা গেছে মাদ্রাসা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটি করতে যাচ্ছিল দুজন কনস্টেবল। রাস্তার ধারে বাইক দাঁড় করিয়ে দুজন কনস্টেবল বাথরুম করছিল। এমতঅবস্থায় পোল্ট্রি মুরগি বোঝাই একটি ২০৭ পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদেরকে সজোরে ধাক্কা মারে। সেখানে মৃত্যু হয় সৌভিক সাউ (২৫) নামে কনস্টেবলের। আরেকজন কনস্টেবল তপন দাস (২৫) তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয়রা ইসলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে, অবস্থার অবনতি দেখে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। মৃত কনস্টেবলের দেহ ইসলামপুর থানায় নিয়ে আসা হয় এবং ময়নাতদন্তের জন্য লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

কংগ্রেসের নেতার অবৈধ নির্মাণ নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস মেয়রের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার অবৈধ নির্মাণ নিয়ে এবার পদক্ষেপের

আশ্বাস দিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন অবৈধ নির্মাণ হলে সে যে দলেরই হোক না কেন অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে। প্রসঙ্গত শুক্রবার ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের সৌমিত্র দেবনাথ নামে স্থানীয় একটি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে যায় পুরো কর্মীরা। নির্মাণ ভাঙতে গেলে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বাধার মুখে পড়তে হয় পুরকর্মীদের। ফলে অবৈধ নির্মাণ না মেনে ফিরে আসতে হয়েছিল তাদের। নির্মাণ ভাঙা থেকে আটকাতে বাড়ির নিচে তৎক্ষণাত তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কার্যালয় পরিণত করা হয়। এই বিষয়টি নিয়ে মেয়রের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন তৃণমূল কংগ্রেস হোক আর যেই রাজনৈতিক দলই হোক না কেন অবৈধ নির্মাণ হলে তার বিরুদ্ধে নিশ্চিত ভাবে পদক্ষেপ করা হবে।

বসন্ত আবাহন শান্তিনিকেতনে

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ফাল্গুন মাস পড়লেই শান্তিনিকেতনে লাগে বসন্তের ছোঁয়া। আর পাঠভবনে হয় বসন্ত উৎসবের সূচনা। এই প্রারম্ভিক বসন্ত উৎসব আগে হতো শ্রী পঞ্চমীতে, বলে জানান অধ্যাপক কিশোর ভট্টাচার্য্য। তবে তারও আগে কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাচ্চা বয়সে ১৯০৭ ঋতু উৎসব করেছিলেন। সেটাই ছিল প্রথম বসন্ত উৎসব। সম্ভবত শ্রী পঞ্চমীতে সেটা পালিত হয়েছিল। তবে এ নিয়ে মতান্তর আছে। পাঠভবনের বিভাগীয় প্রধান বোধিরূপা সিনহা জানান, শুধু অমল আনন্দে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

বিশ্বভারতী সূত্রে জানা যায়, এই বসন্ত আবাহনের আরেকটি উদ্দেশ্য আছে। পাঠভবনের কচিকাচারা বসন্ত উৎসবের ভিড়ে যেতে পারে না। তাই বসন্ত উৎসবের আগে, পাঠভবনে বসন্ত আবাহন হয়। এই পরম্পরায় খুব খুশি পাঠভবনের কিশলয়রা। শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবে আগে ভিড় হতো। সেই কারণে আশ্রমের কচি কচি ছেলে মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে পারতো না। তাই আশ্রমের মধ্যে একমাত্র পাঠভবনেই হয়ে বসন্তের আবাহনের আয়োজন হওয়ার অন্যতম কারণ। এতে খুব আনন্দ পায় কিশোরমতি কচিকাচারা। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে বসন্ত ঋতুকে স্বাগত জানাতে পালন করা হয় বসন্ত আবাহন। এদিন সকালে বসন্ত আবাহন উৎসবে পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা মিলিত হয়ে বসন্তের গান, নাচ উপস্থপনা করে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ জহর বেদিতে। শান্তিনিকেতনের শান্তিনিকেতন গৃহ থেকে শুরু হয় 'ওরে গৃহবাসী খোলদ্বার খোল লাগলো যে দোল' সংগীতের মধ্যদিয়ে শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার শেষে মূল অনুষ্ঠান শুরু হরু হয় আম্রকুঞ্জর জহর বেদিতে। শোভা যাত্রায় একে একে 'আজি দখিন দুয়ার খোলা', 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে' থেকে 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' সহ সঙ্গীত নৃত্য সহযোগে আশ্রম মেতে ওঠে।

ঠিকাদারের টালবাহানায় বন্ধ কাজ, দুর্ঘটনা রুখতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের অবরোধ- বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ঠিকাদারের টালবাহানায় ২৮ কিমি রাস্তার মধ্যে ২ কিমি রাস্তার কাজ থমকে ৯ মাস। একের পর এক দুর্ঘটনার পরেও নির্বিকার পূর্ত দফতর। বাঁকুড়ার পাটপুরে অবরোধ-বিক্ষোভ। প্রবল বিক্ষোভের মুখে পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ার। অবশেষে চাপে পড়ে আশ্বাস পূর্ত দফতরের। ২৮ কিমি রাস্তা নতুন করে তৈরীর বরাত পেয়ে ২৬ কিমি রাস্তা তৈরী করেছিল সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। রাস্তা জুড়ে খাল খুঁড়ে বাকি ২ কিমি রাস্তা দীর্ঘ ৯ মাস ধরে ফেলে রেখেছিল সংশ্লিষ্ঠ ঠিকাদার। বারংবার আবেদনের পরেও ঠিকাদার ওই ২ কিমি রাস্তার কাজ না করায় অবরোধ বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন স্থানীয়রা। পুলিসের আশ্বাসে অবরোধ না ওঠায় শেষ পর্যন্ত অবরোধস্থলে যান পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ার। তাঁকে ঘিরেও প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অবরোধকারীরা। চাপে পড়ে অবশেষে আগামী ৭ দিনের মধ্যে কাজ শুরু করার ব্যাপারে পূর্ত দফতর আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের পাটপুর মোড়ের। প্রায় ৯ মাস আগে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের বাঁকাদহ মোড় থেকে কোতুলপুর ব্লকের জয়রামবাটি মোড় পর্যন্ত প্রায় ২৮ কিমি রাস্তা নতুন করে নির্মাণের বরাত পায় এক ঠিকাদার। কাজও শুরু হয়। গোটা রাস্তা খুঁড়ে ফেলা হয়। ২৮ কিমি রাস্তার মধ্যে ২৬ কিমি রাস্তা নতুন করে নির্মাণও করে ফেলা হয়। কিন্তু কোতুলপুর ব্লকের লালবাজার থেকে পাটপুর মোড় পর্যন্ত ২ কিলোমিটার রাস্তার কাজ কিছুতেই শুরু করছে না ঠিকাদার। এদিকে ওই রাস্তা খোঁড়া অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখায় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বারংবার ঘটতে থাকে দুর্ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে মাস খানেক আগে পাটপুর মোড়ে পথ অবরোধ করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই সময় কোতুলপুর থানার পুলিশ অবরোধকারীদের আশ্বাস দেয় দ্রুত ওই ২ কিমি রাস্তার কাজ শুরু করা হবে। কিন্তু তারপরও ঠিকাদারের টালবাহানায় রাস্তার কাজ শুরু না হওয়ায় এদিন সকাল থেকে পাটপুর মোড়ে পথ অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। দাবী তোলেন ঠিকাদারকে অবরোধস্থলে এসে আস্বাস দিতে হবে। কোতুলপুর থানার পুলিশ অবরোধকারীদের সরানোর চেষ্টা করেও ব্যার্থ হয়। শেষ অবধি অবরোধস্থলে হাজির হন পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ার। তাঁকে ঘিরে চলতে থাকে অবরোধকারীদের বিক্ষোভ। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় একটি ঘরে ঢুকে পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ার আগামী সাত দিনের মধ্যে রাস্তা নির্মানের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

চালকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর , ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্যাঙ্কারের পাশে চালকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়, খুন না অন্য কোনো রহস্য তদন্তে পুলিশ। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার মাদারীপুর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায়। জানা গেছে, শনিবার সকালে মাদারীপুর এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাঙ্কারের চালকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পায় স্থানীয়রা। এরপর খবর জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ সেখানে ভির জমাতে শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃত চালকের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খুন না অন্য কোনো রহস্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন কামতাপুরী সদস্যদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বিগত দিনে বহুবার কামতাপুরীদের জন্য বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোন কাজ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আজ কোচবিহার প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কোচবিহার জেলা কামতাপুরী প্রগ্রেসভ পার্টির সদস্যরা। কামতাপুরী প্রগ্রেসের পার্টির পক্ষ থেকে আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয় ২০১৯ এর নির্বাচন, ২০২১ এর নির্বাচন সহ বিভিন্ন সময় বিজেপি নেতৃত্বরা কামতাপুরীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নারায়নী ব্যাটেলিয়ন, কামতাপুরী ভাষা কে স্বীকৃতি দেওয়া সহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিলেও একটিও পূরণ হয়নি। তাই আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করবে কামতাপুরী প্রগ্রেসিভ পার্টির সদস্যরা। এছাড়াও আগামী দিনে ভেটাগরিতে অবস্থান লিক্ষবেও শামিল হবে তারা।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে, আহত চালক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে। আহত চালককে, গ্যাস কাটার দিয়ে গাড়ির বডি কেটে বের করল দমকল বাহিনীর কর্মীরা। শিলিগুড়ির বালাসন সেতু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পর থেকে, দক্ষিণবঙ্গ গামি সমস্ত দূরপাল্লার গাড়ি, মেডিকেলের কাওয়াখালি হয়ে, শিবমন্দির যায়। শুরুতে বারবার পথ দুর্ঘটনা ঘটলেও, দুর্ঘটনায় রাশ টানতে, মেডিকেলের 'কাওয়াখালি ট্রাফিক আউটপোস্ট' করা হয়। তারপর থেকে কিছুটা স্বস্তি মিললেও, ফের একবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুটি ফুল পাঞ্জাব ট্রাক। শনিবার ভোর চারটে নাগাদ, কাওয়াখালির শিল্পীহাট সংলগ্ন এলাকায় একটি পন্যবাহী গাড়ি ও একটি পাথর বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায়, পন্যবাহী গাড়ির চালক গাড়িতেই আটকে থাকে। এলাকাজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে, ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ সহ ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা। দীর্ঘক্ষণের প্রচেস্টায়, দুটি ক্রেনের সহায়তায় গাড়ি দুটিকে আলাদা করা সম্ভব হয়। গ্যাস কাটার দিয়ে গাড়ির বডি কেটে, চালকে উদ্ধার করে দমকলের কর্মীরা। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। বেলা গড়ালে, যানজট কিছুটা স্বাভাবিক ছন্দে ফেরে।

সামশেরগঞ্জে ছুরি হাতে পড়ুয়াদের ভয় দেখালেন প্রধান শিক্ষক, ব্যাপক উত্তেজনা স্কুল প্রাঙ্গনে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ৪৬ নম্বর শেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছিলেন প্রধান শিক্ষক। শনিবার দুপুরে স্কুল প্রাঙ্গনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রঘুপতি সর্দারের বিরুদ্ধে দফায়- দফায় স্লোগান ও বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল স্কুলের অভিভাবকদের অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরেই প্রধান শিক্ষক রঘুপতি সর্দার স্কুলে এসে অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন। বিষয়টি নিয়ে এর আগেও একবার বিক্ষোভ হয় স্কুলের ভিতরে। তবে শনিবার স্কুলে আবার নাকি চাকু ও ধারাল অস্ত্র নিয়ে পড়ুয়াদের ভয় দেখাতে শুরু করেন প্রধান শিক্ষক। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্কুলে জমায়েত হতে শুরু করেন আশেপাশের অভিভাবকরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। যদিও ভয়ে দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে লুকিয়ে পড়েন প্রধান শিক্ষক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। তারপরেই ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। অবিলম্বে তাঁকে বরখাস্ত করার দাবিতে এবং বদলি করার দাবিতে সরব হয়েছেন অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা।

পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় আহত ৩

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বেপরোয়া পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় আহত হলো দুই মহিলা সহ তিনজন । দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি টোটো এবং ফলের গাড়ি । শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর সেতু মোড় এলাকায়। আর এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানিয়ে ওই এলাকার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এমনকি পুলিশের ঘাতক গাড়িটিকেও আটকে রেখে প্রতিবাদের সোচ্চার হোন বিক্ষোভকারীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মালদার দিক থেকে সাহাপুরের দিকে আসছিল পুলিশের একটি জিপ । আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই গাড়িটি পরপর কয়েকটি টোটো ও ফলের গাড়িতে ধাক্কা মারে। তাতে রাস্তায় পথ চলতি দুই মহিলা সহ তিনজন গুরুতর জখম হন। তাদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। এমনকি ওই গাড়ি চালককে আটকে রাখে ক্ষিপ্ত জনতা। বাসিন্দাদের দাবি, এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বাম্পার দেওয়া হোক। তাহলেই বিভিন্ন যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। যদিও এই ঘটনার পর ওই এলাকায় পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বুথে বুথে মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনলেন শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভদ্রপুরে বুথের মানুষের অভাব অভিযোগ নিজের কানে শুনলেন তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়। সেখানে এক প্রতিবন্ধী মহিলা জানালেন, প্রতিবন্ধী ভাতা পান। সেকারণে লক্ষীরভাণ্ডার পাবেন না ভেবে আবেদন করেন নি। সাংসদ তাঁকে দুয়ারে সরকারে লক্ষীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করতে বলেন। পাশাপাশি, তিনি ঘর কেন পান নি সেটা দেখার আশ্বাস দেন। আরেক মহিলা জানান, তেষট্টি বছর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পরিবারের একজন বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন না। শুনেই সাংসদ উপস্থিত পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে জানতে চাইলে, তিনি জানান, তাঁর বার্ধক্যভাতা মঞ্জুর হয়ে গেছে। তারপর তৃণমূলের সাংসদ শতাব্দী রায় বুথ কর্মী এবং ব্লকের ফাইভ মেন কমিটি, পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠক করেন। জানা গেছে, সামনে লোকসভা ভোট নিয়ে ওই পঞ্চায়েতের তৃণমূলের বুথ কর্মী, ব্লকের অবজারভার ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য, ব্লকের ফাইভ ম্যান কমিটির সদস্য, পঞ্চাযেত সমিতির সদস্য, মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী ও অন্যান্য নেতৃত্বদের নিয়ে একটি ঘরের মধ্যে সাংসদ শতাব্দী রায় বৈঠক করেন। সাংসদ শতাব্দী রায় কে দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন এলাকার মহিলারা। সেখানেও তিনি বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি শীতলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের আটকুলা গ্রামেও বৈঠক করেন। শীতল গ্রামে একটি তৃণমূল কার্যালয়ের উদ্বোধনও করেন সাংসদ।

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID:bdoeopurulia2@gmail.com
e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II Panchayat Samiti of village: Bongabari, Post: V.Nagar, Dist: Purulia, for the various development works as follows E-Tendering Notice No. (1) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 15/2023-24 3 rd Call, (2) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 11/2023-24 3 rd Call, (3) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 03/2023-24 3 rd Call, (4) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 10/2023-24 3 rd Call, (5) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 20/2023-24. For more details, intending contractors may also visit www.wbtenders.gov.in and may follow the office notice board for further updates.
Sd/- Executive Officer
Purulia-II Panchayat Samiti

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Cons. Of Road under Pursurah Panchayat Samity. Last date for submission of Tender: 24/02/24 up to 11.00 A.M. NIT No. 27/PUR/2023-24, Tender ID No 2024_ZPHD_669010_1. Wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

হাতির হামলায় আহতদের নিয়ে সরকারি দুই দফতরের মতবিরোধ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ হাতির হামলা নিয়েই এবার বেঁধে গেল গোল। হামলায় আহতদের নিয়ে সরকারি দুই দফতরের চুলোচুলি। বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতি ও স্টাফদের খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ তুললেন ক্ষোদ সরকারি এক অফিসারের। ওই অফিসার কে পাল্টা আক্রমণ হাসপাতাল সুপারের। ঘটনার সূত্রপাত হয় বৃহস্পতিবার রাতে। বিষ্ণুপুরের বাগডোগরায় হাতির হানায় আহত হয় তিন কৃষক। তাঁদের ভর্তি করা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। অভিযোগ বৃহস্পতিবার রাত এবং শুক্রবার সারাদিন সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করা হয়নি ওই গুরুতর আহত কৃষককে। আহত কৃষকদের পরিবারের লোকজন খবর দেয় বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বনবিভাগে। DFO সাহেবের নির্দেশে শুক্রবার রাতে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের ADFO বীরেন কুমার শর্মা। হাসপাতালের ওয়ার্ডে গিয়ে হাসপাতাল স্টাফদের কাছে ADFO সাহেব জানতে চান সারাদিন আহতদের কি চিকিৎসা হয়েছে, এমনকি তিনি কাগজপত্রও দেখতে চান হাসপাতালে স্টাফদের কাছে। ADFO সাহেবের অভিযোগ তখনই হাসপাতালে দায়িত্বে থাকা স্টাফেরা তাঁর সঙ্গে অভদ্র আচরণ করে, এমনকি তাঁকে বাইরে বেরিয়ে যেতেও বলেন। তারপরেই হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমত ক্ষোভ উগরে দেন ADFO সাহেব। তিনি দাবি করেন আহত কৃষকদের সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করছে না হাসপাতাল। ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখন সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না। তিনি জানান হাসপাতাল যদি ঠিক ভাবে চিকিৎসা করতে না পারে, তবে তাঁরা ছেড়ে দিতে পারে আহতদের। সমগ্র বিষয়টি তিনি লিখিতভাবে জানাবেন হাসপাতাল সুপার কে। এমনকি রোগীর আত্মীযরা অভিযোগ করেন আহত কৃষকদের সময় মত খাবারও দেওয়া হচ্ছে না। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সুপার শুভঙ্কর কয়াল। তাঁর দাবি ঠিকঠাক ভাবেই চিকিৎসা চলছে। ADFO উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'উনিতো চিকিৎসক নন তবে কি করে বুঝলেন যে চিকিৎসা ঠিকঠাক হচ্ছে না। ওনার কাজে যেমন আমরা মাথা গলাতে পারি না, আমাদের কাজেও ওনার মাথা গলানো উচিত হয়নি। উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন আমার কাছে জানতে চাইতে পারতেন। উনি ভালো করেই জানেন কোন গভমেন্ট সেক্টরের কাগজ দেখানো যায় না ওনার অফিসের কাগজ যেমন আমি দেখতে পারি না।' সব মিলিয়ে এর আগেও ভুরিভুরি অভিযোগ উঠেছে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে।

মনু গন্ডাস শেষ দিনে ৬৪ তম স্থান অর্জন করেন এবং তার ক্যারিয়ারের অষ্টম খেতাব জিতে নেন। চ্যাম্পিয়ন মনু গন্ডাস মিঃ অজয় কুমার মিশ্র, চিফ সেলস প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-ফ্ল্যাট প্রোডাক্টস, টাটা স্টিল এবং মিঃ সুজয় ব্যানার্জি, প্রেসিডেন্ট , টালিগঞ্জের ক্লাবএর কাছ থেকে তার ট্রফি এবং চেক গ্রহণ করেন। উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মিঃ শ্রেয়ন চ্যাটার্জি, গলফ ক্যাপ্টেন, টালিগঞ্জ ক্লাব, ব্রিগেডিয়ার (রিটায়ার্ড) ভি গণপতি, সিইও, টালিগঞ্জ ক্লাব, মিঃ উত্তম সিং মুন্ডি, সিইও, পিজিটিআই এবং মিঃ গৌরব পুন্দির, গলফ সুপারিনটেনডেন্ট, টালিগঞ্জ ক্লাব উপস্থিত ছিলেন।

নদী বাঁধ সংস্কারের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নদী বাঁধ সংস্কারের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিল তুফানগঞ্জ দুই নম্বর ব্লকের ভানুকুমারী এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়লাউকুটি এলাকার বাসিন্দারা। এই এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ প্রতিবছর বন্যায় প্লাবিত হয় এই বড়লাউকুটি এলাকা। বহুবার প্রশাসনকে জানানোর পর গত বছর কাজ শুরু হলেও ১৫০০ মিটার বাঁধ এর মধ্যে ২০০ মিটার বাঁধ নির্মাণের পর অনিদৃষ্ট কারণে বন্ধ হয়ে যায় কাজ। এখন নতুন করে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে এই বড়লাউকুঠি এলাকার বাসিন্দারা। তাই শনিবার ভোট বয়কোটের ডাক দিলেন এলাকাবাসীরা। দ্রুত বাঁধ নির্মাণ না হলে বড়লাউকুঠি এলাকার সমস্ত সরকারি স্কুল, অঙ্গওয়ারী কেন্দ্র, সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে প্রতিবাদের শামিল হওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন গ্রামবাসীরা।

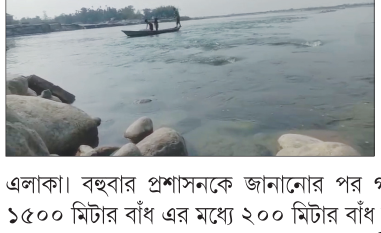

নিখোঁজ গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদায় আবারো রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হলেন এক গৃহবধূ। ঘটনা ইংলিশ বাজার থানার সর্বমঙ্গলা পল্লী এলাকার। জানা গেছে নিখোঁজ ওই গৃহবধূর নাম তনুশ্রী ঝা। গত ১৪ তারিখ সুকান্তপল্লী এলাকায় মায়ের বাড়ি যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। এরপর থেকে আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি । দুশ্চিন্তা এবং আতঙ্কে রয়েছে নিখোঁজ গৃহবধূর স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ইংলিশ বাজার থানায়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বন্ধুর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বন্ধুর। ঘটনায় শোকের ছায়া রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদাড়ি গ্রামে। মৃত দুই যুবকের নাম দীপঙ্কর রায় ও বাপি রায়। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে বাইকে করে দুই বন্ধু কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। রাত প্রায় ৯ টা নাগাদ মান্তাদাড়ি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে বাইকটি। ঘটনায় দুজনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে। পরবর্তীতে স্থানীয় ও পুলিশের সহযোগীতায় দুজনকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুই যুবকের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.
WBMAD/UM/621/e-Tender/2023-24, Dated: 17.02.2024, (Construction of Boundary Wall of Seikhpara Kabarasthan Nimdigi under MPLADS Scheme no. 67 scheme code 1.4.) Details are available in the www.wbtender.gov.in.
Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

Office of the Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tenders are hereby invited by the undersigned for Construction of 02(Two) Nos. Dining Hall under Bishnupur-I Development Block. Details of which are as noted below: 1. N.I.T. No: WB/BISH- I/BDO/NIT-03(02)/2023-24 Date: 17.02.2024. 2. Tender ID: 2024_ZPHD_668967 3. Bid submission start date: 17.02.2024 at 17.00 Hrs. 4. Bid submission closing date: 24.02.2024 at 18.00 Hrs. Details available from the website http://wbtenders.gov.in
Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-I Development Office
Bhasa, South 24 Parganas

CORRIGENDUM NOTICE
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T. No.- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-196/2023-24 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-198/2023-24. Bid submission closing date (online) - 27/02/2024 instead of 15/02/2024 and Bid submission opening date (online)- 29/02/2024 instead of 17/02/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

খাওয়া-দাওয়া

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা পুলিশে আরও একপ্রস্ত রদবদল

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা পুলিশে আরও একপ্রস্ত রদবদল হল শনিবার। রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জনের স্বাক্ষরকৃত বদলি তালিকায় চার থানার ওসি সহ সাত ইন্সপেক্টরকে জেলা স্তরে বদলি করা হয়েছে। তালিকার প্রথমেই রয়েছেন জিরানিয়া থানার ওসি হিমাদ্রী সরকার। তাঁকে ধর্মনগর থানার ওসি করা হয়েছে। আগরতলা ট্রাফিক ইউনিট থেকে ইন্সপেক্টর দেবজিৎ চ্যাটার্জিকে পানিসাগর থানার ওসি করা হয়েছে।

ধলাই জেলা থেকে ইন্সপেক্টর রাজু দত্তকে জিরানিয়া থানার ওসি করা হয়েছে। একই ভাবে ট্রাফিক ইউনিট থেকে ইন্সপেক্টর রাজু ভৌমিককে কাকড়াবন থানার ওসি করা হয়েছে। পানিসাগর থানা থেকে ইন্সপেক্টর আশিস সরকারকে আগরতলা ট্রাফিক ইউনিটে বদলি করা হয়েছে। এভাবে ধর্মনগর থানার ওসি ইন্সপেক্টর নাড়ুগোপাল দেবকে ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চে বদলি করা হয়েছে। পশ্চিম থানা থেকে ইন্সপেক্টর কৃষ্ণসাধন জমাতিয়াকে আগরতলা ট্রাফিক ইউনিটে বদলি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই একই থানায় তিন বছর কর্মরত কনস্টেবলদের অন্যত্র বদলি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে। শীঘ্রই তাঁরাও জেলা স্তরে বদলি হতে পারেন।

মাত্র ২০ মিনিটেই বানিয়ে ফেলুন 'আলুর ডাল'

বাড়িতে মুগ-মুসুর কিচ্ছু নেই! তবু পাতে ডাল চাই? কুছ পরোয়া নেহি! আলু থাকলেই হবে বাজিমাত। মাত্র ২০ মিনিটেই বানিয়ে ফেলুন 'আলুর ডাল'। রইল সহজ রেসিপি।

উপকরণঃ
৩টি বড় আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়ানো, ১টি বড় পেঁয়াজ কুচি, ২টি টমেটো কুচি, ৪-৫টি কাঁচালঙ্কা চেরা, ১টি শুকনো লঙ্কা, ১ চা চামচ রসুন কুচি, ১ চা চামচ গোটা জিরে, আধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ চা চামচ জিরেগুঁড়ো, আধ চামচ ধনেগুঁড়ো, আধ চা চামচ শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, ২ চা চামচ সরষের তেল, নুন-চিনি পরিমাণমতো।

প্রণালীঃ
সেদ্ধ আলু ভালো করে চটকে নিতে হবে। একেবারে যেন মসৃণ পেস্ট তৈরি হয়। এবার কড়ায় তেল গরম করে তাতে গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। এবার এতে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, রসুন দিয়ে অল্প আঁচে ভাজুন। লাল হয়ে এলে তাতে সেদ্ধ করা আলুর পেস্ট দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার বাকি সমস্ত গুঁড়ো মশলা এবং নুন-হলুদ দিয়ে হালকা আঁচে কষিয়ে নিন। কাঁচা মশলার গন্ধ গেলে এতে জল দিন পরিমাণ মতো। ঘন ডাল চাইলে অল্প জল দেবেন। চেরা লঙ্কাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে ঢেকে দিন। ফুটে এলে ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ব্যস তৈরি আলুর ডাল।

ডুম্বুর জলাশয় বেসরকারী করণের প্রতিবাদে গন্ডাছড়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সভা বামেদের

গন্ডাছড়া, ত্রিপুরা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরার বৃহত্তর জলাধার এবং বৃহত্তর মৎস্য ভান্ডার হিসাবে পরিচিত ধলাই জেলার ডুম্বুর জলাশয় সহ প্রায় চার হাজার হেক্টর জায়গা চলে গেছে বেসরকারি কোম্পানির হাতে।প্রাথমিক কাজও শুরু করে দিয়েছে বেসরকারি এসএন অ্যাকোয়া অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। কিন্তু নাছোড়বান্দা বাম সংগঠন। শুরু থেকেই ডুম্বুর জলাশয়কে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে গণআন্দোলন জারি রেখেছে সিপিআইএম নেতাকর্মীরা।ডুম্বুর জলাশয়কে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার ডেপুটেশন, গণডেপুটেশন দেওয়ার পর শনিবার ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় বিক্ষোভ মিছিল এবং বিক্ষোভ সভা করেছে বামপন্থী বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন। এদিন মৎস্যজীবী ইউনিয়ন, তফশিলি জাতি সমন্বয় কমিটি এবং জিএমপি-র যৌথ উদ্যোগে মহকুমা সদরের দলীয় আফিস থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দুর্গাবাড়ির মুখে এসে শেষ হয়। সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন তফশিলি জাতি সমন্বয় কমিটির নেতা সুবোধ মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেতা সুধন দাস, বিধায়ক নয়ন সরকার, বিধায়ক সুদীপ সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক ললিতমোহন ত্রিপুরা এবং বিভাগীয় সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সহ অন্যান্য নেতারা।

এদিনের সভায় ডুম্বুর জলাশয়কে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন বক্তারা। রাজ্য নেতৃত্ব এবং প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস ভাষণ রাখতে গিয়ে সত্তরের দশকের সেই করুণ চিত্রগুলির কথা তুলে ধরেন। সুধন দাস তাঁর ভাষণে বলেন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে ডুম্বুর বাঁধ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এর জন্য বুলংবাসা, রাইমা সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে বহু জাতিউপজাতি পরিবারকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা

হয়েছিল। এমনকি হাতি দিয়ে পুলিশ লেলিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছিল। সৃষ্টি হয় ডুম্বুর জলাশয়।গরিব মেহনতি মানুষজন জীবিকা হিসাবে মৎস্য শিকারকেই বেছে নেন। শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার মৎস্যজীবী, কৃষক জুমিয়াদের সর্বনাশ করে গন্ডাছড়া মহকুমার মৎস্য খামার সহ গোটা ডুম্বুর জলাশয়টিকে বেসরকারি এসএন অ্যাকোয়া অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার এবং এডিসি প্রশাসন। ডুম্বুর জলাশয়কে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে মহকুমাবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান রাখেন সুধন দাস।

পেঁয়াজের বস্তায় পাচার হচ্ছে গাঁজা

শ্রেয়া আদক,হাওড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারীঃ পেঁয়াজের বস্তায় পাচার হচ্ছিল গাঁজা! এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা এবার হাওড়ার সাঁকরাইলে। পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১০২ কেজি গাঁজা, গ্রেপ্তার ৫। জানা গেছে, শনিবার ভোরে সাঁকরাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ভিতরে একটি লরি থেকে উদ্ধার হয় ১০২.৮ কেজি গাঁজা। এই ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লরিটিকেও পুলিশ আটক করেছে। শুক্রবার গভীর রাতে লরিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে আসে। নিরাপত্তারক্ষীদের জানানো হয় লরিতে পেঁয়াজ রয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীদের সন্দেহ হওয়ায় তারা বিষয়টি জানায় সাঁকরাইল থানায়। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই লরিতে তল্লাশি চালায়। পেঁয়াজের বস্তা সরাতেই বেরিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ গাঁজা।

ওড়িশা থেকে আসছিল গাড়িটি। কলকাতায় পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানা গেছে। হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে ধুলাগড়ের সাঁকরাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে একটি পেঁয়াজ বোঝাই ট্রাক আটক করে সেখান থেকে ১০২.৮ কেজি গাঁজা সহ চারটি প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয় ৫ জনকে। সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতেরা হলো নিউটাউনের বাসিন্দা বিনোদ কুমার (২৬), সালমান মোল্লা (২৪), বিশ্বনাথ দাস (৪৯) বিঝারপুর, জাজপুর, ওড়িশা সরিসার বাসিন্দা গোরা খান (২৯) এবং কেন্দুপাড়া ওড়িশার বাসিন্দা সংগ্রাম পান্ডা (২৬)।

Name Change
I SUMITA MANDAL, W/O DEBASIS MANDAL, R/O 72 L.K.MAITRA ROAD,SANTIPUR, NADIA-741404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMITA PRAMANIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/02/2024, THAT SUMITA PRAMANIK AND SUMITA MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mohammed Serajul Islam (old name) S/O Moslem Gazi, Residing at Vill- Khorgachi, P.O.- Khorgachi, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin-743427, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sirajul Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/02/2024. Sirajul Gazi (new name) and Mohammed Serajul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change
I SUBHAS SARKAR, S/O SAILENDPA CHANDRA SARKAR, R/O UTTARAYAN PALLY, KATJURIDANGA, PO KENDUADIHI, PS BANKURA SADAR, BANKURA-722102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASH CHANDRA SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT SUBHAS SARKAR AND SUBHASH CHANDRA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Md Fazlur Rahaman (old name) S/O Ah Kader Mandal, Residing at Vill- Dakshin Kodalia, P.O.- Dakshin Bagundi, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin-743429, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Fazlur Rahaman Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/02/2024. Fazlur Rahaman Mondal (new name) and Md Fazlur Rahaman (old name) both are same identical person.

Name Change
I MAUSHOMI MOJUMDER, C/O GOUR DEB DAS, R/O CHOWDHURY PARA ROAD, NORTH DUMDUM, PO NIMTA, BARRACKPORE, PIN-700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSHOMI DEB DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT MAUSHOMI MOJUMDER AND MOUSHOMI DEB DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Kaliprashad Majumder (old name) S/O Hariprasad Majumder, Residing at 52 and 53 Kashinath Chatterjee Lane, P.O. & P.S.- Shibpur, Dist- Howrah, Pin-711102, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kaliprasad Majumder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/02/2024. Kaliprasad Majumder (new name) and Kaliprashad Majumder (old name) both are same identical person.

Name Change
I ALOK KUMAR SAHA, S/O BATA KRISHNA SAHA, R/O 3/2/A, MISSION PARA, RAHARA, PS RAHARA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700118, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOKE KUMAR SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT ALOK KUMAR SAHA AND ALOKE KUMAR SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Anwar Hossain (old name) S/O Late Sk Abdul Hakim, Residing at 90B/H/2/4, Dr. Sudhir Bose Road, Ekbalpore, Khidderpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Anwar Hossain (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/02/2024. Sk Anwar Hossain (new name) and Anwar Hossain (old name) both are same identical person.

Name Change
I RANJAN BOSE, S/O CHITTARANJAN BOSE, R/O VILL - KESHABPUR, PO BAGHNAPARA, KESHABPUR, BAGHNAPARA, KALNA-I, BARDDHAMAN, PIN-713501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JYOTI RANJAN BOSE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT JYOTI RANJAN BOSE AND RANJAN BOSE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Lakshmi Devi Agarwala (old name) W/O Purusottam Agarwala, Residing at Hamirpur, Balichak, P.S.- Debra, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721124, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Lakshmi Devi Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/02/2024. Lakshmi Devi Agarwal (new name) and Lakshmi Devi Agarwala (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি,Tanuja Gupta Modi এর Tanuja Modi (পুরাতন নাম) পিতা Suresh Prasad Gupta, ঠিকানা- Sahitya Parishad Street, P.O.- Beadon Street, Burtolla, Kolkata- 700006, West Bengal,India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.02.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tanuja Gupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tanuja Gupta (নতুন নাম) এবং Tanuja Gupta Modi এর Tanuja Modi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I JIBANANANDA PANDEY, S/O DHANANJAY PANDEY, R/O VILL- CHARMONDAL, PO NALDUGARI, PS BONGAON, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JIBANANDA PANDEY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT JIBANANANDA PANDEY AND JIBANANDA PANDEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,JOHN AMIT ROZARIO,SON OF ASIT ROZARIO, RESIDING AT VILL-KHALPARA,PO-BEGOPARA,PS-RANAGHAT,NADIA-741256,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIT ROZARIO VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/02/2024.THAT JOHN AMIT ROZARIO AND AMIT ROZARIO BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I LALIT KUMAR JHAWAR, & LALIT KUMAR JHANWAR(OLD NAME), S/O LATE PARASRAM JHANWAR, R/O AJ-120, SALT LAKE CITY, SECTOR -II, NEAR 206, BUS STAND, BIDHANNAGAR (M),DIST-NORTH 24 PARGANS, PIN-700091, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LALIT JHAWAR(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2010, THAT LALIT KUMAR JHAWAR, & LALIT KUMAR JHANWAR, AND LALIT JHAWAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAJSHREE ALLEY, W/O RAJU THAPA, R/O CESS ROAD DALI DARA GAON, DARJEELING -734101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJSHREE ALLAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT RAJSHREE ALLAY AND RAJSHREE ALLEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, PRADIP KUMAR SHAW (old name) S/o KASHI PRASAD SHAW, Residing at A.P. DEVI BOWBAZAR, SIDDHESHWARBATI, P.O.- TITAGARH,NORTH 24 PARGANAS, PIN: 700119, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRADEEP KUMAR SHAW (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/02/2024. PRADEEP KUMAR SHAW (new name) and PRADIP KUMAR SHAW (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Rupa D N Mukherjee (old name) W/O Souvik Bonnerjee, residing at Avani Regency, 1 Dr Radha Gobind Nath Sarani, Near Bangur Hospital, Kolkata-700033, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sudiepa Bonnerjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/02/2024. Sudiepa Bonnerjee (new name) and Rupa D N Mukherjee (old name) both are same identical person.

Name Change
I MUMTAZ BEGUM, W/O MD. JAMIL, R/O 6/2, MEHER ALI LANE, PS TANGRA, KOLKATA -700015, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUMTAZ KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT SEALDAH COURT KOLKATA ON 08/02/2024, THAT MUMTAZ BEGUM AND MUMTAZ KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KEYA RANI KUNDU, W/O AKHIL BANDHU KUNDU, R/O BASIRHAT, BHOWANIPUR, (DAS PARA), PO BASIRHAT COLLEGE, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743412, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KEYA KUNDU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT KEYA KUNDU AND KEYA RANI KUNDU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ASHIS KUMAR CHAKRABORTY, ASHIS KUMAR CHAKRABARTI & ASHISKUMAR CHAKRABARTI, S/O LATE AMALENDU CHAKRABARTI, R/O SHIVALIK TOWER, BLOCK -H, FLAT NO 206, GODREJ PRAKRITI, 187F/1, B.T. ROAD, SUKCHAR GIRJA, SODEPUR, PO SUKCHAR, PS KHARDAH, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700115, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIS KUMAR CHAKRABARTTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT ASHIS KUMAR CHAKRABARTTY AND ASHIS KUMAR CHAKRABORTY, ASHIS KUMAR CHAKRABARTI & ASHISKUMAR CHAKRABARTI, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,YASHAM ABEDIN, DAUGHTER OF MATEENUL ABEDIN, RESIDING AT 17/1 NURULLA DOCTOR LANE,SECOND FLOOR,CIRCUS AVENUE, KOLKATA 700017, WEST BENGAL.HAVE CHANGED TO MY NAME (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS) ALINA ABEDIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/02/2024.THAT YASHAM ABEDIN AND ALINA ABEDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ASHA PRAKASH SOLANKI, W/O PRAKASH SOLANKI, R/O 12/1/C, DR. P.K. BANERJEE ROAD, NEAR MULLICK PHATAK, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHA SOLANKI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT ASHA PRAKASH SOLANKI AND ASHA SOLANKI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MAHADEB ROY, (OLD NAME),S/O LATE RABIN ROY @ RABIN RAY, R/O VILL & PO-GOALBATHAN, PS-GAIGHATA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHADEB RAY(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. A.C.J.M.(1ST CLASS), AT BONGAON COURT ON 12/02/2024, THAT MAHADEB RAY AND MAHADEB ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Asha Singh (old name) W/o Rajesh Kumar Singh, Residing at 4th Floor, Flat No- 401, 27/1/1 Ramkumar Gangully Lane, Shipur, Howrah, Pin-711103, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Asha Devi Singh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/02/2024. Asha Devi Singh (new name) and Asha Singh (old name) both are same identical person.

Name Change
I,HANCY MARIO ROZARIO,SON OF AMIT ROZARIO, RESIDING AT VILL-KHALPARA,PO-BEGOPARA,PS-RANAGHAT,NADIA-741256,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HANCY ROZARIO VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/02/2024.THAT HANCY MARIO ROZARIO AND HANCY ROZARIO BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUROJIT KUNDU, S/O SUKHEN KUNDU, R/O KATNA GAZOLE, MALDA, PIN-732124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAJIT KUNDU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITION MAGISTRATE AT KOLKATA ON 16/02/2024, THAT SUROJIT KUNDU AND SURAJIT KUNDU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHIKHA GANGULI, W/O NARAYAN GANGULY, R/O SATYA VILLA, 33, RUBY PARK EAST, HALTU, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SIKHA GANGULY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT SIKHA GANGULY AND SHIKHA GANGULI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHRISTI MITTAL, W/O ANUJ JHUNJHUNWALA, R/O EC-248, SECTOR - 1, SALT LAKE CITY, 2ND FLOOR, KOLKATA -700064, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHRISTI JHUNJHUNWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2024, THAT SHRISTI MITTAL AND SHRISTI JHUNJHUNWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I RIYAZUDDIN & MD REAZUDDIN, S/O MOHAMMAD SERAJUDDIN, R/O CENTRAL ROAD, JADUNATH BATI, HAZINAGAR, BARRACKPORE - 743135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD REYAZUDDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT RIYAZUDDIN & MD REAZUDDIN AND MD REYAZUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Rajesh Singh (old name) S/O Sahadev Singh, Residing at Ward No- 45, Barieghu Mohan Eghu, Begusarai, Bihar- 851129, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rajesh Kumar Singh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/02/2024. Rajesh Kumar Singh (new name) and Rajesh Singh (old name) both are same identical person.

Name Change
I DIPANKAR PAKHIRA, S/O ASHOKE PAKHIRA, R/O JANAI PAKHIRA PARA, PO JANAI, PS CHANDITALA, HOOGHLY -712304, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPANKAR PAKIRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2024, THAT DIPANKAR PAKHIRA AND DIPANKAR PAKIRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

উত্তর পূর্ব রেল গোমতীনগর-ভাগলপুর স্পেশাল ট্রেনটি ২২ ফেব্রুয়ারি চালাবে

গোরখপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারী ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৫০৯০ গোমতীনগর-ভাগলপুর স্পেশাল ট্রেনটি ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ গোমতীনগর থেকে নিম্নরূপ একক যাত্রার জন্য চালাবে।০৫০৯০ গোমতীনগর-ভাগলপুর স্পেশাল ট্রেনটি ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ গোমতীনগর থেকে সকাল ১০.০০ টায়, গোন্ডা থেকে ১১.৫৮ টায়, বস্তী থেকে ১৩.১১ টায়, গোরক্ষপুর থেকে ১৫.০০ টায়, দেওরিয়া সদর থেকে ১৬.০০ টায়, ১৬.০০ টায় ছাড়বে। ছাপরা থেকে রাত ১৮.৩৫ টায়, হাজিপুর থেকে। এটি বারাউনি থেকে ২০.০৫ টায়, ২২.২৫ টায় এবং পরের দিন মুঙ্গের থেকে ০০.১৭ টায় ছেড়ে যাবে এবং ভাগলপুর ০৪.০০ টায় পৌঁছাবে। এই ট্রেনে ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, এসএলআরডি ০১টি প্রাইভেট ক্লাস, ০৪টি সাধারণ শ্রেণীর, ০৬টি স্লিপার ক্লাস, ০৮টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণীর এবং ০২টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচসহ মোট ২২টি কোচ বসানো হবে।

শিবু হাজরাও গ্রেফতার, ধরা পড়ল সন্দেশখালি ত্রিভুজের দুই অভিযুক্ত

উত্তর ২৪ পরগণা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার সন্দেশখালি নিয়ে পুলিশের সাংবাদিক বৈঠকের অব্যবহিত পরে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ ওরফে শিবু হাজরা। শেখ শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ ওই নেতা 'পলাতক' ছিলেন। ন্যাজাট থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশের একটি সূত্রে খবর। বস্তুত, সন্দেশখালিকাণ্ডে সদ্য গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার ধারা যোগ করেছে পুলিশ। তাতে অভিযুক্ত হিসাবে নাম রয়েছে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা উত্তম সর্দার এবং তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদের। পাশাপাশি, খুনের চেষ্টার ধারাতেও মামলা রুজু হয়েছে। বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার হোসেন মেহেদি রহমান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''ন্যাজাট থানা এলাকা থেকে শিবপ্রসাদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার তাঁকে আদালতে হাজির করানো হবে।'' বস্তুত, সন্দেশখালি-২ ব্লকের সভাপতি শিবুর নাম উঠে আসে শাহজাহানের সূত্র ধরে।

আদালতে জবানবন্দি দিতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে শ্লীলতাহানির শিকার ধর্ষিতা-গৃহবধূ

কমলপুর (ত্রিপুরা), ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ আদালতে জবানবন্দি দিতে গিয়ে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন জনৈক ধর্ষিতা-গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ধলাই জেলার কমলপুর আদালতে। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের কাছে ওই গৃহবধূ গোটা ঘটনা জানিয়ে একটি অ্যাফিডেভিট দাখিল করেছেন। সেই সঙ্গে গৃহবধূর স্বামী কমলপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের কাছেও অভিযোগ দায়ের করেছেন। গৃহবধূ কমলপুর প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা ঘটনা জানিয়েছেন। অভিযোগ, ধলাই জেলার কচুছড়া থানাধীন মেচুড়িয়া চৌদ্দকার্ড এলাকার গৃহবধূ একটি ধর্ষণের ঘটনায় আদালতে এলে তখন প্রথম শ্রেণির বিচারক বিশ্বতোষ ধর তাকে নিজের চেম্বারে ঢুকিয়ে বুকে ও গোপন জায়গায় হাত দেন। তিনি নাকি মহিলাকে বলেন, তাঁদেরকে কাজ করতে গিয়ে এমন করতে হয়। পরে গোটা ঘটনা জানিয়ে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক সূর্যদেও সিঙের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা। অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে

দায়েরকৃত অভিযোগে ওই গৃহবধূ উল্লেখ করেছেন, ১৬ ফেব্রুয়ারি (২০২৪) বেলা আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ কচুছড়া থানার ০০২২০২৪ নম্বর মামলায় পুলিশের ১৬৪(৫) ধারা মোতাবেক জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস-এর চেম্বারে তাঁকে ডাকা হয় জবানবন্দি দেওয়ার জন্য। তখন তাঁকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট একা ভিতরে যাওয়ার জন্য ডেকে মহিলা পুলিশকে বাইরে থাকতে বলেন।

গৃহবধূ ভিতরে যাওয়ার পর বিচারক দরজা বন্ধ করে দেন ভিতর থেকে। তাঁর কাছে জানতে চান ঘটনার বিস্তারিত। গৃহবধূ তাঁর উপর সংগঠিত ধর্ষণের বয়ান দিতে থাকেন। এক সময় বিচারক বিশ্বতোষ ধর বলেন, এভাবে বললে হবে না। বলেই তিনি চেয়ার থেকে উঠে এসে তাঁকে (গৃহবধূ) জড়িয়ে ধরে ব্লাউজের ভিতর হাত ঢুকিয়ে স্তনে চাপ দেন। কেবল তা-ই নয়, তাঁর শাড়ি তুলে গোপনাঙ্গে আঙুল প্রবেশ করিয়ে দেন। এ ঘটনায় গৃহবধূ রীতিমতো হতবাক হয়ে পড়েন। তিনি জানতে চান, এ সব কী করছেন আপনি? তখন বিচারক নাকি বলেছেন, এটাই কোর্টের নিয়ম। এটাই তাকে করতে হয়। এ সব শুনে গৃহবধূ কান্নাকাটি শুরু করেন। তখন বিচারক তাঁকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে বসতে বলেন। গৃহবধূ গোটা ঘটনা বাইরে গিয়ে স্বামীর কাছে জানান।

এদিকে গৃহবধূর স্বামী গোটা বিষয়টি জানিয়ে কমলপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের কাছে একটি দরখাস্ত জমা দিয়েছেন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। পাশাপাশি ওই গৃহবধূ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের কাছেও একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন সুবিচারের জন্য। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা মহকুমায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উন্নয়নের নতুন পর্যায়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সিগনালিং সিস্টেম

মালিগাঁও, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্রেন যাত্রাকে আরও নিরাপদ ও সুরক্ষিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ট্র্যাক সিগনালিং সিস্টেম আপগ্রেড ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিকরিভাবে উন্নত ব্যবস্থাও গ্রহণ করে আসছে। দুর্ঘটনা ইত্যাদির মতো ঘটনাগুলি পরিহার করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পাঁচটি ডিভিশন তথা তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার ও কাটিহারে এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে মানুষের ত্রুটি পরীক্ষা করা এবং তা নির্মূল করে নিয়মিতভাবে সিগনালিং সিস্টেমে একাধিক স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও, যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে সিগনালিং সিস্টেমে আপ-গ্রেডেশনের পাশাপাশি প্রতিস্থাপন ও নতুন স্থাপন করা হচ্ছে।

ভারতীয় রেলওয়ের এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একাধিক ডিভিশনাল

স্টেশন ও সেকশনে বিভিন্ন সিগনালিং আপ-গ্রেডেশন সিস্টেম চালিয়েছে। লংকা স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংপ্যানেল ইন্টারলকিং-এর ''সিস্টেম ইন্টিগ্রিটি টেস্টস'' চালানো হয়েছে এবং ৪৭৫৯ পরিকল্পিত অঙ্কনের মধ্যে লজিক ইন্টারফেস, কেবল রুট প্ল্যান, কেবল টার্মিনেশন চার্ট, ট্র্যাক বন্ডিং প্ল্যান ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত ৪৬২৮টি অঙ্কন ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এছাড়াও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত তিতাবর, ফরকাটিং ও পানিতোলা রেলওয়ে স্টেশনে ৩.২৬০ কিমি সিগনালিং কেবল প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত সাক্রম, গুয়াহাটি ও নারেঙ্গি স্টেশনে ২.০৬ কিমি নতুন সিগনালিং কেবল স্থাপন করা হয়েছে। ছয়টি স্টেশন তথা লামডিং ডিভিশনের নিউ করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ, ধর্মনগর, রঙিয়া ডিভিশনের নলবাড়ি এবং কাটিহার ডিভিশনের রায়গঞ্জ ও কালীয়াগঞ্জ স্টেশনে ইন্টিগ্রেটেড টাইপ এলইডি দিয়ে সিগনাল এলইডি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। লামডিং ডিভিশনের অধীনে করিমগঞ্জ-মহিষাসন ব্লক সেকশনের মধ্যে ইউএফএসবিআই চালু করার সাথে সম্পর্কযুক্ত করিমগঞ্জ ও নিউ করিমগঞ্জ স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিঙে পরিবর্তনও করা হয়েছে।

রেলওয়ে সিগনালিং সিস্টেম ট্রেনের নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিত করে এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতা ও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা রেলওয়ে সংযোগের ক্ষমতা ও উপলব্ধতাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে এবং চালক ও অপারেটরকে তথ্য প্রদান করতে ব্যবহৃত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সিগনালিং বোঝায়। এর বিপরীতে, ইন্টারলকিং হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা সিগনাল, সুইচ ও অন্যান্য উপকরণের পদ্ধতিগত কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করে সংঘাতপূর্ণ গতিবিধি প্রতিরোধ করে এবং ট্রেনের নিরাপদ চলাচল সুনিশ্চিত করে।

তেহট্টে আবার শুট আউট! দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার তেহট্টে ফের শুট আউট! দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম এক ব্যক্তি। তেহট্টের দেবনাথপুর এর বাসিন্দা গোপাল সরকার রাত আটটা নাগাদ নিজের জমিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় অতর্কিতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি তার ওপর হামলা চালায়। আহত ওই ব্যক্তির ডান হাতে লাগে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এরপর তড়িঘড়ি জখম ওই ব্যক্তিকে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সেখান থেকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। জখম ওই ব্যক্তির অভিযোগ, জমি বিবাদের জেরে বেশ কিছুদিন ধরেই গন্ডগোল চলছিল তার সঙ্গে। এরপরেই শুক্রবার রাতে বেশ কিছু দুষ্কৃতীরা অতর্কিত তার ওপর হামলা চালায় এবং তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তিনি এও অভিযোগ করেন দুষ্কৃতীরা সিপিআইএম আশ্রিত। যদিও এই বিষয়ে স্থানীয় সিপিআইএম নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রেমের টানে কলকাতা থেকে মালদায় যুবতী, পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সামাজিক মাধ্যমে আলাপ। আর আলাপ থেকেই প্রেম। সেই প্রেমের টানেই এক ব্যক্তির সাথে সুদূর কলকাতা থেকে বিয়ের উদ্দেশ্যে মালদায় পালিয়ে আসলো এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তবে শেষ রক্ষা হল না। মালদা থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হল নিখোঁজ পরীক্ষার্থী। কলকাতার টালিগঞ্জের বাসিন্দা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তিন বছর আগে সামাজিক মাধ্যমে মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বলাতুলি শনিবার হাট এলাকায় ৩৩ বছর বয়সী এক ব্যক্তি বিশ্বজিত বর্মনের সাথে পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতেই বিশ্বজিতের হাত ধরে মালদায় পালিয়ে আসে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরিবার মেয়ের খোঁজ না পেয়ে কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হন। শুরু হয় তদন্ত। কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক নিখোঁজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সামাজিক মাধ্যম খতিয়ে দেখার পর জানতে পারে ঘটনার পিছনের মালদার যোগসূত্র রয়েছে। এরপরে মালদা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে কলকাতা পুলিশ। মালদা পুলিশের তৎপরতায় অবশেষে নিখোঁজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত বিশ্বজিত বর্মনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অভিযুক্ত বিশ্বজিত বর্মন বিবাহিত। তার দুই সন্তানও রয়েছে। মালদা থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিনই অভিযুক্তকে কলকাতা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান মুখী উপার্জনের কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্তমানে সারা রাজ্যে বেকার যুবক যুবতীর সংখ্যা দিন দিন কয়েকগুণ বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে পড়াশোনা পাঠ শেষ করে চাকরির খোঁজে এই যুবক - যুবতীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে

পড়ছে। এমনকি অনেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন রোগের শিকার হয়ে পড়ছে। তাই তাদের সমস্যা সমাধানের সুলুক সন্ধান দিতে এগিয়ে এলো একটি বেসরকারি সংস্থা। হুগলির বৈদ্যবাটির প্রজ্ঞাভারতী অভিনব উদ্যোগ নিল। কর্ম উপার্জনক্ষম বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মশালা করা হয়। রবিবার দুপুরে শেওড়াফুলি সত্যজিত রায় ভবনে বিভিন্ন বিষয়ের পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মশালা আয়োজিত হয়। সংগঠনের সম্পাদক সব্যসাচী মুখার্জী বলেন আমাদের সংগঠন আরো সচেতনতামূলক কর্মসংস্থান মুখী উপার্জন খুঁজতে সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী দিনে বেকার যুবক যুবতীরা যাতে জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সঠিক দিশা পায় তার পথনির্দেশ করাই কাজ। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন মালবিকা মুখার্জি (স্টেট ব্যাঙ্কের স্টাফ), অর্পিতা দাশগুপ্ত চন্দ্রশেখর ঘোষ (যাদু), প্রদীপ দত্ত , স্বপন কুমার পাল , সঞ্জীব কুমার বাগচী (সমবায় ব্যাংক), তাপস গাঙ্গুলী , প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র ভড়। শহরকেন্দ্রিক বা গ্রামাঞ্চলে এখানে বিনামূল্যে মূল্যবান উপযুক্ত সেন্টারে প্রকল্পগুলির পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে। মূলতঃ সফটওয়্যার টেকনোলজি এগ্রিকালচার মুক্ত চাষ ট্রি এন্ড টুরিজম বুটিক শিল্প সমবায় ব্যাংক সমিতি ক্ষুদ্র কুটির শিল্প তাছাড়া কিভাবে ঋণদান পদ্ধতির বার্তা দিয়েছেন। এতে বহু বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান উপার্জন হবে। এই সংস্থা আগামী মার্চে বীরভূমের সিউড়িতে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। এ সকল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যুবক- যুবতীদের আর্থিক অবস্থার অনেকটাই উন্নতি ঘটবে।

দিল্লিতে উল্টে গেল মালগাড়ি, কামরার নীচে কয়েকজনের চাপা পড়ার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। শনিবার দুপুরে উল্টে গেল একটি মালগাড়ি। কমপক্ষে ৮টি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রেলওয়ের দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। রেলওয়ের ডিসিপি কেপিএস মালহোত্রা জানান, এদিন সকাল ১১.৫৫ মিনিটে জাখিরা ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে পণ্যবাহী ট্রেনটি যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা যায়, পণ্যবাহী ট্রেনের ৮ টি ওয়াগন উল্টে গেছে। তিনি বলেন, দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ৭০ বছর বয়সী রফিক আরজানা সংগ্রহকারী। তিনি সেখানে রেলওয়ের অন্য তিন সহকর্মীর সঙ্গে এক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, পণ্যবাহী ট্রেনটির নাম বিএইচপিএল সিডিজি। মালগাড়িতে লোহার শিট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওয়াগন থেকে ছড়িয়ে পাশে গড়িয়ে পড়ে সেই লোহার শিট। মুম্বই থেকে চণ্ডীগড় যাচ্ছিল এই ট্রেন। রেলের আধিকারিক জানিয়েছেন, এফএসএল বিশেষজ্ঞদের সাথে মোবাইল ক্রাইম টিমকে ডাকা হয়েছে, যারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে। স্থানীয় পুলিশ সদস্যরাও ভিড় নিয়ন্ত্রণে ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রয়েছে এবং রেলওয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে উদ্ধার অভিযান এবং ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হবে। অন্যদিকে, মুম্বইয়ের পালঘর জেলার বোইসার - তারাপুরে অবস্থিত অইজার কেমিক্যালস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে পুরো এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার শ্রমিকরা বেরিয়ে আসেন, সৌভাগ্যক্রমে এই অগ্নিকাণ্ডে কোনো প্রাণহানি হয়নি। তবে অগ্নিকাণ্ডে কারখানার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এদিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এমআইডিসি এলাকায়।

আটক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার সীমান্ত এলাকায় আবারও এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছেন বিএসএফ-এর জওয়ানরা। আটক বাংলাদেশির নাম মইন উদ্দিন। শুক্রবার রাতে ঋষ্যমুখ ব্লকের কৃষ্ণনগর এলাকার সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করায় বিএসএফ তাকে আটক করে ঋষ্যমুখ ফাঁড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আজ শনিবার সকালে বিলোনিয়া থানায় ধৃত বাংলাদেশি মইন উদ্দিনকে নিয়ে আসার পর অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে পাসপোর্ট অ্যাক্টে মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ। দুপুর একটা নাগাদ তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে বাংলাদেশি মইন উদ্দিনকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ।

কামদুঘা পত্রিকার সাহিত্য সভায় চাঁদের হাট গুসকরায়

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সম্প্রতি গুসকরা কামদুঘা পত্রিকার সাহিত্য সভায় কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক ও গুনীজন সমাবেশে চাঁদের হাট বসে। গুসকরা রটন্তী কালীপুজো মেলা ও গুসকরা উৎসব সপ্তাহ মেলা চলছে। ওই উৎসব মঞ্চে প্রতি বছর মতো এবারও কামদুঘা পত্রিকার সাহিত্য সভায় নক্ষত্র সমাবেশে চাঁদের হাট বসে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবারের পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক রতন কাহার। তাঁর বিখ্যাত গান বড়ো লোকের বিটীলো লম্বা লম্বা চুল সহ কয়েকটি লোকো গান পরিবেশন করেন। কামদুঘা পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে সাধক কবি কমলা কান্ত সম্মান দেওয়া হয়। অনুষ্টানের উদ্বোধন করেন লাল পাহাড়ী দেশে যা রাঙা মাটির দেশে গিতিকার কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী। তাঁকে সাধক কবি জ্ঞানদাস সম্মান দেওয়া হয়। ডক্টোর সর্বজিত যষ ডক্টোর রোমজান আলী ডক্টোর কৃষ্ণেন্দু দে বাংলাদেশ কবিতা সংসদের সভাপতি মানিক মজুমদার শিবশঙ্কর বক্সী সহ ২৪ জন কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক সমাজসেবী কে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার । অনুষ্ঠানে আগত সকল গুনীজন সহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গুসকরা পৌরসভার পৌরপতি কুশল মুখোপাধ্যায় । অনুষ্ঠানে কামদুঘা পত্রিকা আটত্রিশ তম বাৎসরিক সংখ্যা প্রকাশ ও ভালোবাসা বারান্দায় উপন্যাস প্রকাশিত হয়। স্মারক মানপত্র ও ফুলফলের বৃক্ষ শিশু উপহার দেওয়া হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়, নারায়ন কর্মকার সহ অনেকে । কলকাতা থেকে দুলাল সুর, অশোক কুমার চক্রবর্তী, অনুরাধা চক্রবর্তী, সৌমাল্য মৈত্র, রাজু মালিক, সেখ সরফা রাজ, আরামবাগ এসেছিলেন থেকে প্রবীণ কবি তপন কান্তি মুখার্জী খানাকুল থেকে সন্দীপ মান্না, বিশ্বনাথ কুন্ডু দুর্গাপুর আসানসোল থেকে বিলমণ্ডল সেন, অচিন্ত্য মন্ডল, নীতা কবি মুখার্জী, কনক চন্দ্র হালদার, অরুণ চন্দ্র, প্রদীপ কুমার রাহা, নিত্যানন্দ বিশ্বাস আরো কবি সাহিত্যিক কটোয়া থেকে অলোক দত্ত, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগৎ বাহাদুর সিং আরো অনেকে। বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে প্রদীপ কবিরাজ মানস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় হাজরা লক্ষীকান্ত কর, অশোক কুমার দাস, সাবিত্রী পারুই, গোরা চাঁদ সেনগুপ্ত, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় । রামপুরহাট -সাঁইথিয়া -নানুর - কীর্নাহার থেকে চাঁদ রায়, তাপস চট্টরাজ, দেবাশীষ পাল, তরুন কান্তি ঘোষ সহ আরো অনেকে। বর্ধমান থেকে শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, সেখ জাহিঙ্গীর, সৌম পাল সাংবাদিক অভিজিত ঘোষ, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রকাশ মুখার্জী ও সফিকুল ইসলাম সহ অনেকে। অভিজিত চক্রবর্তী, অভিজিত মুখার্জী, হেমন্ত ভট্টাচার্য্য, অলোক ব্যানার্জী, সুদীপ চ্যাটাজী, রুদ্রানী চ্যাটার্জী, সন্তোষ ঘোষ, জাহ্নবী মন্ডল, বাসুদেব কর্মকার, অবনী শংকর চ্যাটার্জী, আশিস দাশ, সুজিত মাঝি, মৈত্রেয়ী ব্যানার্জী, পরেশ পান, আলেয়া খাতুন, লিলাবতী বিশ্বাস, রাজু মালিক, শুভাশীষ মল্লিক, অর্পিতা পাল। নিমাই চন্দ্র ঘোষ, লক্ষন দা ঠাকুরা, অসীমা শিল, ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ নবীন ও মহিলা কবি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সুব্রত শ্যাম, সেখ সানোয়ার হোসেন ও সেখ জাহিঙ্গীর । অনুষ্ঠানে শেখ কামদুঘা পত্রিকার সম্পাদক ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় আগত কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক সমাজসেবী ও গুনীজন অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনাদের উপস্থিতি পত্রিকা প্রকাশ ও সাহিত্য সভার আয়োজন প্রেরণা পাই। আপনাদের সহযোগিতা ভালোবাসা উৎসাহ আরো এগিয়ে যাবার পাথেয় হিসেবে প্রেরণা হয়ে থাকবে। আগামী দিনের বার বার সাহিত্য সভার আয়োজন কার প্রেরণা হয়ে থাকবে। প্রত্যেক বছর হয়। আগামী দিনে সাহিত্য সভায় আয়োজন করার আশা রাখছি। আগামী দিনে আবার আসবেন। তিনি জানান, শীতে ঝিম ঝিম বৃষ্টি উপেক্ষা করে ১৮৭ জন কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক সমাজসেবী উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকের হাতে স্মারক মানপত্র ও ফুল ও ফলের বৃক্ষ শিশু উপহার দেওয়া হয়। এবং সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজন করানো হয়।

গ্রীষ্মের আগেই জলকষ্ট! সাত দিন জল না পেয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শীত এখনো পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। তার আগেই বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে শুরু হয়ে গেল জলকষ্ট। গত সাত দিন ধরে জল না আসায় প্রবল জলকষ্টে ভুগছে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের ফুলহরি গ্রাম। অবশেষে আজ, শনিবার বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার মহিলারা। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার মহিলারা। রাস্তার কাজের জন্যই জল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটেছে এই দাবী তুলে স্থানীয় এলাকায় নির্মীয়মান একটি রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় মহিলারা। বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের ফুলহরি গ্রামে কমবেশি ১২০টি পরিবারের বাস। গত কয়েক বছর আগে গ্রামে পানীয় জলের অভাব মেটাতে বসানো হয় পাইপ। এর পর থেকে গ্রামের রাস্তার ধারের একাধিক কল থেকে মেলে জল। সেই জলেই এলাকার মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটে। কিন্তু গত সাত দিন আগে হঠাৎই গ্রামের কলগুলিতে জল আসা বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামে ব্যবহারোপযোগী নলকূপ ও কুয়ো না থাকায় চূড়ান্ত সমস্যায় পানে গ্রামের মানুষ। বাধ্য হয়ে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ গত এক সপ্তাহ ধরে মহিলাদের ছুটতে হচ্ছে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের মুকুটমণিপুর জলাধারে। এতদূর থেকে জল সংগ্রহ করতে রীতিমতো ঘাম ছুটছে ১২০ টি পরিবারের। আজ, শনিবার গ্রামের মহিলারা জলের দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করলেন। তাঁদের দাবি, কংসাবতী সেচ দফতর সম্প্রতি এলাকায় একটি রাস্তা নির্মাণের কাজ করছে। সেই রাস্তার কাজ করতে গিয়েই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে জলের পাইপ লাইন। এই অভিযোগ করে আজ রাস্তার কাজ বন্ধও করে দেন স্থানীয় মহিলারা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের দাবি, বিষয়টি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানার পরই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে জানানো হয়েছিল। দফতরের তরফে দ্রুত সেই সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরে কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির দাবি, জল সরবরাহের পাইপ লাইন মেরামতিতে সময় লাগবে। তাই আপাতত ওই গ্রামে ট্যাঙ্কে করে জল সরবরাহ করে জলের অভাব মেটানোর চেষ্টা চলছে।

কোচবিহার থেকে শুরু কো অর্ডিনেশন কমিটির অধিকার যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বকেয়া ডিএ-সহ একাধিক দাবিতে এবার কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ 'অধিকার যাত্রা' শুরু করল বামপন্থী সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটি। শনিবার সকালে কোচবিহারের সিতাই থেকে 'অধিকার যাত্রা' শুরু করেন বামপন্থী সরকারি কর্মচারীরা। ১০ মার্চ এই পদ যাত্রা শেষ হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যাদবপুর ৮ বি বাসস্ট্যান্ডে। রাজ্যের শিল্পায়ন, দুর্নীতির মতো বিষয়কে সামনে রেখে গত ৩ নভেম্বর কোচবিহার থেকে ইনসাফ যাত্রা শুরু করেছিল বামেদের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। ৭ জানুয়ারি কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়। ইনসাফ যাত্রায় বামপন্থী ছাত্র যুবদের নজরকাড়া উপস্থিতি দেখা গিয়েছিল। ডিওয়াইএফআইয়ের ওই কর্মসূচি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা যে এই পদযাত্রা শুরু করছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক তথা রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য মনোজিত দাস। শনিবার তিনি বলেন, রাজ্যজুড়ে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেকার ছেলে মেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না। অথচ হাজার হাজার সরকারি পদ শূন্য হয়ে পড়ে আছে। সব দফতরে চুক্তি ভিত্তিক লোক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। আমাদের প্রচুর ডিএ বকেয়া রয়েছে। তাই আমাদের বঞ্চনার কথা কর্মচারী পরিবারের কাছে তুলে ধরতে ডিওয়াইএফআইয়ের আদলে আমরাও অধিকার যাত্রা শুরু করলাম।

রেলওয়ে টিকিট কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান ঃ পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রেলওয়ে রিজার্ভেশন সিস্টেমে অবৈধ টিকিটিং কার্যকলাপ নির্মূলকরণের লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গ হিসাবে, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগ, অপারেশন উপলব্ধ নামে একটি অভিযান পরিচালনা করেছে। এটি ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) এর সহযোগিতায় সংগঠিত হয়। এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দালালী কার্যকলাপ দমন করা এবং টিকিটিং প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা, যাতে সমস্ত যাত্রী নিয়মমাফিক টিকিট সংগ্রহ করতে পারেন। অভিযান চলাকালীন, বিভিন্ন স্থানে আচমকা হানা দিয়ে মোট ৯৮ টি টিকিট বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা টিকিটের মোট মূল্য ২,৪৯,৯৩৪ টাকা। অবৈধ টিকিটিং কার্যকলাপে জড়িত সন্দেহে এই অভিযানে ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, অভিযানের ফলে রেলওয়ে টিকিটের অননুমোদিত ক্রয়- বিক্রয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ৪১টি 'ইউজার' আইডি' চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ ১) আর পি এফ / পোস্ট / শক্তিগড় ঃ ১২৫,১২২.২২ মূল্যের ৫১টি ই-টিকিট বাজেয়াপ্ত করে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ২) আর পি এফ/ পোস্ট/ বর্ধমান ঃ ৬,৬১১ মূল্যের ৫টি লাইভ ই-টিকিট বাজেয়াপ্ত করে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ৩) আর পি এফ/ পোস্ট/ বালগোনা ঃ একটি ইলেকট্রনিক্স দোকানের মালিককে গ্রেপ্তার করেছে ও তার থেকে ১০,৬৫৫.৮০ মূল্যের ৮টি রেলওয়ে ই-টিকিট উদ্ধার করেছে। ৪) আর পি এফ/ পোস্ট/ নবদ্বীপ ধাম ঃ ১৩,০১৫ মূল্যের ৫ টি রেলওয়ে ই-টিকিট পুনরুদ্ধার সহ একটি ট্রাভেল এজেন্সির মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। ৫) আর পি এফ/ পোস্ট/ তারকেশ্বরঃ ১২,০২১.১৫ মূল্যের ৫ টি রেলওয়ে ই-টিকিট উদ্ধারের সাথে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ৬) আর পি এফ / পোস্ট/ বালি ঃ ১৬,১৬০.২০ মূল্যের ১০ টি রেলওয়ে ই-টিকিট উদ্ধারের সাথে একজন দোকানের মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। ৭) আর পি এফ/ পোস্ট/ ব্যান্ডেল ঃ ৩,০১৪ মূল্যের ১০টি রেলওয়ে ই-টিকিট উদ্ধারের সাথে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ৮) আর পি এফ/ পোস্ট/ শেওড়াফুলি শ্রীরামপুর রেলওয়ে স্টেশনের রিজার্ভেশন কাউন্টার এলাকা (PRS) থেকে একজন টাউটকে গ্রেপ্তার করেছে এবং ১,৩১৫ মূল্যের ৩টি রেল যাত্রার টিকিট উদ্ধার করে। ৯) আর পি এফ / পোস্ট/ বোলপুরঃ ৮,৫০২.৪০ মূল্যের ৮ টি রেলওয়ে ই-টিকিট উদ্ধারের সাথে একজন দোকানের মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। ১০) আর পি এফ/ পোস্ট/ আজিমগঞ্জঃ ৪,০৬৭.১৫ মূল্যের ৩টি ই-টিকিট বাজেয়াপ্ত করে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। হাওড়া বিভাগের বিভিন্ন স্থানে অভিযানগুলি অবৈধ টিকিটিং কার্যকলাপের সন্দেহজনক স্থানগুলিকে লক্ষ্য করে করা হয় । বাজেয়াপ্ত করা জিনিসপত্রের মধ্যে নগদ অর্থসহ ল্যাপটপ, মনিটর, সিপিইউ এবং মোবাইল ফোনের মতো ইলেকট্রনিক ডিভাইস রয়েছে। যারা রেলওয়ে রিজার্ভেশন সিস্টেমের অখণ্ডতা নষ্ট করতে চায় তাদের জন্য এই যথোপযুক্ত পরিণতি একটি স্পষ্ট সাবধানবানী হিসাবে কাজ করে। পূর্ব রেলওয়ে রেলওয়ে টিকিটিং প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতার নীতিগুলিকে সমুন্নত রাখার জন্য অটল প্রতিশ্রুতি বদ্ধ । অপারেশন উপলব্ধ এর মতো সক্রিয় পদক্ষেপের মাধ্যমে হাওড়া ডিভিশন সমস্ত যাত্রীদের জন্য রেল পরিষেবাগুলিতে ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য সংকল্পে অটল রয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র বলেন, জনসাধারণকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং টিকিট সংক্রান্ত কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। জনসাধারণের সহযোগিতাতেই আমরা রেলওয়ে রিজার্ভেশন সিস্টেমের অখণ্ডতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের আস্থা বজায় রাখতে পারব ।

সন্দেশখালি নারী নির্যাতন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ মহিলা সমিতির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালিতে নারী নিগ্রহে দায়ী তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। গ্রামবাসী এবং মহিলাদের ওপর

শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী তে ধিক্কার মিছিল করলো সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পূর্ব বর্ধমান শাখা। শনিবার বর্ধমান রেল স্টেশন চত্বর থেকে মশাল নিয়ে ধিক্কার মিছিল শুরু হয়ে কার্জনগেট চত্বরে এসে শেষ হয়। শ'তিনেক মহিলা এদিনের মিছিলে পা মেলান। কার্জনগেট চত্বরে রাজ্য পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানায় সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বরা। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মহিলা সমিতির রাজ্য নেত্রী অঞ্জু কর, জেলা কমিটির সম্পাদিকা সুপর্ণা ব্যানার্জী সহ অন্যান্যরা। মহিলা নেত্রী সুপর্ণা ব্যানার্জী বলেন, গোটা রাজ্যে চুরি, ডাকাতি, লুট চলছে। রাজ্য টা জঙ্গল-রাজ্যে পরিনত হয়েছে তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ হল সন্দেশখালির ঘটনা। সন্দেশখালির চোরেদের মাথা শেখ শাহজাহানের নামে অভিযোগ থাকলেও তাকে ধরছে না প্রশাসন, সেই জায়গায় যারা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে তাদের মধ্যযুগীয় বর্বরতা আক্রমণ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সেইখানকার মহিলাদের অকথ্য অত্যাচার, ধর্ষণ পর্যন্ত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হয়ে প্রকাশ্যে তা সমর্থন করছেন এর থেকে লজ্জাজনক আর কিছু নেই।

বাজি কারখানার বিস্ফোরণের নিহত ৯, উড়ল ৪ বাড়ি

তামিলনাড়ু, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ গতবছর বাজি কারখানার বিস্ফোরণ দেখেছে বাংলা। এবার তামিলনাড়ু। দক্ষিণের এই রাজ্যে বাজি কারখানার বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৯ জন। বিরুদনগরের ওই বাজি কারখানার বিস্ফোরণে প্রাণে বাঁচলেও বীভৎসভাবে পুড়ে গিয়েছেন অন্তত ১০ জন। স্থানীয়দের দাবি, বিস্ফোরণের দাপট এতটাই ছিল যে কারখানার পাশের চারটি বাড়িও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল ও পুলিস। আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি ভর্তি করা স্থানীয় হাসপাতালে। মৃতদেহ গুলির উদ্ধারের পর শুরু হয়ে তল্লাশি। পুলিস সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জনের। হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও ২ জনের। কারখানার রাসায়নিক যেখানে মেশানোর সময়েই কোনওভাবে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। গতবছরই তামিলনাড়ুর কৃষ্ণাগিরিতে এক বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে নিহত হন ৩ মহিলা-সহ ৮ জন। আহত হন আরও অনেকে। উল্লেখ্য, ওই বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে এএমএমকে-র সাধারণ সম্পাদক টিটিভি দিনাকরন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, বিরুদনগরের বাজি কারখানার বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। নিহতদের পরিবারের লোকজনকে গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি। অভিযোগ উঠছে ওই বাজি করাখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টির উপরে নজর ছিল না কারখানা মালিকের। সরকারেও এই নিয়ে উদাসীন।

জ্ঞানপীঠ পাচ্ছেন 'বাংলার জামাই' গুলজার

কলকাতা, ১৭ ফেব্রয়ারি ঃ ৫৮তম জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন গুলজার। শনিবার জ্ঞানপীঠ কমিটি থেকে এই খবর জানানো হয়েছে। ১৯৭৩ সালে অভিনেত্রী রাখিকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। গুলজারের জন্ম ১৯৩৪-এর ১৮ আগস্ট। ২০০২ সালে উর্দু ভাষার জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ২০১৩ সালে দাদাসাহেব ফালকে ও ২০০৪ সালে পদ্মভূষণ, ২০১০-এ গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডও পান। এছাড়াও পেয়েছেন প্রায় পাঁচটি জাতীয় পুরস্কার। বেঙ্গল জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে গুলজার 'সত্যজিত রায় লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'ও পেয়েছিলেন। শুধু গীতিকারই নন, গুলজার একজন চিত্রনাট্যকার এবং মূলত কবি। উর্দু ও পাঞ্জাবি ভাষায় কবিতা লিখেছেন তিনি। শুধু হিন্দি ছবিতেই নয়, তিনি অন্যান্য ভাষাতেও কাজ করেছেন। গুলজারের লেখা মানেই এক ভিন্ন চরিত্র যা শৈল্পিক দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু মানের। ওঁর পরিচালিত 'কোশিশ', 'আঁধি, 'ইজাজত', 'মাসুম' ইত্যাদি ছবিগুলো মনে রয়ে গেছে। এছাড়াও উনি আর ডি বর্মণ, সলিল চৌধুরী, এ আর রহমানের মতো সঙ্গীত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। গুলজার-রাখির সন্তান মেঘনা গুলজার এখন বলিউডের এক বড় নাম। মেয়ের পরিচালিত ছবিগুলিতে তিনি গীতিকার হিসেবেও কাজ করেছেন। মুম্বই আসার পর একটা গ্যারেজে থাকতেন এই বর্ষীয়ান গীতিকার। গাড়ি রং করতেন তিনি। একটি সাক্ষাৎকারে জানান ওঁর বিভিন্ন ধরনের রং খুব ভালো লাগত। তাই হয়তো এ কাজটা করতে পারতেন। 'বন্দিনী' ছবির গীতিকার হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শুরু করেন গুলজার। বিমল রায় ও হৃষীকেশ মুখার্জির হাত ধরেই আসলে তিনি বলিউডে পা রেখেছিলেন। তাঁদের কথাতেই রুপোলী জগতে তিনি কাজ শুরু করেন। হৃষীকেশ মুখার্জির ছবিতে প্রথম সংলাপ লেখেন গুলজার। জ্ঞানপীঠের নির্বাচন কমিটি জানান, গুলজার সহ এই পুরস্কার দেওয়া হবে সংস্কৃত সাহিত্যিক জগদ্গুরু রামভদ্রাচার্যকেও।

২২ ফেব্রয়ারি গন্ডাছড়ার নারকেল কুঞ্জে পাখি উৎসব

ত্রিপুরা, ১৭ ফেব্রয়ারি ঃ গোমতি ওয়াইল্ড লাইফ সেনচুয়ারির অন্তর্গত গন্ডাছড়া মহকুমা বন দপ্তরের উদ্যোগে চলতি মাসের ২২ তারিখ মহকুমার নারকেল কুঞ্জে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে স্থানীয় এবং পরিযায়ী পাখি উৎসব। পাখি উৎসবকে কেন্দ্র করে গোটা মহকুমায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। ওই পাখি উৎসবকে সামনে রেখে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মহকুমা বন দপ্তর। এসএইচজি গ্রুপের সদস্যাদের মধ্যে বিভিন্ন গৃহপালিত পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ, ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগীতা, পশু পাখি এবং গাছপালা বাঁচাও -এর উপর ছাত্রছাত্রীদের রেলি, শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগীতা। ওই পাখি উৎসবকে সামনে রেখে শনিবার সকাল সাতটায় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগীতার আয়োজন করে গন্ডাছড়া মহকুমা বন দপ্তর। শনিবার সকালে মহকুমার বন দপ্তরের অফিসের সামনে থেকে পতাকা নেড়ে ওই ম্যারাথন দৌড়ের শুভ সূচনা করেন এসডিএফও গৌতম দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন রেঞ্জ অফিসার বিন্দুজয় ত্রিপুরা, রেঞ্জ অফিসার শরৎ চন্দ্র মোড়াসিং ফরেস্ট অফিসার ধর্মজয় ত্রিপুরা সহ অন্যান্যরা। ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় ৫০ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। ম্যারাথন দৌড়টি রামনগর বাজারের পার্শ্ববর্তী ধলাঝারি বিট অফিসে গিয়ে শেষ হয়। ওই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে লেমপ্রসাদ রিয়াং, তবিরাম রিয়াং এবং চিরঞ্জিত সরকার। এসডিএফও গৌতম দেববর্মা জানান, অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগামী ২২ ফেব্রয়ারি বৃহস্পতিবার মহকুমার নারকেল কুঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে মাইগ্রেটারি বার্ড ফেস্টিভ্যাল। ওই ফেস্টিভ্যালকে কেন্দ্র করে আগামী দিনগুলিতেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে।

ডাম্পারের ধাক্কায় ভাতারে মৃত্যু পিতা পুত্রের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মোটরসাইকেলে চড়ে সবজি নিয়ে হাটে বিক্রি করতে যাওয়ার পথে শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া রোডে ভাতার ব্লকের রামচন্দ্রপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। মৃত বাবার নাম মিলন ভক্ত (৫৭) ও ছেলের নাম পিনটু ভক্ত (২৮)। তাদের বাড়ি গুসকরার আলুটিয়া। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে সপ্তাহে চারদিন মোটরসাইকেলে করে ওই রাস্তা দিয়ে তারা হাটে কাঁচা সবজি নিয়ে যেত বিক্রি করতে। শনিবারও তারা যাচ্ছিল ভাতারের মহাতা গ্রামের হাটে এবং যাওয়ার পথে ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় কাটোয়া রোডের রামচন্দ্রপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় পিতা মিলন ভক্তের। গুরুতর জখম অবস্থায় ছেলে পিন্টু ভক্তকে স্থানীয় মানুষজন উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারও মৃত্যু হয়। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ। চালক পলাতক। শনিবার দুপুর দুটো নাগাদ বাবা- ছেলের মৃতদেহের ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠায় ভাতার থানার পুলিশ।

জোড়া খুন মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের গলা কেটে খুন মালদায়। শনিবার সকালে আমবাগান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক ব্যক্তির গলাকাটা মৃতদেহ। ঘটনা মালদার ইংরেজ বাজার থানার পাতালচন্ডি এলাকার। মৃত ব্যক্তির নাম সুর রহমান। বাড়ি কালিয়াচক থানার সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চামাগ্রাম বাগানবাড়ি এলাকায়। জানা গেছে ইংরেজ বাজারের পাতাল চন্ডী এলাকায় পুকুর পাহারার কাজ করতেন ওই ব্যক্তি। এদিন সকালে পুকুরের পাশে আম বাগান থেকে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গলা কেটে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে কি কারণে এই খুন তা জানা যায়নি। অন্যদিকে একই দিনে ইংরেজ বাজারের ২৫ নং ওয়ার্ডের কুলি পাড়া এলাকায় ভাইকে খুনের অভিযোগ উঠেছে দাদার বিরুদ্ধে। মৃত ভাইয়ের নাম চন্দু পাসোয়ান (২১)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বড়ো ভাই বিকাশ পাসোয়ান শুক্রবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরে। সেই সময় পাপন পাসোয়ান নামে আরেক ভাইয়ের সঙ্গে বিকাশের বিবাদ বাঁধে। দুই ভাইকে ছাড়াতে যায় চন্দু। অভিযোগ, সেই সময় বিকাশ চন্দুকে চাকু মারে। এদিকে একই দিনে ইংরেজ বাজারের জোড়া খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চা বিতরন

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফের অংশ হিসাবে অভিনব উদ্যোগে জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে সমস্ত চালকদের চা বিতরন সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের। যে কোনো রকম দুর্ঘটনা রুখতে এবং চালকদের ঘুম ভাঙ্গানোর লক্ষে শনিবার কাকভোরে এমনই চিত্র ধরা পড়লো মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার নতুন ডাকবাংলা ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। সকল চালকদের চা খাইয়ে ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা করেন সামসেরগঞ্জের ডাকবাংলা ট্রাফিক গার্ডের ওসি শুভঙ্কর চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এদিন জাতীয় সড়কে আগত সমস্ত চালকদের চা পান করানো হয় ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে। দুর্ঘটনা রুখতে ডাকবাংলা এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করেন সাধারণ মানুষ।

ভারতীয় বায়ুসেনার 'অপারেশন বায়ুশক্তি ২০২৪' এর মহড়া শুরু

জয়সলমীর, ১৭ ফেব্রয়ারি ঃ ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত রাজস্থানের সীমান্তবর্তী জেলা জয়সালমেরের পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে শনিবার সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে টায় জাতীয় সঙ্গীতের সাথে ভারতীয় বায়ুসেনার 'অপারেশন বায়ুশক্তি ২০২৪' -এর অনুশীলন শুরু হয়। রাফালে এবং তেজস সহ অনেক যুদ্ধ বিমান, হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান এবং ইউএভি প্রায় আড়াই ঘন্টার এই দিন-রাতের মহড়ায় অংশ নিচ্ছে। এয়ার টু এয়ার মিকা মিসাইলও এই মহড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যুদ্ধ অভিযান বায়ুশক্তি ২০২৪- এর প্রধান অতিথি সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান।

সিরাজ ঝড়ে ৩১৯ রানে শেষ ইংল্যান্ড, চারটি উইকেট নেন সিরাজ

ভারত (প্রথম ইনিংস) ৪৪৫ (রোহিত ১৩১, জাদেজা ১১২, সরফরাজ ৬২) ইংল্যান্ড (প্রথম ইনিংস) ৩১৯ (ডাকেট ১৫৩, স্টোকস ৪১, সিরাজ ৪৮৪)

১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কাজে এল না ইংল্যান্ডের বাজবল ক্রিকেট। দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে নেমে আগ্রাসী ব্যাটিং করেছিলেন বেন ডাকেট। কিন্তু তৃতীয় দিনে ভারতীয় বোলারদের দাপটে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল ৩১৯ রানে। বেন ডাকেট ১৫৩ রান করেন। মহম্মদ সিরাজ ঝড়ে ভারতের রানের থেকে অনেক আগেই থেমে গেল ইংল্যান্ড। ১২৬ রানে পিছিয়ে ইংরেজরা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাজবল ক্রিকেট সফল হলেও ভালো বোলিংয়ের সামনে বাজবল ক্রিকেটও যে অসহায় তা দেখা গেল রাজকোটে। দ্বিতীয় দিনের শেষে বেন ডাকেট অপরাজিত ছিলেন ১৩৩ রানে। তৃতীয় দিনের সকালে আরও ২০ রান যোগ করার পরে ডাকেট ফিরে যান প্যাভিলিয়নে। ডাকেট ফিরে যাওয়ার পরেই ইংল্যান্ডের বাজবল ক্রিকেট অন্ধগলিতে পথ হারায়। উলটে ভারতীয় বোলাররা জাঁকিয়ে বসতে থাকে ম্যাচের উপরে। বোলারদের দাপটে ইংল্যান্ড ধারাবাহিক ভাবে উইকেট হারাতে থাকে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের রান ছিল ২উইকেটে ২০৭। এদিন বাকি ৮টি উইকেট ইংল্যান্ড হারায় মাত্র ১১২ রানে। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাল ইংল্যান্ড। মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে আপকালীন ভিত্তিতে চেন্নাই ফিরে যান রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ফলে তৃতীয় দিনের সকালে জশপ্রীত বুমরাহ ও কুলদীপ যাদবকে দীর্ঘক্ষণ বল করতে হয়। জো রুট মাত্র ১৮ রান করেন। ইংল্যান্ডের রান তখন ৩ উইকেটে ২২৪। খাতা না খুলেই ফিরে যেতে হয় বেয়ারস্টোকে। বেন ডাকেটকে ফেরান কুলদীপ যাদব। প্রথম সেশনের শেষে ইংল্যান্ডের রান ছিল ৫ উইকেটে ২৯০। বেন স্টোকস ব্যক্তিগত ৪১ রানে আউট হন। ইংল্যান্ডের রান তখন ৬ উইকেটে ২৯৯। তার পরে ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা এলেন আর গেলেন। ভারতীয় বোলারদের দাপটে কোনও ইংরেজ ব্যাটারই সেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না। ইংল্যান্ড থেমে গেল ৩১৯ রানে। মহম্মদ সিরাজ ২১.১ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৪টি উইকেট নেন সিরাজ। কুলদীপ যাদব ২টি উইকেট নেন। তিনিও কিছু ক্ষেত্রে ভাগ্যের সাহায্য পাননি। একবার তাঁর ঘূর্ণির নাগাল পাননি বেন স্টোকসও। অল্পের জন্য সেই যাত্রায় বেঁচে যান স্টোকস। শেষমেশ অবশ্য জাদেজা ফেরান ইংল্যান্ড অধিনায়ককে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বলে দেওয়াই যায় রাজকোট টেস্টে ভারতেরই অ্যাডভাংেটজ। তবে ক্রিকেট যে মহান অনিশ্চয়তার খেলা। যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রং বদলে যেতে পারে।

আইএসএলে জয়ের হ্যাটট্রিক, হাবাস ম্যাজিকে বাগানে বসন্ত

মোহনবাগানঃ ৪ (কোলাসো, কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোস, সাহাল)
নর্থইস্ট ইউনাইটেডঃ ২ (জুরিচ ২)

১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ হারের হ্যাটট্রিক থেকে জয়ের হ্যাটট্রিক। মাত্র ৫০ দিনের ব্যবধানে ধুঁকতে থাকা মোহনবাগানে যেন বসন্ত এসে গেল। এই ৫০ দিনের মাঝে বদলেছে শুধু একটা জিনিস, সবুজ-মেরুনের হেডস্যারের হটসিটে জুয়ান ফেরান্দোর জায়গায় বসেছেন অ্যান্তনিয় হাবাস। আর বাগানে প্রত্যাবর্তন করেই যেন ফুল ফোটানো শুরু করলেন স্প্যানিশ কোচ। প্রথমে দুর্বল হায়দরাবাদ, তারপর শক্তিশালী গোয়া এবং শনিবাসরীয় যুবভারতীতে নর্থ-ইস্ট বধ। গোলের ফুলঝুরির ম্যাচে সবুজ-মেরুন জিতল ৪-২ গোলে। মোহনবাগানে সত্যিই বসন্ত ওস গিয়েছে। হাবাসের মোহনবাগান শনিবার যে পারফেক্ট ফুটবল খেলেছে তা মোটেই নয়। মাঝে মাঝে ধাক্কা এসেছে, নর্থইস্ট ফুটবলারদের গতি বেগ দিয়েছে, বিশেষ করে হাইল্যান্ডারদের বিশ্বকাপার জুরিচ ভালোই বেগ দিয়েছেন। ম্যাচের শুরুতে একবার পিছিয়েও গিয়েছিল সবুজ-মেরুন। কিন্তু তাতেও বিন্দুমাত্র আত্মবিশ্বাস হারাননি সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। আসলে ফেরান্দোর আমলে শেষদিকে সাহাল, লিস্টনদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকেছিল, সেই হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন হাবাস। আর তাতেই ফুটছে গোটা মোহনবাগান দল। এদিনই যেমন ম্যাচের একেবারে শুরুতে জুরিচের পেনাল্টি গোলে পিছিয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান।

যদিও ওই পেনাল্টি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। পিছিয়ে পড়ার পর খানিক চাপে ছিল মোহনবাগান। তবে সময় গ।াতেই ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরে সবুজ-মেরুন শিবির। যদিও ওই গোল শোধ করতে প্রথমার্ধের শেষ পর্যন্ত সময় লেগে যায়। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে দুর্দান্ত গোল করে সমতা ফেরান লিস্টন। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ফের গোল। এবারে গোলদাতা কামিন্স। কাউকোর দুর্দান্ত পাসের জোরে কার্যত ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দেন তিনি। প্রথমার্ধের শেষে মোহনবাগান এগিয়ে যায় ২-১ গোলে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবার উল্টো পুরাণ। খেলার গতির বিপরীতে গিয়ে জুরিচ ফের গোল করে নর্থইস্টের হয়ে সমতা ফেরান। গোল হজম করার পর যেন হিংস্র বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সবুজ মেরুন শিবির। কাউকো, কামিন্স এবং দিমির ত্রয়ীর সুবাদে আসে তৃতীয় গোল। দুর্দান্ত ফিনিশ করে নর্থইস্টের জালে বল জ।ান পেত্রাতোস। ম্যাচ তখন ৫৩ মিনিটে। মিনিট চারেক বাদে ফের গোল। এবার কাউকোর ডিফেন্স চেরা পাস থেকে দুর্দান্ত গোল সাহালের। মোহনবাগান এগিয়ে যায় ৪-২ গোলে। এর পরও গোলের সুযোগ এসেছিল। শেষ পর্যন্ত গোল করা যায়নি। তবে, এদিনের জয় বুঝিয়ে দিল এই মোহনবাগান আত্মবিশ্বাসী। পিছিয়ে পড়লেও ভেঙে প।বে না। সেই সঙ্গে লিগ টেবিলে দু নম্বরে তুলে আনল সবুজ-মেরুনকে। গোটা ম্যাচে আলাদা করে বলতে হয় জনি কাউকোর নাম। হুগো বুমোসকে বাদ দিয়ে যখন তাঁকে সই করালেন হাবাস, তখন হয়তো অনেকেই তাঁর ফিটনেস নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু কাউকো প্রতিদিন বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কেন হাবাস তাঁকে ভরসা করেছেন। এদিন বাগানের চার গোলের তিনটির পাস বাড়িয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, গোটা মাঝমাঠে বাগানের চালিকাশক্তি যেন তিনিই। ৬৩ মিনিট মাঠে ছিলেন, আর তাতেই কাউকো এদিনের ম্যাচের সেরাও নির্বাচিত হয়েছেন।

দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে রেকর্ড গড়েন সাদারল্যান্ড

১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রেকর্ড গড়লেন অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দলের ক্রিকেটার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। মহিলাদের টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি করলেন তিনি। পারথে দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা দলের বিরুদ্ধে টেস্টে এই নজির গড়েন অজি ব্যাটার। ২৪৮ বলে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকান সাদারল্যান্ড। এর আগে ২০০১ সালে কারেন রল্টন এই নজির গড়েছিলেন। ২৩ বছর পরে সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন সাদারল্যান্ড। উল্লেখ্য, রোল্টনের ডাবল সেঞ্চুরি এসেছিল ৩০৬ বলে। কিন্তু সাদারল্যান্ডের আগ্রাসী ব্যাটিং নতুন করে রেকর্ড লিখল ইতিহাস বইয়ের পাতায়। সাদারল্যান্ড শেষ পর্যন্ত ২৫৬ বলে ২১০ রান করেন। সাদারল্যান্ড প্রায় ভেঙে দিচ্ছিলেন স্বদেশীয় এলিস পেরির অপরাজিত ২১৩ রানের রেকর্ডও। অল্পের জন্য রক্ষা পায় সেই রেকর্ড।

সাদারল্যান্ডের দুরন্ত এই ইনিংসের সৌজন্যে অস্ট্রেলিয়া বিশাল রান করে প্রোটিয়া ব্রিগেডের বিরুদ্ধে। প্রথম ইনিংসে অজিরা ৯ উইকেটে ৫৭৫ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। মহিলাদের টেস্ট ক্রিকেটে এটাও সর্বোচ্চ স্কোর। উল্লেখ্য, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজের পরে সবচেয়ে কম বয়সে টেস্টে ডাবল করলেন সাদারল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় মাত্র ৭৬ রানে। গোড়ার দিকে ধৈর্যশীল ব্যাটিং করছিলেন সাদারল্যান্ড। প্রথম ৩৫ বলে মাত্র ৭ রান করেছিলেন তিনি। তার পরে নির্দয় ভাবে ব্যাটিং করতে শুরু করেন। ১৪৯ বলে সেঞ্চুরি করেন সাদারল্যান্ড। সাদারল্যান্ডের ইনিংসে সাজানো ছিল ২৭টি বাউন্ডারি ও ২টি ছক্কা।

অসুস্থ মা, তৃতীয় টেস্টের মাঝপথেই সরে গেলেন অশ্বিন

রাজকোট, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার সারা দিনই আলোচনায় ছিলেন তিনি। ৫০০ উইকেট নেওয়া এবং তার আগে পাঁচটি পেনাল্টি রান দেওয়া নিয়ে চর্চা হচ্ছিল তাঁকে নিয়ে। সেই রবিচন্দ্রন অশ্বিন আচমকাই তৃতীয় টেস্ট থেকে নাম তুলে নিয়েছেন। পারিবারিক সমস্যার কারণে তিনি তৃতীয় টেস্টে আর খেলবেন না বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাতের দিকে বোর্ডের তরফে একটি বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। কী কারণে অশ্বিনকে আচমকা সরে যেতে হল তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। এরপর শুক্রবার রাতেই টুইট করে বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা জানান, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। মায়ের সঙ্গে থাকার জন্য রাজকোট টেস্ট ছো তাঁকে চেন্নাই যেতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট রয়েছে কুম্বলের (৬১৯)। অশ্বিন শুক্রবার 'পাঁচশোর পাহাড়ে' উঠে পড়েছেন।

আই লিগে শীর্ষেই রইল মহামেডান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ গোল করলেন এডি হার্নান্দেজ । জিতল মহামেডান স্পোর্টিং। আই লিগে সাদা কালো শিবির শীর্ষেই রইল। শনিবার আই লিগেসাদা-কালো ব্রিগেড ২-০ গোলে হারাল ট্রাউকে। জোড়া গোল করেন এডি হার্নান্দেজ। দুই অর্ধে দুটো গোল করেন তিনি। আগের ম্যাচে রাজস্থানকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল মহামেডান। ট্রাউয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে জয়ের ব্যাপারে প্রত্যয়ী ছিলেন মহামেডানের কোচ চের্নিশভ। শনি-দুপুরে রাশিয়ান কোচের ছেলেরা প্রাধান্য রেখেই ম্যাচটা জিতে নিল। বিরতির ঠিক আগে এডির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিং। ট্রাউয়ের বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে প্রথম গোলটি করেন এডি। তবে শুরুতে ট্রাউও সাদা-কালোর পেনাল্টি বক্সে আতঙ্ক তৈরি করেছিল।

পিএসজি ছাড়ছেন, জল্পনায় সিলমোহর দিলেন এমবাপে

১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম পর্বের ম্যাচে জেতার পর চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বিস্ফোরণ ঘটালেন কিলিয়ান এমবাপে। বৃহস্পতিবার রাতে ফরাসি তারকা তাঁর ক্লাব পিএসজিকে জানিয়ে দিলেন, চলতি মরশুম শেষ হলেই ক্লাব ছাড়ছেন। আর তিনি পিএসজিতে খেলবেন না। তিনি ক্লাব কর্তাদের জানিয়েছেন, মরশুম শেষ হলেই তিনি ক্লাব ছাড়তে চান। এবং এমবাপের এই বিবৃতি প্রকাশ হতেই মোটামুটি একটি বিষয় পরিষ্কার, ফ্রি ট্রান্সফারেই তিনি নতুন ক্লাবে সই করতে চলেছেন। জল্পনা চলছে, পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পারেন এমবাপে। দুই পক্ষের মধ্যে কথাবার্তাও নাকি অনেকদূর এগিয়েছে। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্লাব ছাড়ার বিষয়ে সব শর্তে এখনও দু'পক্ষ সম্মতিতে আসতে পারেনি। কথাবার্তা চূড়ান্ত হলেই আনুষ্ঠানিকভাবে ফরাসি তারকা পিএসজি ছাড়ার বিষয়টি জানাবেন। একইসঙ্গে জানা গিয়েছে, চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পিএসজির হয়ে সমস্ত দায়িত্বই পালন করবেন এমবাপে।গত বছরেই এমবাপে পিএসজির সঙ্গে তাঁর চুক্তি পুনর্নবীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই কোনও ট্রান্সফার ফি ছাড়াই নতুন দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল তাঁর কাছে। এমবাপে খুব শিগগিরই রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে একটি প্রাক-চুক্তি ঘোষণা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। সূত্রের খবর পিএসজি ৭২ মিলিয়ন ইউরো বেতন বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দিয়েছিল এমবাপেকে। সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পুরনো ক্লাবের জার্সি গায়ে চাপাতে চলেছেন। এদিকে, পিএসজি বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম পর্বের ম্যাচে ২-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল সোসিয়েদাদকে। এই ম্যাচে গোলও করেছেন এমবাপে। গোল করার পরই ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা করে দিলেন তিনি।

প্রাইম ভলিবল লিগ, হার দিয়ে শুরু কলকাতা থান্ডার বোল্টসের

কলকাতা,১৭ ফেব্রুয়ারিঃ প্রাইম ভলিবল লিগে শুরুটা ভালো হল না কলকাতা থান্ডার বোল্টসের। চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরু টর্পেডোসের বিরুদ্ধে তাদের হার হজম করতে হল ১৪-১৬, ১৬-১৪, ১৩-১৫, ১০-১৫ সেটে। ম্যাচের সেরা থমাস হেপ্টিনস্টল। রাহুলের সুপার সার্ভে ভর করে শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল কলকাতা। সঙ্গে সমান তালে সঙ্গ দিচ্ছিলেন অধিনায়ক অশ্বলরাই। যার জেরে খেই হারিয়েছিল বেঙ্গালুরু। কিন্তু তারপরেই বেঙ্গালুরুকে ম্যাচে ফেরায় তাদের কোচ ডেভিডলি-এরস্ট্র্যাটেজি। তাঁর পরামর্শ মেনেই দুর্দান্ত সার্ভে বেঙ্গালুরুকে মূল্যবান পয়েন্ট এনেদেন স্রাজন। লাইনের দিকে ছন্দে থাকা হেপ্টিনস্টল এগিয়ে দেয় বেঙ্গালুরুকে। তবে বিনীত রাই ফের খেলা কলকাতার দিকে ঘুরিয়ে দেন। খেলা যত গড়িয়েছে ততই ভালো হয়েছে কলকাতার পাসিং। উল্টোদিকে, একেরপর এক আন ফোর্সডএর করছিল বেঙ্গালুরু। লড়াইটা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মূলত বিনীত এবং হেপ্টিনস্টলের মধ্যে। তবে ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেন নি কোচডেভিড। কাজেও লেগে গিয়েছে সেই ঝুঁকি। শারীরিক উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে কলকাতার ব্লকারদের বোকা বানাচ্ছিলেন হেপ্টিনস্টল। কলকাতার কর্নারে অবশ্য নিজস্ব ছন্দে খেলে যাচ্ছিলেন বিনীত। উল্টদিকে, কোর্টের মাঝে ব্লকার হিসাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বেঙ্গালুরুর স্রাজন ও মুজিব। ওনুর কাকারের সৌজন্যে কলকাতার পাসিংকে রীতিমতো ক্ষুরধার দেখাচ্ছিল। কিন্তু বেঙ্গালুরুর ডিফেন্স তাদের বেশিপয়েন্ট তুলতে দেয় নি। ম্যাচের শেষ দিকে সুপার পয়েন্ট ছিনিয়ে জয় তুলে নেয় বেঙ্গালুরু।

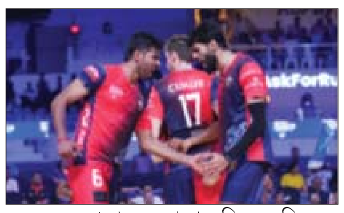

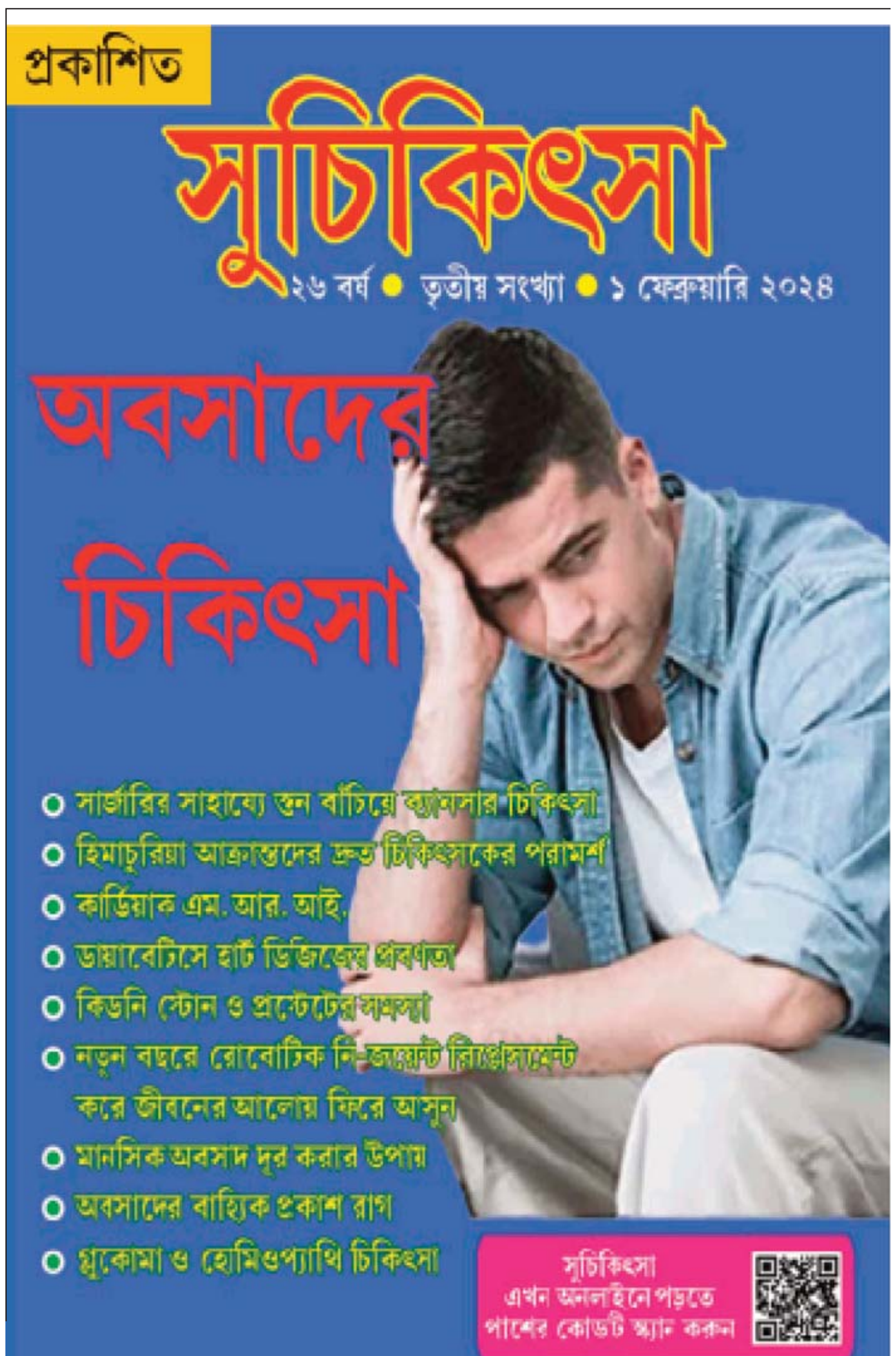

নেইমারের বাড়তি ওজন, ফিটনেস নিয়েও হচ্ছে সমালোচনা

১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ চোট কাটিয়ে চার মাস পর আল হিলালে ফিরেছেন নেইমার। গত বছর ৩ অক্টোবর সৌদি ক্লাবটির হয়ে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেন ব্রাজিল তারকা। ক্লাবে ফিরলেও নেইমারকে আপাতত স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নেই আল হিলালের। গত বছরের অক্টোবরে ব্রাজিলের ম্যাচে নেইমার চোটে পড়ার পর তাঁকে বাদ দিয়ে এ মৌসুমে আল হিলাল বিদেশি খেলোয়াড়ের কোটা পূরণ করেছে। কিন্তু অনুশীলন করতে তো বাধা নেই! গত শুক্রবার তাই আল হিলাল সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করেন নেইমার। আর অনুশীলনে নেইমারের ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁর ফিটনেস নিয়েও হচ্ছে সমালোচনা। বেশির ভাগের দাবি, নেইমারের ওজন অতিরিক্ত বেড়েছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মার্কা যুক্তি, অনুশীলনে নেইমারের ছবি যে অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা হয়েছে, সেই ছবি দেখে মনে হতে পারে তাঁর ওজন অতিরিক্ত বেড়েছে। কিন্তু অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা ছবি দেখে অতটা মনে হয় না। তবে এটাও সত্য ৩২ বছর বয়সী একজন ফুটবলারের ওজন ও ফিটনেস যেমন হওয়া উচিত-নেইমার সেই অবস্থায় নেই। নেইমারের একটু স্থূল শরীরের ছবি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রঙ্গ-তামাশাও করছেন সমর্থকেরা। আল হিলালে ফেরার পর ক্লাবটির অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন নেইমার। সেই অনুশীলনেরই একটি ভিডিও ক্লিপ থেকে ছবিটি নেওয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেইমারের এই ছবিটিই তাঁর বাড়তি ওজন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বাঁ হাঁটুর লিগামেন্টে চোট পাওয়ার পর গত চার মাস নেইমার কীভাবে কাটিয়েছেন, সেটি আগেই জানিয়ে রাখা ভালো। এমনিতে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া মেনে চলার ধকল তো ছিলই। তার বাইরে সময়টা ভালো কেটেছে নেইমারের। কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন, সময় দিয়েছেন পরিবার ও বন্ধুদের। বড়দিন পালন, নতুন বছর বরণের পাশাপাশি নিজের ৩২তম জন্মদিনও ধুমধাম করে মানগারাতিবায় নিজের বাড়িতেই উদ্যাপন করেছেন নেইমার। শৈশবের ক্লাব সান্তোসের খেলাও দেখেছেন মাঠে বসে। এ ছাড়া নিজের প্রমোদতরি ভাসিয়ে দিয়ে গভীর সমুদ্রে ঘুরতে বেরিয়েছেন। নেইমার এখনো চোট সারিয়ে পুরোপুরি খেলার মতো অবস্থায় ফিরে আসেননি। তাঁর পায়ে অস্ত্রোপচার করা ব্রাজিল জাতীয় দলের মেডিকেল স্টাফ এর আগে জানিয়েছিল, এ চোট থেকে তাঁর পুরোপুরি সেরে উঠতে কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ মাস লাগবে। ' গ্লোবো' এ নিয়ে ফুটবলের বাইরের অঙ্গনে বিশেষজ্ঞের সঙ্গেও কথা বলেছে। ব্রাজিলের জাতীয় জুডো দলের ট্রেনারের (২০১২-২১) দায়িত্ব পালন করা ওয়াগনার জাক্কানির সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছে সংবাদমাধ্যমটি। তার মতে, কোনো রকম ঝুঁকি ছাড়া এসব চোট পুরোপুরি সেরে উঠে খেলার মতো অবস্থায় ফিরতে প্রায় ১০ থেকে ১২ মাস সময় লাগে। এমন সময় পাওয়া গেলে একই চোট ফিরে আসার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায় বলে মনে করেন জাক্কানি। ব্রাজিলিয়ান জুডোতে পরিচিত মুখ জাক্কানি এটাও জানিয়েছেন, নেইমার এ সময়ের মধ্যে তাঁর খানিকটা স্ফীত পেটের মেদও ঝরিয়ে ফেলতে পারবেন। ছিপছিপে গড়ন থেকে নেইমারের শরীরে খানিকটা মেদ জমার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন জাক্কানি। অস্ত্রোপচারের পর অ্যাথলেটদের ওজন বেড়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক বলেই মনে করেন তিনি। কারণ, অস্ত্রোপচার করানোর পর খেলোয়াড়েরা বিশ্রামে থাকেন, অনুশীলনের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রিত খাবার-দাবার থেকেও বিরত থাকেন। তবে জাক্কানি স্বীকার করেছেন, নেইমারের বর্তমান ফিটনেস দেখে তিনিও বেশ অবাক হয়েছেন। ভেবেছিলেন ছবিটি বুঝি এডিটিংয়ের কারসাজি!

আজ থেকে শুরু হচ্ছে পিএসএল

লাহোর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ থেকে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) নবম আসর। উদ্বোধনী দিনে মুখোমুখি হচ্ছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লাহোর কালান্দর্স ও ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত সা।ে ৮টায়। উদ্বোধনী দিনে একটি ম্যাচ হলেও পরের দিন অনুষ্ঠিত হবে ২টি ম্যাচ। রবিন রাউন্ড লিগের খেলার পর হবে প্লে-অফের ম্যাচ। প্লে-অফের প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে রবিন রাউন্ড লিগের শীর্ষ দুই দল। যারা জিতবে তারা চলে যাবে ফাইনালে। ফাইনালে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কোয়ালিফায়ারে হারা দল দ্বিতীয় এলিমিনেটরে খেলবে প্রথম এলিমিনেটরে জয়ী দলের বিপক্ষে। ১৭ মার্চ হবে ফাইনাল ম্যাচ ৩৪টি। গাদ্দাফি ছাড়াও খেলা অনুষ্ঠিত হবে মুলতান, রাওয়ালপিণ্ডি ও করাচি জাতীয় স্টেডিয়ামে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com